উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৬,৬১৯.৩৩ (-৪২৩.৪৯)
নিফটি : ২৩,২০৩.২০ (-১০৮.৬০)

আরজি কর মামলায় আজ রায়
আজ আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায়দান। গত ৯ অগাস্ট সরকারি হাসপাতালে ওই ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। » ৭

১৪ বছর কারাদণ্ড ইমরানের
২০০-রও বেশি মামলা ঝুলছে ইমরান খানের মাথার উপর। ১ বছর তিনি জেলে। আরেক মামলায় তাঁর ১৪ বছরের কারাদণ্ড। ৭ বছরের শাস্তি স্ত্রীরও। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৬°	২৭°	২৮°	২৮°
সর্বনিম্ন	১১°	৯°	১০°	১২°

বিজেপির ভরসা মমতা-মডেল
দিল্লি দখলে বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারে মমতা-মডেলের ছাপ স্পষ্ট। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে গরিব মহিলাদের জন্য প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা। » ৯

৪ মাঘ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 18 January 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 240

সাদা চোখে সাদা কথায়

নেতা-পুলিশ নিরাপদ নয়, যেন ভয়ের রাজত্বে বাস

গৌতম সরকার

ওরে, শান্তি কোথায় পাবি! শান্তি কোথাও নেই! কে যে কখন কাকে টসকে দেয়! যেমন দিল বাবলা সরকারকে। পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ নাকি তাঁর ভাগ্যে ঝুলছিল। পদপ্রাপ্তি দূরে থাক, জীবনটাই চলে গেল। শুনেছি, ড্রাইভার তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে বারণ করেছিলেন। বাবলা শোনেননি। বলেছিলেন, কে আবার কী করবে? নিজের খাসতালুকে দিনের আলোয় বন্দুক নিয়ে কেউ তাঁকে তাড়া করবে, স্বপ্নেও ভাবেননি বোধহয়।

না ভাবারই কথা! রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধিরা জনতার মাঝে সুরক্ষিত থাকবেন- সেটাই তো প্রত্যাশিত। তত্ত্বকথায় আছে, মাছ জলে নিরাপদ, নেতা-জনপ্রতিনিধিরা মানুষের মাঝে। এসব প্রবচন অবশ্য এখন তামাদি। বিশ্বস্ত কেউ নেই। এমনকি দলীয় সহকর্মীও ঘোর শত্রু হয়ে যেতে পারেন। এমন শত্রু, যিনি জান নিতেও পরোয়া করেন না। নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি তো বাবলার বন্ধু ছিলেন। দলেও দীর্ঘদিন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ।

বাবলাকে খুনে নরেন্দ্র জড়িত প্রমাণ হলে বুঝতে হবে, প্রতিহিংসা কোন পর্যায়ে গেলে বন্ধুকে খুন করতে সুপারি দেওয়া যায়। সেই প্রতিহিংসার কারণ রাজনৈতিক বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবে কিন্তু ভিন্ন স্বার্থের ইঙ্গিত স্পষ্ট। পুলিশের তদন্তে সেই স্বার্থ প্রকাশ্যে আসবে কি না, বলা শক্ত। কারণ, স্বার্থটা বেআব্রু হলে অনেক বড় জায়গায় ঘা লাগতে পারে।

বড় জায়গায় ঘা অনেক সময় রাজনীতিবিদরা এড়িয়ে চলেন। বাম আমলের দাপুটে মন্ত্রী কমল গুহ আত্মজীবনী লিখেছিলেন, 'আমার জীবন আমার রাজনীতি।' তাঁর ঘোষণামতো প্রথম খণ্ডের পর আর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। একদিন জানতে চেয়েছিলাম, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কবে? কমলদার জবাব ছিল, লেখা হয়ে আছে। কিন্তু প্রকাশিত হলে অনেক বন্ধু বেজার হবে। জীবদ্দশায় তিনি আর কোনও 'বন্ধু'কে বেজার করেননি। করলে হয়তো অনেক কঠিন বাস্তব সামনে আসত।

বাবলাকে খুনের ১২ দিনের মাথায় আরও এক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেই মালদা জেলায়।

এরপর দশের পাতায়

ডক্টর ইউটিউব

মোবাইলের পর্দায় চোখ রেখে চলছে অপারেশন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : 'ইউটিউব'-এ অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে চলছে রোগীর অস্ত্রোপচার। বাস্তবে এমনই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে উত্তরবঙ্গের একাধিক মেডিকেল কলেজে। জুনিয়াররা অপারেশন করেন ইউটিউব দেখে। কর্মক্ষেত্রে আট ঘণ্টা কাজ করতেই হবে। প্রতিটি অপারেশনের সময় সিনিয়ার ডাক্তারদের অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত থাকতেই হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্যসচিবকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এর আগেও বহুবার এমন নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে উত্তরবঙ্গের কোনও মেডিকেল কলেজেই সব ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয় না। এখানে 'ইউটিউব'-এ অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে দিয়ে জুনিয়াররা অপারেশন করেন বলে অভিযোগ। এমনই বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে সিনিয়ারদের ফাঁকিবাজি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেখানে সিনিয়ার রেসিডেন্টস (এসআর), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) এমনকি বিভিন্ন বর্ষের পড়ুয়ারা সিনিয়ারদের অনুপস্থিতিতে অপারেশন করতে বাধ্য হন। ফলে তাঁদের কাছে মোবাইলে ভিডিও চালিয়ে অপারেশন করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। তবে, আশ্চর্যজনকভাবে অপারেশন থিয়েটারের রেজিস্টারে ওই

এরপর দশের পাতায়

রদবদলে সতর্ক উৎপল

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৭ জানুয়ারি : আপাতত চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিলে বড় কোনও রদবদলের পথে হাঁটতে চাইছেন না মাল পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। আগামী সপ্তাহে শপথ নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন তিনি। তৃণমূল সূত্রের খবর, তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব এবং উৎপল নিজে ভালো করেই বুঝছেন, কাউন্সিলারদের বড় অংশের উপর স্বপন সাহার প্রভাব এখনও যথেষ্ট। তাঁর অনুগত কাউন্সিলারদের সবাইকে একসঙ্গে বিক্ষুব্ধ করে তুললে পুরসভার কাজ চালাতে সমস্যা হবে। তাই কাউন্সিলারদের নিজের শিবিরে টানাই এখন উৎপলের মূল লক্ষ্য।

এদিনই পুরসভায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর উদ্বেগ বাড়িয়ে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমিতাভ ঘোষ নিজের সঙ্গে স্বপনের একটি পুরোনো ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'তোমার সাথে আছি তোমার সাথেই থাকব।' এই পোস্ট নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এই পোস্ট দেখে কটাক্ষ করছে বিরোধীরাও। যদিও পুরসভায় তৃণমূলের দলনেতা নারায়ণ দাস বলেছেন, 'বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

অমিতাভ পোস্ট করার পর অবশ্য বলেন, 'স্বপন সাহার সঙ্গে আমার পুরোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক। একটি আবেগের স্থান আছে ওঁর জন্য। সেই দৃষ্টিতেই আমি পোস্ট করেছি। এর সঙ্গে দল অথবা রাজনীতির সম্পর্ক নেই।' পোস্টের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান। কাউন্সিলারদের দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়ে তিনি বলেন, 'শপথগ্রহণের পর বোর্ড মিটিংয়ে এসব নিয়ে আলোচনা হবে।'

চেয়ারম্যান পদ থেকে স্বপন সরলেও এখনও পর্যন্ত চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল ভাঙার কোনও কথা হয়নি। পুরসভার পূর্ত বিভাগে মণিকা সাহা, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও স্বাস্থ্য বিভাগে সুরজিৎ দেবনাথ, বিপর্যয় ও ত্রাণ বিভাগে অজয় লোহার, জল সরবরাহ বিভাগে নারায়ণ দাস এবং বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বে আছেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি নিজেই। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরতে হতে পারে উৎপলকে। নারায়ণকে সরানো হতে পারে দায়িত্ব থেকে। তবে কোন কাউন্সিলাররা নতুন দায়িত্ব পাবেন, সেই বিষয়ে মুখ খুলছেন না চেয়ারম্যান। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল জানিয়েছে, এখনই বড় কোনও পরিবর্তন না করার পক্ষপাতী উৎপল। দলও সেটাই চাইছে। সেক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হতে পারে, যাতে স্বপনের অনুগত কাউন্সিলাররা বিক্ষুব্ধ না হয়ে ওঠেন।

এরপর দশের পাতায়

চিকিৎসা না করে রেফার

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : পুলিশের ধমকে অসুস্থ নাবালিকার চিকিৎসা হয়নি রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। তাকে রেফার করে দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। গত ২৯ ডিসেম্বরের এই ঘটনায় দু'দিন সুপারস্পেশালিটিতে ভর্তি থাকার পর ওই নাবালিকা বাড়ি ফিরে আসে। এ মাসের ১৩ তারিখ পুলিশের ধমকের বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের কাছে নালিশ করে নাবালিকার পরিবার। তারপর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

নাবালিকার বাবা মহেশ্বর দাস বলেন, 'কী কারণে মেয়েকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটিতে রেফার করা হয়েছিল, তা জানি না। এখানে চিকিৎসা হলে আমার অনেক সুবিধা হত।'

রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে পুরস্কৃত হয়েছে রোগী পরিষেবার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সার্টিফিকেশনে দু'বার রাজ্যসেরা হয়েছে এই হাসপাতাল। কায়াকল্প পুরস্কারও রয়েছে এই হাসপাতালের ঝুলিতে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী কারণে ওই নাবালিকাকে রেফার করা হল জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটিতে? রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় বলেন, 'ঘটনাটি গত ডিসেম্বর মাসের ২০২৪ সালের। এই মুহূর্তে রেকর্ড বুকটি আমার কাছে নেই তাই সঠিক কারণ বলা সম্ভব হচ্ছে না। রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে এই মুহূর্তে কোনও মহিলা চিকিৎসক নেই। এক্ষেত্রে কোনও নাবালিকার চিকিৎসা পুরুষ চিকিৎসকরা করেন না।

এরপর দশের পাতায়

স্বাস্থ্য বিভ্রাট

- এক পুলিশ অফিসারের ধমক খেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে নাবালিকা
- রাজগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার চিকিৎসা না করে রেফার করা হয় জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটিতে
- সেখানে দু'দিন ভর্তি থাকার পর বাড়ি ফিরেছে সে
- রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে পুরস্কার পাওয়া রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা না হওয়ায় প্রশ্ন তুলেছে পরিবার

ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রুজু খুনের মামলাও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সাসপেনশনেই শাস্তি শেষ নয়। সাসপেন্ড ১২ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ দায়ের করল সিআইডি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায়। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে এক প্রসূতির মৃত্যু ও তিনজন প্রসূতি অসুস্থ হওয়ায় এই পদক্ষেপ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং বৃহস্পতিবার ওই চিকিৎসকদের সাসপেনশন ঘোষণা করেছিলেন। প্রতিবাদে রাতেই ওই মেডিকেলের জুনিয়ার ডাক্তাররা কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন। সাসপেনশন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে বলে ঘোষণাও করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে স্বাভাবিক ছিল মেদিনীপুর মেডিকেলের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

সম্ভবত সরকারের কড়া অবস্থান বুঝে কর্মবিরতি তুলে নিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। কর্মবিরতির চাপে যে সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা নেই, তা বৃহস্পতিবার রাতেই বুঝিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। রাতেই এফআইআর দায়ের হওয়ায় পরিস্থিতি ঘুরে যায়। শুক্রবার আবার সিআইডি যায় কোতোয়ালি থানায়। তবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

তাছাড়া কলকাতা থেকে জুনিয়ার ও সিনিয়ার ডাক্তারদের একটি প্রতিনিধিদল মেদিনীপুর মেডিকেলে গিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের স্বস্তি কারণ মুম্বইয়ের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবের রিপোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি বিতর্কিত সেই রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইনকে ক্লিনচিট দিয়েছে ওই ল্যাব। কর্ণাটক সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ল্যাবে স্যালাইনটির পরীক্ষা হয়।

তবে পশ্চিমবঙ্গে এখনও ওই স্যালাইনে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখছে স্বাস্থ্য ভবন। ওই সংস্থার জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে পাশ করতে পারেনি। তাই এই নিষেধাজ্ঞা। জয়েন্ট ডক্টরস ফোরামের নেতা মানস গুমটা অবশ্য বলেন, 'যা হয়েছে, সেটা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গাফিলতির কারণে।

এরপর দশের পাতায়

নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : অবরোধ শুনে গ্রামের বাসিন্দাদের বোঝাতে গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি যে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ হতে পারে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের বামনি সেতু সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ের ওপর। মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পজ্জাপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রাস্তা বেহাল হয়ে রয়েছে। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এদিন ক্ষুব্ধ বসিন্দারা ওই এলাকার সাঁকো জ্বালিয়ে বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে এশিয়ান হাইওয়েতে এসে অবরোধ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড ও পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পরেও অবরোধ তোলা যাচ্ছিল না। ওই সময় ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি প্রফুল্লকুমার রায়। এশিয়ান হাইওয়েতে যানজট দেখে গাড়ি থেকে নেমে বাসিন্দাদের বোঝাতে যান তিনি। তখনই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। বাসিন্দাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় তৃণমূল নেতার। 'চোর', 'চোর' স্লোগান দিতে থাকেন বাসিন্দারা।

এরপর দশের পাতায়

এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ গ্রামবাসীদের। শুক্রবার মাগুরমারিতে।

মৌচাকে বাজের ছোঁ, জখম তিন

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি: বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ঢুকলেই চোখে পড়ে পাঁচতলার চাতালে রয়েছে মৌচাকটি। শনিবার দুপুরে হঠাৎই সেই মৌচাকে ছোঁ মারে বাজ পাখি। একবার-দুবার নয়, সাত-আটবার মৌচাকে আঘাত করে ওই পাখি। এরপর ভেঙে যাওয়া মৌচাক থেকে রোগীর আত্মীয়দের উপর হামলা চালায় মৌমাছিরা। বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সেই মৌমাছির হামলায় প্রায় ৪-৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। অনেকে মৌমাছির হাত থেকে বাঁচতে নীচে শুয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালের কর্মীরা পিপিই কিট ও মাথায় হেলমেট পরে সকলকে উদ্ধার করে। এবং হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে হাসপাতালে তিনজন ভর্তি রয়েছেন। ঘটনায় হাসপাতালের সব জানলা ও সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আতঙ্কের মধ্যেই ডিউটি করছেন নিরাপত্তারক্ষী থেকে অন্য কর্মীরা।

এদিন দুপুরের পর থেকে মৌমাছির হানায় হাসপাতালে ঢুকতে ও বেরোতে পারেননি রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বালুরঘাট হাসপাতালে আসা অমিত মণ্ডল নামে এক রোগীর পরিজন বলেন, 'হাসপাতালে এসে দেখি মৌমাছি তাড়ানো হচ্ছে। অনেকে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। একজন পিপিই কিট ও হেলমেট পরে তাদের উদ্ধার করছে।'

অ্যাম্বুল্যান্স চালক শাহ আলম মিয়াঁ'র কথায়, 'আমি তখন গাড়িতেই রয়েছি। দেখি দুজন মাটিতে পড়ে আছে। তাদের উপর চাদর দিয়েছিল কেউ।' বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের বক্তব্য, 'দশতলা ভবনে কয়েকটা মৌচাক রয়েছে। আজ একটা মৌচাক থেকে মৌমাছি সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করে। মৌমাছির কামড়ে বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তিনজন।'

রোগীর শরীরে পড়ে গজ ও তুলো

নার্সিংহোম, চিকিৎসককে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : প্লীহায় অস্ত্রোপচারের পর শরীরের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল গজ, তুলো। যা থেকে পরে জটিল সমস্যা তৈরি হতে থাকে। স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ১৫ বছরের রোগীকে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এরপর চিকিৎসক এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করে সেই কিশোরের পরিবার। প্রায় নয় বছর পর সেই মামলার রায় এল বৃহস্পতিবার। শেষমেশ শিলিগুড়ির খালপাড়ার ওই নার্সিংহোম এবং চিকিৎসক বিবেক সরকারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ রোগীর পরিবারকে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের বিচারক।

২০১৫ সালে অরুণ বেণিকে শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন রাজগঞ্জের বেলাকোবার বাসিন্দা গোবিন্দচন্দ্র বেণি। পেশায় রাজ্য সরকারি কর্মচারী গোবিন্দ ছেলেকে খালপাড়ার ওই নার্সিংহোমে বিবেকের কাছে চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নেন। বিভিন্ন পরীক্ষার পর বিবেক গোবিন্দকে জানান, অরুণের প্লীহায় অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেই মোতাবেক তখনই অস্ত্রোপচার হয়।

এরপর ছেলেকে নিয়ে রাজগঞ্জে ফিরে যান গোবিন্দ। কিন্তু এক সপ্তাহ পর থেকে অরুণের নিয়মিত বমি ও পেটে ব্যথা শুরু হয়। তাই অরুণকে ফের ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যান বাবা। কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। কয়েকমাস পেরিয়ে গেলেও অরুণ সুস্থ না হওয়ায় ছেলেকে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান বাবা। সেখানে চিকিৎসক এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে দেখতে পান, অরুণের যকৃতের কাছে কিছু রয়েছে। অস্ত্রোপচার করে ওই কিশোরের পেট থেকে তুলো, গজ বের করা হয়।

এরপর ২০১৬ সালে পরিবারের তরফে ওই নার্সিংহোম এবং বিবেকের বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করা হয়। আদালতের বিচারক অপূর্ব ঘোষ বলেন, 'মাটিগাড়ার ওই নার্সিংহোমের চিকিৎসকের রিপোর্টের ভিত্তিতে খালপাড়ার নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে যৌথভাবে অস্ত্রোপচার বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং হয়রানির জন্য আরও ১ লক্ষ টাকা, মামলা লড়ার জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এই রায়ে খুশি বেণি পরিবার। তবে শারীরিকভাবে ছেলের দুর্বলতা পুরোপুরি না কাটায় গোবিন্দর দুশ্চিন্তা কাটছে না। তিনি বলেন, 'ছেলের বয়স এখন ২৫। পেটের মধ্যে তুলো, গজ অনেকদিন ছিল। তাই খাদ্যনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।'

রায়ের পর বিবেক এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কার্যত দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন। বিবেক বলেন, 'বিষয়টি ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে রায়ের বিষয়টি জানা নেই। শরীর খারাপ হওয়ায় বাড়িতে রয়েছি।' নার্সিংহোমের দায়িত্বে থাকা নরেশ সিংলার বক্তব্য, 'রায়ের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।' এরপর একাধিকবার নরেশকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

প্লীহায় অস্ত্রোপচার

- ২০১৫ সালে এক কিশোরের প্লীহায় অস্ত্রোপচার হয়
- তারপর থেকে বমি, পেট ব্যথা হতে থাকে তার
- পরে জানা যায় তার শরীরে গজ, তুলো রয়ে গিয়েছে
- ২০১৬ সালে নার্সিংহোম এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা
- সেই মামলার রায়ে রোগীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

বিক্রয়

Land for sale near Shahudangi Rs. 4.5 Lak per katha, 9832060869, 9832014897.

•

শিলিগুড়ির সুকান্তনগরে আড়াই কাঠা জমি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। ফোন- 7364073795. (C/114499)

•

ধূপগুড়ি কলাহাটিতে MADO বাজারের নিকট দোকানঘর এবং কদমতলায় ২১ ডেসিমেল বাস্তুজমি বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। M-9832033162. (A/B)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+ বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অতি সত্বর, অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M-9679967639. (C/114504)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB7320030025057 এ আমার ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় 9/01/25-এ শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ajay Roy ও পিতা Lt. Bipin Roy করা হল। (C/114494)

কর্মখালি

মহিলা কর্মী চাই, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য (দিবা-রাত্রি), বয়স- ২০ থেকে ৩৫-এর উর্ধ্বে নহে, একজনবিশিষ্ট বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির কেয়ারটেকারের কাজ (রান্না বাদে), বেতন মাসিক ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ- ডঃ শাস্ত্রী ৯০০২০০৪৪১৮, গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে, উপরোক্ত মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে সত্বর ফোটো, বায়োডাটা পাঠাতে হবে।

Office Computer Operator Required

Male/Female Back Office Computer Operator Required. Qualification : B.Com, Salary : 12000/- month, Duty Hours : 10:30 A.M.-9 P.M. (with break). Send CV : pmi102301@gmail.com

Affidavit

I Rakesh Singh, S/o. Late Shibshankar Singh residing at Paresh Nagar, Ward No. 44, P.O. Sevoke Road, P.S. Bhakti Nagar, Dist. Jalpaiguri, West Bengal shall henceforth be known as Rakesh Kumar Singh as declared before the Notary Public at Siliguri Court West Bengal vide affidavit No. 79AB 988006 Dated 17/01/2025. Rakesh Singh and Rakesh Kumar Singh both are same and identical person. (C/114509)

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Age/ DOB	Sex	Details (Height/ Weight and Complexion)	Photo
Unknown (Abandoned)	New Born Baby Boy (Date of Admission - 27/11/ 2024)	Male	Height : 49 CM Weight : - 3.070 Grams Complexion- Brown Skin Eye Colour- Black Hair Colour- Black	

At present the Child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Jalpaiguri at Siliguri District Hospital, Siliguri. Any legal claimant of this child may contact within 60 days in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling Office of the District Magistrate, Kutchery Compound, Darjeeling & Child Welfare Committee, Jalpaiguri Korok Observation & Juvenile Home, Racecourse Para, Jalpaiguri

বাগান কন্যাকে জার্সি প্রশাসনের

বর্ষা ওরাওঁয়ের হাতে খেলার সামগ্রী তুলে দিলেন বিডিও। শুক্রবার।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : চা বাগানের কন্যা মধ্যপ্রদেশ পাড়ি দিলেন ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২ খেলতে। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশে রওনা দেন তরুণী ফুটবলার। তার আগে জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের বর্ষা ওরাওঁয়ের হাতে সদরের বিডিও জার্সি, ফুটবল তুলে দিলেন। বর্ষা বললেন, 'পরিবার এবং কোচের সাপোর্টে আমি এতদূর এসেছি। ফুটবল খেলা আমার কাছে অক্সিজেন। সারাজীবন ফুটবলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই।'

বাবাকে হারিয়েছেন সেই ছোট্টবেলায়। কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর হাইস্কুলে পড়াশোনা নবম শ্রেণি পর্যন্ত। ছোট থেকে দিদিদের ফুটবল খেলতে দেখে তাঁরও ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। শুরু হয় নিজের লক্ষ্যের দিকে পায়ে পায়ে এগোনোর লড়াই। সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। মাকে সাহায্য করতে চা পাতা তুলতে যেতেন মাঝেমধ্যেই। এরই সঙ্গে চলত ফুটবল প্রশিক্ষণ। কিন্তু পরিশ্রম করলে সাফল্য আসতে বাধ্য। এর আগে কন্যাশ্রী কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন বর্ষা। এবার সুযোগ এল মধ্যপ্রদেশে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২ খেলার। কিন্তু আর্থিক অনটনের সংসারে খেলার জন্য টাকা, জার্সি, ফুটবল কেনাটা একপ্রকার অসম্ভব। সেই খবর সদর ব্লক প্রশাসনের কাছে পৌঁছোয়। এগিয়ে আসে প্রশাসন।

শুক্রবার সদরের বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'বর্ষায় এই যাত্রায় ওকে শুভকামনা জানাই। এদিন ওর মনোবল বাড়াতে খেলাধুলোর কয়েকটি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্ষা আমাদের এলাকার মেয়ে, তাই এটা আমাদের কর্তব্য।' বর্ষা ভালোভাবে খেলে শহর তথা জেলার নাম উজ্জ্বল করুক, এটাই চান তাঁরা।

বর্ষার কোচ অমিত রায় জানালেন, বিনামূল্যে কোচিং করালেও কোনওরকম ফাঁক রাখেননি। তাঁর কথায়, 'বর্ষার এই সাফল্য আগামীদিনে আরও অনেক মেয়েকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বর্ষা ছাড়াও ধূপগুড়ির আমগুড়ির সোনু তান্ত্রিও সুযোগ পেয়েছে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২'তে খেলার।'

শিয়ালদহ-বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ ও হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে

শিয়ালদহ ডিভিসনে কিমি ৭/৫৮ - ৮/২ -তে ব্রিজ নং. ১৫ সিসিআর -এর স্টীল গার্ডার প্রতিস্থাপন করে আরসিসি বক্সের মাধ্যমে বালিঘাট - বালি হল্ট -এ রোড আন্ডারব্রিজ নির্মাণ সম্পর্কিত কাজের জন্য, নিম্নলিখিত দুই জোড়া ট্রেন নিম্নোক্ত সূচি অনুসারে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে এবং হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে : (১) ১৩১৪৮ বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বামনহাট থেকে ২২/০১, ২৩/০১, ২৪/০১ ও ২৫/০১/২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে। (২) ১৩১৪৭ শিয়ালদহ - বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ২৩/০১, ২৪/০১, ২৫/০১ ও ২৬/০১/২০২৫ তারিখে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়া থেকে রাত্রি ৮টা ১০ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে। (৩) ২২২০২ পুরী - শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস পুরী থেকে ২৩/০১/২০২৫ ও ২৫/০১/২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে। (৪) ২২২০১ শিয়ালদহ - পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস ২৪/০১/২০২৫ ও ২৭/০১/২০২৫ তারিখে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়া থেকে রাত্রি ৮টায় যাত্রা শুরু করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

Public Notice dtd. 18-01-2025

I am going to surrender my SEBI registration certificate as a Research Analyst with registration number INH300007651.

Arunabha Chakraborty
Jalpaiguri, West Bengal
9932533339/9932776287

INVITING APPLICATIONS FOR SELECTION TRIAL OF JALPAIGURI DISTRICT FOR STATE LEVEL STUDENT YOUTH FESTIVAL, 2025

Last date of submission of application form-24.01.2025 till 5 P.M. Date of selection trial-27.01.2025 & 28.01.2025, Venue-Chalsa Youth Hostel, Matiali Block, Jalpaiguri.

For more details and to download application form please visit- **https://jalpaiguri.gov.in**

W.B.C.A.D.C.
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST-DARJEELING
E-Tender Notice No. 09/2024-25
dt. 17.01.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for works/supply works : (A) Supply of Floating Fish Feed at Satvaiya Farm of WBCADC Siliguri-Naxalbari Project under RKVY

Programme : Quantity : 11 MT

The intending tenderers/Agencies are requested to inspect the website: www.wb.tenders.gov.in before quoting their rates from 19/01/2025

Sd/-
Office-in-Charge, Ph: 0353-2571404

JOBS

Applications are invited at Air Force School, Hasimara for the following posts :-

Sl. No.	Designation	Subject	No. of Posts	Salary
	Permanent on Probation			
(a)	PGT	Chemistry	01	Rs. 35,000 + DA (as admissible)
(b)	TGT	Science	01	Rs. 33,000 + DA (as admissible)
(c)	TGT	Health & Wellness Teacher	01	
(d)	TGT Female)	Games	01	
(e)	Librarian	--	01	
(f)	PRT	--	03	Rs. 28,500 + DA (as admissible)
(g)	Office Superintendent	--	01	Rs. 25,000 + DA (as admissible)
(h)	Accounts Assistant	--	01	Rs. 18,500 + DA (as admissible)
(i)	MTS (Male)	--	02	Rs. 13,000 + DA (as admissiale)
	On Contractual Basis			
Sl. No.	Designation	Subject	No. of Posts	
(a)	NTT	--	02	Rs. 18,000 (fixed)
(b)	Clerk	--	01	Rs. 14,500 (fixed)
(c)	Lab attendant	--	01	Rs. 14,000 (fixed)

Interested candidates are to check the eligibility criteria at www.afschoolhasimara.com and contact at mobile number – 8158019552 (between 09 AM to 03 PM from Monday to Saturday). All eligible candidates must submit their applications by post at following address :-

TO,
THE PRINCIPAL
AIR FORCE SCHOOL, HASIMARA
DIST - ALIPURDUAR (WB) PIN-735215

Applications must reach to above said address on or before **02 Feb 25.**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

আর্থ ফ্রম স্পেস দুপুর ২.২৪ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাইকি, সন্ধে ৭.৩০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.৩০ মহাগুরু, ১.০০ কৃষ্ণা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৪৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৫০ কুলি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ প্রতিদান, দুপুর ২.৩০ একান্ত আপন, বিকেল ৫.০০ তোমায় পাবো বলে, রাত ৯.৩০ অন্যায় অত্যাচার, ১২.৩০ পলাশের বিয়ে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রতিধ্বনি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জোশ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ এই অরণ্য

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.০০ আজহার, ২.৩০ বাদশাহ পহেলওয়ান, বিকেল ৪.৪৫ বাদভা রাসকাল, সন্ধে ৭.০০ বিবি নম্বর টু, রাত ৯.৪৫ চামর্স বন্ড

সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৮ ব্লু বিটল, ২.৪৩ জাস্টিস লিগ, বিকেল ৪.৪৯ ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, সন্ধে ৬.৩৯ গডজিলা, রাত ৯.০০ ইনফিনিট স্টর্ম, ১০.৪৬ জন উইক

কুলি রাত ১০.৫০ জলসা মুভিজ

চামর্স বন্ড রাত ৯.৪৫ সোনি ম্যাক্স

ইনফিনিট স্টর্ম রাত ৯.০০ সোনি পিক্স এইচডি

জার্সি রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

বলো দুগ্গা মাইকি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কাতার যাচ্ছেন বিমা এজেন্ট

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : কাতার কর্পোরেট কনভেনশনে প্রতিনিধিত্ব করতে ৮ ফেব্রুয়ারি ওই দেশে যাচ্ছেন জলপাইগুড়ি বিভাগের চিফ লাইফ ইনসুরেন্স (এলআইসি) অ্যাডভাইজার রণজয় দাম। তারপর তিনি মেলবোর্ন ও সিডনির কর্পোরেট কনভেনশনেও অংশ নেবেন। রণজয় কাতারের ওই কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি।

রণজয় দাম।

উচ্ছ্বসিত রণজয় বলেন, 'জীবনবিমাতে অনেক কাজ রয়েছে। সরকারি চাকরির আশায় না থেকে স্বাধীনভাবে জীবনবিমাতে কাজ করা যেতে পারে। সেই সন্ধান যাঁরা পেতে চান তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

রণজয় প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা করেন। তিনি ৫০ জনের কর্মসংস্থান করে দিয়েছেন। রণজয় ইতিমধ্যেই লস অ্যাঞ্জেলেস, লন্ডন সহ শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর ও কম্বোডিয়ায় মতো শহরে এলআইসি'র প্রতিনিধি হয়ে কর্পোরেট কনভেনশনে অংশ নিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন প্রোগ্রাম

নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ তারিখ ১৭.০১.২০২৫। চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার /এডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রম নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বিইএসওয়াই ডিপো	বিইএসওয়াই ডিপো, এইচডব্লিউএইচ ও এএসএন ডিভিশন	০৭.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫
২.	এইচএলআর ডিপো	এইচএলআর ডিপো ও এসডিএএইচ ডিভিশন	০৫.০২.২০২৫	১২.০২.২০২৫	১৯.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫
৩.	জেএমপি ডিপো	জেএমপি ডিপো ও এমএলডিটি ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৪.০২.২০২৫	২১.০২.২০২৫	২৮.০২.২০২৫
৪.	এইচডব্লিউএইচ ডিভিশন	এইচডব্লিউএইচ ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	১৮.০২.২০২৫	২২.০২.২০২৫
৫.	এএসএন ডিভিশন	এএসএন ডিভিশন	০৫.০২.২০২৫	১২.০২.২০২৫	১৭.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫
৬.	এসডিএএইচ ডিভিশন	এসডিএএইচ ডিভিশন	০৭.০২.২০২৫	১৪.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	২৬.০২.২০২৫
৭.	এমএলডিটি ডিভিশন	এমএলডিটি ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	১৯.০২.২০২৫	২৮.০২.২০২৫

STORES-72/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। সন্তানের চাকরির খবরে বাড়িতে আনন্দ। পেটের অসুখে সমস্যা। **মিথুন :** বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। **কর্কট :** মূল্যবান কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। খেলোয়াড়রা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **সিংহ :** অন্যায় কাজে নিজের ভুলে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তিলাভ। **কন্যা :** হারিয়ে যাওয়া কোনও বন্ধুকে আজ খুঁজে পেয়ে আনন্দ। ঘাড় ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **তুলা :** সামান্য কারণে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হতে পারে। চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের জন্যে আজ শুভ দিন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ নিতে হতে পারে। অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। **ধনু :** আজ কেউ আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি আগমন। **মকর :** শরীর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। প্রেমে বাধা কাটবে। **কুম্ভ :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটতে পারে। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। **মীন :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ২৮ পৌষ, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, ৪ মাঘ, সংবৎ ৫ মাঘ বদি, ১৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। শনিবার, পঞ্চমী অহোরাত্র। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৩।২৭। শোভনযোগ রাত্রি ২।৫। কৌলবকরণ রাত্রি ৬।৩৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৩।২৭ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।০ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৩।২৭ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।৫০ গতে ৫।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫০ মধ্যে ও ৪।৪৭ গতে ৬।২৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯। ৫৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৮ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১৬ গতে ১।৫৮ মধ্যে ও ২। ৫০ গতে ৪।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

সোদরখই মন্দিরের সুড়ঙ্গে রহস্য

উত্তরবঙ্গে লুকিয়ে থাকা নানা ইতিহাসের ভিড়ে সোদরখই মন্দির অন্যতম। নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন রোডে সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার অনেকেই পরিচিত এই মন্দিরের সঙ্গে। ওই স্টেশনের খুব কাছের এই মন্দিরের খোঁজ মেলে কীভাবে?

একশো বছর আগের কথা। বর্তমান ময়নাগুড়ি শহর সংলগ্ন সোদরখই এলাকায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে আসে এক পাথরের দেওয়াল। স্থানীয়রাই দলবেঁধে খুঁড়ে বের করলেন বড় লম্বা পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি একটা ঘর। মাঝখানটা ঠিক গর্ভগৃহের মতো। স্থানীয়রা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন ওখানে প্রাচীন কোনও মন্দির রয়েছে। গর্ভগৃহের প্রকৃতি দেখে শিবচতুর্দশীতে পুজোও করতে শুরু করলেন। তারপর থেকেই এই প্রচীন স্থাপত্য পরিচিত হল সোদরখই মন্দির নামে।

নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন পেরিয়ে ব্যাংকান্দির রাস্তার শুরুতেই বাম দিকে ধরে এগোলেই দেখা মিলবে এই মন্দিরের। একটি বিশাল বট গাছ আঁকড়ে রেখেছে পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি এই মন্দিরটিকে। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলে ঘরটির মাঝেই একটি সুড়ঙ্গ চোখে পড়বে। সেটিকেই গর্ভগৃহ মনে করেন স্থানীয়রা।

গবেষকরা কেউ বলেন, এটি দেবী চৌধুরানির আড্ডা ছিল। আরেক পক্ষ বলেন, এটির সঙ্গে পাল বংশের স্থাপত্যের মিল রয়েছে। মন্দিরের পাশেই একটি বড় পুকুর। গবেষকদের অনুমান, আশপাশের আরও আঠারোটি দিঘির সঙ্গে যুক্ত ছিল এই মন্দির। মন্দির থেকে আধ কিমি দূরে জমিতে বাথটবের মতো দেখতে একটি পাথরে কাটা চৌবাচ্চা রয়েছে। এই ইতিহাসের হাতছানি নিয়ে থাকা মন্দিরটি আজ অবহেলিত। স্থানীয়রা বেশি খুঁড়তে পারেননি। ওই মন্দিরকে কেন্দ্র করে খনন করলে বড় ইতিহাসের সন্ধান মিলবে বলে স্থানীয়দের মত। গ্রামের মানুষ নিজেদের মতো করেই আগলে রেখেছেন সোদরখই মন্দিরকে।

ডিজি আসতেই গ্রেপ্তার জাকির

কালিয়াচক, ১৭ জানুয়ারি : যদুপুরে তৃণমূল নেতা আতাউর শেখ ওরফে হাসা খুন কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত জাকির শেখকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। শুক্রবার একটি গোপন ডেরা থেকে তাকে ধরা হয়। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এদিন মালদা সফরে এসে দুপুরে হঠাৎই কালিয়াচক থানায় পৌঁছান। সন্ধ্যায় জেলা পুলিশের পক্ষ থকে জাকিরকে গ্রেপ্তারের কথা প্রকাশ্যে আনা হয়। ডিজি এদিন নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার ও ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। ডিজি দুপুরে কালিয়াচকে যাওয়ার আগে জেলা পুলিশ অফিসে চৈতালির সঙ্গে দেখা করেন। রাজীবকুমার বলেন, 'জেলা পুলিশের তদন্ত ঠিক পথেই এগোচ্ছে। এই ঘটনায় তদন্তের বাকি তথ্য পুলিশ সুপার জানাবেন।'

জীবন সংগ্রাম।। শুক্রবার মেটেলিতে শুভদীপ শর্মার ক্যামেরায়।

শিলিগুড়িতে মেট্রো দাবি শংকরের

এনজেপিতে নতুন ডিভিশনের প্রস্তাব

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়িকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নতুন ডিভিশন হিসেবে গড়ে তুলতে রেল প্রক্রিয়া শুরু করল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকে কাটিহার পর্যন্ত মেট্রো রেল চালানো যায় কি না, অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক সেটাও খতিয়ে দেখছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে শুক্রবার রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ যে সমস্ত প্রস্তাব তুলে ধরেন, তার মধ্যে এমন দাবিও রয়েছে। রেলমন্ত্রী বৈষ্ণো তখনই রেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি যদি রেলের নতুন ডিভিশনের স্বীকৃতি পায়, তবে এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। একইসঙ্গে টাউন স্টেশনের হেরিটেজ স্বীকৃতিতে শিলিগুড়ির স্বপ্নপূরণ হবে। রেলের একটি সূত্রে খবর, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এনজেপির নির্মীয়মাণ নয়া ভবনে ডিআরএম কার্যালয় তৈরি করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, ২৪ জানুয়ারি এনজেপিতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

এনজেপিকে রেলওয়ে ডিভিশন হিসেবে গড়ে তোলার দাবি বহু বছরের। গত ৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রেলের ৭০ নম্বর ডিভিশন হিসেবে জম্মুর নাম ঘোষণা করতেই যা নতুন মাত্রা পায়। নর্দার্ন রেলওয়ের ফিরোজপুর ডিভিশনের একটা অংশ নিয়ে যদি জম্মু ডিভিশন হতে পারে, তবে এনজেপি কেন নয়, প্রশ্ন উঠেছে। রেল সূত্রে খবর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনেও কোপ পড়ছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেও কোপ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, এনজেপি ডিভিশন হলে এর মধ্যে এনজেপির পাশাপাশি ডালখোলা, কিশনগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, শিলিগুড়ি জংশন, জলপাইগুড়ি রোডের মতো স্টেশনগুলি কাটিহার ডিভিশনের হাতছাড়া হবে। মালবাজার, সেবক, গুলমা সহ বেশ কয়েকটি স্টেশন আলিপুরদুয়ার ডিভিশন থেকে এনজেপি ডিভিশনে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সিকিমের রংপো স্টেশনও এনজেপির অন্তর্ভুক্ত হবে। 'এর ফলে রেলের প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে শুধু গতিই আসবে না, পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন এই অঞ্চলের মানুষ', বলছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক পদস্থ আধিকারিক।

দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিধায়ক শংকর ঘোষের।

> শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে রেলমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি দাবি তুলে ধরার পাশাপাশি কিছু প্রস্তাব দিই। তিনি প্রতিটি বিষয় মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।
>
> **শংকর ঘোষ**
> *বিধায়ক, শিলিগুড়ি*

টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবিও দীর্ঘদিনের। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া টয়ট্রেন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের ওপর দিয়ে চলাচল করলেও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধির পা পড়া স্টেশনটি হেরিটেজ স্বীকৃতির বাইরে থেকে গিয়েছে। এই বিষয়গুলির পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন এলাকার যানজট নিরসনে শিলিগুড়িতে মেট্রো বা মনোরেল চালানোর দাবিও তুলে ধরেন। সময়সাপেক্ষ হলেও এই ক্ষেত্রেও রেলমন্ত্রীর সায় রয়েছে বলে শংকরের দাবি।

বৈষ্ণোর সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়ির বিধায়ক বেশি রাতে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতাগামী ট্রেন চালানোর পাশাপাশি বন্দে ভারত স্লিপার চালানোর দাবি রাখেন। অন্য দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়া এবং সুভাষপল্লির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাগরাকোটে একটি লাইট ভেহিকল ওভারব্রিজ তৈরি।

মেডিকেলের সামগ্রী পাচার প্রকাশ্যেই

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : প্রকাশ্যেই এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সামগ্রী পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। বাইরের দোকানে সেই সামগ্রী বিক্রি করে মোটা টাকা ঢুকছে হাসপাতালেরই একাংশ কর্মীর পকেটে। নিরাপত্তারক্ষীদের চোখের সামনে এমনটা ঘটলেও অজানা কোনও কারণে তাঁরাও চুপ। মাঝেমধ্যেই এধরনের ঘটনা ঘটছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠছে।

শুক্রবার বিকেলে এমজেএন মেডিকেলের পিছনের প্রবেশপথ দিয়ে স্ট্রেচারে চাপিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখার স্ট্যান্ড, ধাতব বেসিন, স্যালাইন ঝোলানোর স্ট্যান্ড সহ নানা সামগ্রী বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সংলগ্ন একটি দোকানে সেগুলি বিক্রি করে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে দুই কর্মীকে। যদিও এবিষয়ে কোনও অভিযোগ পাননি বলে দাবি করেছেন মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি সৌরদীপ রায়। তিনি বলেন, 'এরকম কোনও অভিযোগ এখনও পাইনি। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে পুলিশকে ঘটনাটি জানানো হবে।'

হাসপাতালের অন্দরে এধরনের ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এমজেএন মেডিকেলের ভিতরেই একটি জায়গায় অব্যবহৃত পুরোনো চিকিৎসা সামগ্রী মজুত করে রাখা হয়। তার পাশেই পিছনের দিকের প্রবেশপথ রয়েছে। সেই পথ ব্যবহার করে মাতৃমায় যাওয়া যায়। বিকেলের দিকে দেখা যায় সেদিক দিয়েই হাসপাতালের দুজন কর্মী নীল কাপড়ে ঢেকে একটি স্ট্রেচার নিয়ে যাচ্ছেন।

খানিকটা দূরেই একটি পুরোনো সামগ্রী কেনাবেচার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ান তাঁরা। দোকানের মালিকের সঙ্গে প্রথমে দরদাম ঠিক হয়। এরপর চিকিৎসা সামগ্রীগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয়। নীল কাপড় সরাতেই দেখা যায় সেই স্ট্রেচারে অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখার স্ট্যান্ড, ধাতব বেসিন, স্যালাইন ঝোলানোর স্ট্যান্ড সহ নানা সামগ্রী রয়েছে।

সীমান্তে বিশেষ যন্ত্রে কান বিএসএফের

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : সীমান্তের ওপারে অন্ধকারে ফিশফিশিয়ে কথা বলে কারা? তারা কী বলছে, গোপনে অনুপ্রবেশ করতে চাইছে কি না, বোঝা মুশকিল। আবার দিনেরবেলায় অকারণ চিৎকার-চ্যাঁচামেচির মধ্যেও মিশে যায় প্রয়োজনীয় কথাগুলি। এবার থেকে সীমান্তের ওপারে প্রয়োজনীয় ফিশফিশানির শব্দ শুনতে পাবে যন্ত্রের 'কান'। কেউ গুপ্তচরবৃত্তি করলেও জানতে পারবেন বিএসএফ জওয়ান।

বাংলা হোক বা বিদেশি যে কোনও ভাষা, মুহূর্তের মধ্যে হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে জওয়ানদের হাতে এসে যাবে। যন্ত্র এই 'খেল' দেখালে সীমান্তে নজরদারিও অনেকটাই সহজ হতে পারে। ওই সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে কলকাতায়। সম্প্রতি কলকাতায় একটি সেমিনারে সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে। কলকাতারই একটি সাইবার প্রশিক্ষণ সংস্থা তৈরি করছে এই সফটওয়্যার।

বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সীমান্তে টহল দিতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সামনে পড়েন বিএসএফ জওয়ান ও আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ান আর আধিকারিকরা। কেউ চরবৃত্তির জন্য গোপনে কোনওভাবে সীমান্ত টপকানোর ছক কষলেও তার হদিস পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক সময় বিদেশি ইনফর্মার ও জঙ্গিরা কী কথা বলছে, তা জানতে পারলে পালটা কৌশল তৈরি সহজ হয়। জওয়ানের সঙ্গে কথা বলে সাইবার বিশেষজ্ঞরা জেনেছেন, ওই সমস্যার মূলে রয়েছে বাইরের চ্যাঁচামেচি বা শব্দ। সেই শব্দ ঝরনা বা প্রাকৃতিক কোনও কারণে হতে পারে। আবার কোথাও জনসমাগম বেশি হলে সেই চ্যাঁচামেচির সঙ্গে প্রয়োজনীয় গলার স্বর মিশে যায়, যা সহজে বোঝা যায় না। একই সঙ্গে বিদেশি ভাষায় বা উর্দু ও আরবি ভাষায় কথা হচ্ছে, তা বুঝতেও সময় লাগে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমেই সীমান্ত এলাকার অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা চ্যাঁচামেচি কমিয়ে দেবে ওই সফটওয়্যার। অত্যন্ত সহজেই সেনা ও বিএসএফ আধিকারিকরা বুঝতে পারবেন, কেউ দেশবিরোধী কোনও ষড়যন্ত্র করছে কি না। তবে এই নজরদারির জন্য সফটওয়্যারের সঙ্গে সঙ্গে বসাতে হবে শক্তিশালী রাডার।

ওই রাডারটি ৫০ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত যে কোনও শব্দ ধরে তা সফটওয়্যারকে দেবে। সেই শব্দগুলিকেই সফটওয়্যার শনাক্ত করবে। উত্তরবঙ্গের মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্ত বিএসএফ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে। এই এলাকার কিছু জায়গা শনাক্ত করে প্রাথমিকভাবে ওই যন্ত্রগুলি বসানো হবে। উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিকভাবে কয়েকটি বিওপি এলাকায় ওই যন্ত্র বসানো হবে।

চরবৃত্তির খোঁজে

- সীমান্ত ওপারের ফিশফিশ শব্দ শুনবে যন্ত্র
- যে কোনও ভাষা মুহূর্তেই হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে যাবে
- ৫০ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত যে কোনও শব্দ ধরে ফেলতে পারবে
- কলকাতার একটি সাইবার প্রশিক্ষণ সংস্থা তৈরি করছে এই সফটওয়্যার

টাকা বকেয়া, চুল কেটে শাস্তি বন্ধুকে

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : সঠিক সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রেই ফিন্যান্স কোম্পানিগুলি গাড়ি বা মোটরবাইক তুলে নেয়। ব্যাংকগুলির সম্পত্তি হেপাজতে নেওয়ারও ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু এবার ঋণের টাকা শোধ না করতে পারায় সামনে এল এক তরুণের চুল কেটে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর দুই বন্ধুর হাত। এমন অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

সৌন্দর্য অনেকাংশেই নির্ভর করে চুলের ওপর। কিন্তু সেই চুল যদি কেউ কেটে নেয় এবং সে যদি হয় বন্ধু, তবে রাগ তো হবেই। তাই শিলিগুড়ি শহরের এক তরুণ দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে সরাসরি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত দুজন হলেন প্রান্তিক রায় এবং ময়ূখ দাস। কিন্তু কেন এমন পদক্ষেপ করল ওই দুই তরুণ? চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করলেও প্রান্তিকের বক্তব্য, 'অনলাইন অ্যাপে ১২ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সাত মাসের জন্য তিনি দিয়েছিলেন অভিযোগকারী তরুণকে। আসল এবং সুদ মিলিয়ে টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩,০৩৮ টাকা। যার মাসিক কিস্তি ২,১৭৩ টাকা। কিন্তু নভেম্বরের পর থেকে কিস্তির টাকা পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বাড়িতে ডাকা হয়েছিল। চুল কাটার অভিযোগ ঠিক নয়। ১৭ বছরের বন্ধুত্ব এমন কাজ কেন করব।' তাঁর পালটা দাবি, 'ময়ূখও টাকা পেত বলে এসেছিল। জানা গিয়েছে, টাকা দিতে না পারায় ওই তরুণের মোবাইল নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয় প্রান্তিক। এর মধ্যেই বুধবার রাতে ওই তরুণকে প্রান্তিক নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। নিজের মায়ের সামনে ওই তরুণের কাছে টাকা দাবি করে। ওই সময় টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানান ওই তরুণ।

ওই তরুণের বক্তব্য, 'আমার মাসি ওদের বলেছিল, এই সপ্তাহের শেষে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেবে। ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখের মধ্যে বাকি টাকাও দিয়ে দেবে।' ওই তরুণের অভিযোগ, 'এই কথাবার্তার মাঝেই প্রান্তিক আমাদের আরও এক বন্ধু ময়ূখকে ফোন করে। এরপর প্রান্তিকের বাড়ির বাইরে থেকে বের হতেই ময়ূখ ও প্রান্তিক আমার ওপর চড়াও হয়ে যায়। মারধর করার পাশাপাশি ময়ূখ আমার মাথার দুই পাশের চুলও কেটে দেয়।' এমন ঘটনায় মানসিকভাবে তরুণটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে তাঁর পরিবারের বক্তব্য।

অভিযোগ শুনবে জিআরসি

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির অভাব-অভিযোগ শুনতে আসছে গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল (জিআরসি)। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ডাঃ সৌরভ দত্তের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটি ২০-২২ জানুয়ারি মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পাঁচটি মেডিকেলে ঘুরে দেখার পাশাপাশি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করবে। মূলত কলেজে পঠনপাঠনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং রোগী পরিষেবার উন্নতি- এই দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেবে কমিটি।

স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম নির্দেশিকায় জানিয়েছেন, আগামী ২৪ জানুয়ারি কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে বৈঠক করবেন। 'চিকিৎসার অপর নাম সেবা' এই বার্তাকে চিকিৎসক মহলে পৌঁছে দেওয়াই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। সেই বৈঠকের আগে উত্তরবঙ্গের মেডিকেলগুলির অভাব-অভিযোগ শুনে তা নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাব লিখিত আকারে জমা দেবে তিন সদস্যের কমিটি। এই কমিটি ২০ জানুয়ারি মালদা এবং রায়গঞ্জ মেডিকেলে বৈঠক করবে। ২১ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে বৈঠক হবে। ২২ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বৈঠক করে কমিটির সদস্যরা কলকাতায় ফিরে যাবেন।

পারভো ভাইরাসে আক্রান্ত কুকুরের চিকিৎসা চলছে।

পারভো ভাইরাসে সংকটে পথকুকুররা

ফালাকাটা, ১৭ জানুয়ারি : অতি সংক্রামক পারভো ভাইরাসে আক্রান্ত ফালাকাটার বহু পথকুকুর। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পথকুকুরের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন ৩০টির বেশি কুকুর। এখনও অবধি কুকুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে এই ভাইরাসের সংক্রমণ। মানুষ কিংবা অন্য কোনও জীবজন্তুর শরীরে ছড়ায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে স্ট্রেইনে মারা যাচ্ছে সারমেয়গুলি তাতে মানুষের কোনও ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। তবে সতর্ক থাকার পরামর্শই দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

ফালাকাটার পশুপ্রেমী রোহন রায় বলেন, 'পারভো ভাইরাস আক্রান্ত কুকুরদের আইসোলেশনে রাখা দরকার। কিন্তু ফালাকাটায় সরকারিভাবে সেই পরিকাঠামো নেই। ফলে পথকুকুরদের বাঁচানো মুশকিল হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমি নিজে বাড়ির সামনে বেশকিছু কুকুরকে আইসোলেশনে রেখে প্রাথমিক চিকিৎসা করছি। তবে সরকারি পশু হাসপাতাল বা পুরসভার তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কুকুরদের ডিএইচপিপিটিআইএল টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।'

ফালাকাটার আরেক পশুপ্রেমী শুভদীপ নাগের কথায়, 'ফালাকাটা শহরে এখনও পর্যন্ত ৫০-৬০টি পথকুকুর পারভো ভাইরাসে সংক্রামিত। সঙ্গে আছে বাড়ির পোষ্যও। যেহেতু রোগটি সংক্রামক তাই রোজ আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। আমরা নিজেদের মতো করে প্রাথমিক চিকিৎসা করছি। তবে সরকারিভাবে এখনই পদক্ষেপ করা দরকার।'

বাচ্চা কুকুর যাদের বয়স ৬ মাস বা তার থেকে কম তারাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এই ভাইরাসে। এছাড়া বেশি বয়সের কুকুররাও আক্রান্ত হচ্ছে।

> এ সময়ে পথকুকুর এবং বাড়ির পোষ্য কুকুরদের পারভো ভাইরাসে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এমন হলে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।
>
> **শুভেন্দু মণ্ডল**
> *পশু চিকিৎসক*

RICE ADAMAS GROUP

RICE EDUCATION

riceeducation.in

আবারও প্রমাণিত হল যে RICE-এর মেথোডোলজি অনুসরণ করে সরকারি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

WBCS 2022 মেইনস পরীক্ষায়,
RICE-এর 100+ জন শিক্ষার্থী সফল হয়েছেন !
চলছে তাঁদের Personality Test-এর প্রস্তুতি

WBCS পরীক্ষার পদ্ধতিতে আসছে বড় পরিবর্তন!

পরিবর্তিত WBCS পরীক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তুতির জন্য সঠিক নির্দেশনা এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। আর এই নতুন চ্যালেঞ্জে সফল হতে RICE Education-ই তোমার একমাত্র ভরসা।

RICE Education-ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা নতুন ফরম্যাটে WBCS এবং IAS-এর জন্য একটি বিশেষ ইন্টিগ্রেটেড কোর্স নিয়ে এসেছে।

তোমরা WBCS পরীক্ষার নতুন ফরম্যাটে সাফল্যের জন্য প্রস্তুত তো?

সফল পরীক্ষার্থীদের, আগামী দিনে ইন্টারভিউতে সাফল্য কামনা করি

Classroom | Online | Residential

IAS | WBCS | PSC | SSC | Rail | Police | Bank | TET | Insurance

Siliguri 84799 17965 | Malda 84799 17953 | Jalpaiguri 73648 82509 | Coochbehar 84799 00576

Head Office : " Dishari House", Belgharia 84799 02085 / 84799 18051
Sealdah (City Office) 84799 17959 / 84799 18013

For Other Branches 62921 90230

ricesmart | RICE Residential | RICE IAS | ADAMAS UNIVERSITY | Adamas | Adamas | adamas tech | Adamas KIDS

রানিনগরে অফিস নিয়ে কোন্দল

বিবাদে জড়াল তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠী

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : আইএনটিটিইউসি এবং তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নাম ভাঙিয়ে অফিস চালনা করায় তৃণমূল এসসি এসটি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের অনুগামীদের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ করল শাসক তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব।

রানিনগর শিল্পাঞ্চলে বাম জমানায় সিটুর ইউনিয়ন সক্রিয়ভাবে কাজ করত। কিন্তু ২০১০ থেকে বাম ইউনিয়নে ভাঙন শুরু হয়। বহু বাম নেতাই তৃণমূলে যোগ দিয়ে শ্রমিক ইউনিয়নকে চাঙ্গা করে তোলেন। কিন্তু রানিনগর শিল্পাঞ্চলে কৃষ্ণর নেতৃত্বেই তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নামে কাজকর্ম চলে আসছিল। শিল্পাঞ্চলে তোলাবাজি, কথায় কথায় ধর্মঘট, বিক্ষোভ করাতে শাসক তৃণমূল চরম অস্বস্তিতে পড়ে। তারপর কৃষ্ণের ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড নয় বলে আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি তপন দে-কে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সভাপতি করে, নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নতুন অফিস চালু করা হয়। রেজিস্টার্ড এই ইউনিয়নের অফিসের পাশেই কৃষ্ণর অনুগামীদের অফিস। সেই অফিসেও আইএনটিটিইউসি এবং তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নাম লেখা রয়েছে।

তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রানিনগর শিল্পাঞ্চল ইউনিটের নেতা রাজু সাহানি বলেন, 'একই নামে অন্যরা অফিস চালাতে পারেন না। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে উত্তম বর্মনের নামে। উত্তমরা তাঁদের অফিস বন্ধ করে দিন। থাকতে হলে দুটি শ্রমিক ইউনিয়নের নাম মুছে ফেলতে হবে। আশা করি, পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।' বৃহস্পতিবার রাতেই কোতোয়ালি থানায় উত্তমের নামে লিখিত অভিযোগ করেন রাজু।

রানিনগর শিল্পাঞ্চলে আইএনটিটিইউসি ও তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নতুন অফিস।

> একই নামে অন্যরা অফিস চালাতে পারেন না। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে উত্তম বর্মনের নামে। উত্তমরা অফিস বন্ধ করে দিন। থাকতে হলে দুটি শ্রমিক ইউনিয়নের নাম মুছে ফেলতে হবে।
>
> **রাজু সাহানি**

যদিও উত্তম বললেন, '২০১০ সাল থেকে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক সমস্যা দেখে আসছি। তখনই আমাদের অফিস তৈরি হয়েছিল। কৃষ্ণদার নেতৃত্বে আমরা আগের মতো কাজ করে চলেছি। এখানে কাজ করার জন্য আইএনটিটিইউসির কেন্দ্রীয় নেত্রী দোলা সেন অনুমতি দিয়েছেন। আমরা কেন্দ্রীয় সংস্থা এফসিআই গুদাম, ইন্ডিয়ান অয়েল, কোকা কোলা, মাজার মতো শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পাশে রয়েছি। অফিস ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই নেই।'

এ ব্যাপারে বেলাকোবার পঞ্চায়েত প্রধান পূর্ণিমা রায়ের বক্তব্য, 'আমরা কৃষ্ণর সঙ্গে রয়েছি বলেই আমাদের পাশে সব শ্রমিক রয়েছেন। যাঁরা সংগঠনের নামে এখানে ইউনিয়ন করতে এসেছেন আসলে তাঁরা একই দলের দুই শিবিরের মধ্যে কোন্দল করতেই এসেছেন।'

কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিদ্যুৎ দাসের নির্বাচিত এলাকা রানিনগর শিল্পাঞ্চল। তাঁর কথায়, 'কৃষ্ণর নেতৃত্বে আমাদের আধিপত্য আগে যেমন ছিল, এখনও একই রয়েছে। অন্যরা এখানে এসে কাজ করুক। তাঁরা নিজেরাই বুঝবেন শিল্পাঞ্চলে কার আধিপত্য বেশি রয়েছে।'

এদিকে, আইএনটিটিইউসি ও তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সভাপতি তপন দে'র কথায়, 'আমরা কোনও অবস্থাতে আমাদের স্বীকৃত ইউনিয়নের পাশে নন-রেজিস্টার্ড কোনও ইউনিয়ন থাকুক চাই না। তাই পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। রানিনগর শিল্পাঞ্চলে শিল্প ও শ্রমিক দুইয়ের স্বার্থ সুষ্ঠুভাবে চলুক - এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা ইউনিয়ন করছি।'

আর্থমুভার দিয়ে মাটি কাটার কাজ চলছে বানিয়াপাড়ায়।

অবৈধভাবে মাটি কাটা পানিকৌরিতে

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন স্থানে বালি এবং মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য চলছেই। সরকারি নিয়ম মোতাবেক তিন ফুটের বেশি গর্ত করে মাটি কাটার কাজ করতে হলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু এই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজগঞ্জের তালমা, চাওয়াইডাঙ্গি, চাউলহাটি এলাকায় মাটি কাটার কাজ চলছে অবাধে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবেন্দ্রপুর বানিয়াপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল, দিনেরবেলায় আর্থমুভার লাগিয়ে মাটি খননের কাজ চলছে। জানা গিয়েছে, বেলাকোবা এলাকার এক ব্যক্তি নিজের আর্থমুভার জমিতে নামিয়ে ওই কাজ চালাচ্ছেন। ভূমি দপ্তর থেকে কোনও সমস্যা করলে তিনি সামলে নেবেন, এমন আশ্বাসও নাকি তিনি জমির মালিককে দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট জমির মালিক এ ব্যাপারে একটি কথাও বলতে চাননি।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, এই অবৈধ কারবারে জড়িয়ে আছেন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা থেকে শুরু করে প্রশাসনের একটি অংশ। তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়ার সুবাদেই ওই আর্থমুভার মালিক এমন অভয় দিতে পেরেছেন।

পানিকৌরি পঞ্চায়েতের দেবেন্দ্রপুর বানিয়াপাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য মোহাম্মদ মোকসেদ বলেন, 'মাটি কাটার বিষয়ে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি আর্থমুভার মালিক নাকি অভয় দিয়েছেন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অনুমতি সহ বাকি বিষয়গুলি তিনি নিজে দেখবেন। বিষয়টি পানিকৌরি পঞ্চায়েতের প্রধান এবং রাজগঞ্জের বিএলএলআরও-কে জানাব।' নদী থেকে বালি পাচার ও জমির অবৈধ কারবারে রাজগঞ্জের কুখ্যাতি জেলার সীমানা ছাড়িয়ে কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। রাজগঞ্জে জমির কারবার নিয়ে একসময় উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেও সেই কারবারে ভাটা পড়েনি। বরং সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাটি কাটার কারবার।

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডল বলেন, 'শাসকদলের নেতাদের মদতে তালমা সহ বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে বালি এবং মাটি কাটার কাজ চলছে। বিষয়টি রাজগঞ্জের বিএলএলআরও'র নজরে আনব।' রাজগঞ্জের বিএলএলআরও সুখেন রায় বলেন, 'ওই এলাকা থেকে মাটি কাটার কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। মাটি কাটার জন্য কেউ অনুমতি নিয়েছেন বলে জানা নেই। অভিযোগ পেলেই তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

যার জমি কাটা হচ্ছে সেই জমির মালিক আফিজার আলির ছেলে বাপ্পা মোহাম্মদ বলেন, 'জমির মাটি কাটার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নথিপত্র বানিয়ে দেবেন আর্থমুভার মালিক, আমার সঙ্গে সেই কথা হয়েছে। তারপরেই তিনি আমাদের জমিতে মাটি কাটছেন।' যদিও আর্থমুভার মালিক স্মরজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'চা বাগানের জন্য মাটি কাটা হচ্ছে। এক্ষেত্রে জমিটি যেহেতু মালিকের নিজের তাই ভূমি দপ্তরের অনুমতি নেওয়া হয়নি।' তবে বড় গর্ত করে মাটি কাটার মতো অবৈধ কাজ কেন করছেন সেই প্রশ্নে তিনি চুপ থাকেন।

জেলাজুড়ে নথিবিহীন স্কুলবাসের দাপাদাপি

কড়া বার্তা প্রশাসনের

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : নথিবিহীন স্কুলবাস নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মহকুমা শাসক। শুক্রবার মহকুমা স্তরে পথ নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে নথিবিহীন স্কুলবাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলা পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দিলেন মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। সেইসঙ্গে এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকেও সচেতন করতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত সদর ব্লকের দশদরগা এবং ময়নাগুড়ি ব্লকের সিঙ্গিমারি এলাকায় ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট লাগানো যায় কি না সেই বিষয়ে বৈঠকে উপস্থিত পুলিশের ট্রাফিককর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি।

মহকুমা শাসক বলেন, 'এদিন মহকুমা স্তরে পথ নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে বেশকিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে স্কুলবাসগুলির ফিটনেস, বিমা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়মিত নবীকরণ হচ্ছে কি না তা দেখতে বলা হয়েছে। এছাড়াও স্কুলবাসের নথি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে যাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকে, সে ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে।'

মহকুমা শাসকের দপ্তরে পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক। শুক্রবার।

জেলাজুড়ে নথিবিহীন স্কুলবাসের দাপাদাপি। সম্প্রতি সেই খবর প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায়। খবর প্রকাশিত হতেই তৎপরতা শুরু হয় প্রশাসনিক মহলে। জেলার শহর থেকে শুরু করে ডুয়ার্সের চা বাগানে প্রচুর স্কুলবাস চলে। বাসের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরিবহণ দপ্তরের অ্যাপে টাইপ করলেই দেখা যায় একাংশ স্কুলবাসের ফিটনেস প্রায় ১০ বছর আগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে বিমা ছাড়াই রাস্তা দিয়ে দিব্যি চলে বেড়াচ্ছে ওই স্কুলবাসগুলি। অথচ কোনও নজর নেই প্রশাসনের। বাইক আরোহী বা ব্যক্তিগত গাড়ির চালকের ওপর কড়া নজরদারি থাকে পুলিশের। সেক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের জরিমানা করে পুলিশ। কিন্তু নথিবিহীন স্কুলবাসগুলি দাপিয়ে বেড়ালেও কেন সেগুলির দিকে তাকিয়ে দেখা হয় না, এই প্রশ্নই উঠছে।

এখানেই শেষ নয়, নথিবিহীন এই স্কুলবাসগুলি ছুটির দিনে ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে পিকনিকে। নিয়ম রয়েছে, এই স্কুলবাসগুলো যদি তার রুটের বাইরে যায় সেক্ষেত্রে স্পেশাল পারমিট নিতে হবে জেলা পরিবহণ দপ্তর থেকে। অভিযোগ, যেহেতু স্পেশাল পারমিটের জন্য সরকারকে মোটা টাকা দিতে হয়, সেকারণে কেউই স্পেশাল পারমিট করায় না। পিকনিকে যাওয়া-আসার পথে যদি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এই বাস সেক্ষেত্রে যাত্রীদের দায়ভার কে নেবে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এখন দেখার বিষয় এদিনের বৈঠকে স্কুলবাস সংক্রান্ত বিষয়ে মহকুমা শাসকের নির্দেশের পর কতটা তৎপর হয় জেলা পরিবহণ দপ্তর।

> স্কুলবাসের ফিটনেস, বিমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত নবীকরণ হচ্ছে কি না তা দেখতে বলা হয়েছে।
>
> **তমোজিৎ চক্রবর্তী**
> মহকুমা শাসক

শিশুদের সঙ্গে সদর মহকুমা শাসক। শুক্রবার আদরপাড়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

ভাড়াবাড়িতে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি গর্ভবতী বা প্রসূতি এবং শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য তৈরি, সেগুলির নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্নচিহ্ন জলপাইগুড়ি সদরে। শহরের অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে ঘর ভাড়া করে। কোথাও বাড়ি আবার কোথাও ক্লাব ভাড়া নিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডে মোট ৮৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে একটি নিষিদ্ধপল্লিতে এবং অপর একটি সংশোধনাগারে। বাকি ৮৭টির মধ্যে বেশিরভাগেরই নিজস্ব কোনও ঘর নেই।

এই পরিবেশে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ কতটা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যায়। ভাড়ার ক্লাব কিংবা বাড়ির সামনে উপযুক্ত খোলা জায়গা না থাকায় অল্প জায়গার মধ্যে কোনওরকমে খেলাধুলো করতে দেখা যায় তাদের। এবিষয়ে সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী জানান, বিষয়টি পুরসভাকেও জানানো হয়েছে। সমস্ত দিক থেকে নতুন ভবন তৈরির জন্য বাড়ি কিংবা জায়গা খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুক্রবার সকালে তিনি নিজে জলপাইগুড়ি পুরসভার পিলখানা কলোনি ও আদরপাড়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন সিডিপিও সুদীপ তামাং। তাঁরা এদিন বেশ কিছুটা সময় কাটান কেন্দ্রের শিশুদের সঙ্গে।

> **বর্তমান হাল**
> - ২৫টি ওয়ার্ডে মোট ৮৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র
> - যার মধ্যে একটি নিষিদ্ধপল্লিতে এবং অপর একটি সংশোধনাগারে
> - বাকি ৮৭টির মধ্যে বেশিরভাগেরই নিজস্ব ঘর নেই

ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে মহকুমা শাসক বলেন, 'যে দুটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দেখলাম, সেগুলি নিয়ে এমনিতে কোনও সমস্যা নজরে আসেনি। তবে, ভাড়া করা বাড়ি, ক্লাব, প্রাইমারি বা হাইস্কুলের পাশে থাকা স্কুলের কোনও ঘরে অনেক ক্ষেত্রে কাজ চালানো হচ্ছে। আমরা বিষয়টি সমাধানে নেমেছি।' জমি পাওয়া গেলে সরকার নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরিও করে দেবে বলে এদিন জানান তমোজিৎ। আসলে এলাকায় নির্মাণকাজের জন্য জমি পাওয়া কিংবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য কারও জমি দান করা ইত্যাদি নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে, কোনও বাড়ি কিংবা ক্লাব ভাড়া নিয়ে কাজ চালানো হলেও নানা ধরনের সমস্যা থেকে যায়।

বিভিন্ন কর্মী-সহায়িকাদের দাবি, ভাড়া ঘর ছাড়াও রান্না বা শৌচালয়ের জন্য পাশের অন্য কোনও বাড়ি ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া আরেক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ২ নম্বর ওয়ার্ডের ভাটাখানা এলাকায় থাকা মৃদুলেন্দু রায়কতের স্মরণে থাকা কমিউনিটি হলের চাঙড় খসে পড়ার কথা শহরের কারও অজানা নয়। এইভাবে যাবতীয় সমস্যা দিনের পর দিন সহ্য করেই শিশুদের পড়াশোনা থেকে প্রসূতিদের খাবার দেওয়ার কাজ চালানো হচ্ছে। তবে সমস্ত বিষয়ের উপর নজর দিতে ময়দানে নামুক জেলা প্রশাসন, এমনই আশা সকলের।

হাতেনাতে ধরা পড়ল দুষ্কৃতী

ওদলাবাড়ি, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার ভোরের নির্জনতার সুযোগে এক মোটর পার্টসের দোকানের তালা ভেঙে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক দুষ্কৃতী। ঘটনাটি দক্ষিণ ওদলাবাড়ি এলাকার।

দোকান মালিক পঙ্কজ ভগত জানালেন, এদিন ভোরে শিলিগুড়ি থেকে ট্রান্সপোর্টের গাড়িতে তাঁর দোকানের জন্য সাত প্যাকেট মোটর পার্টস এসেছিল। ট্রান্সপোর্ট কর্মীরা দোকানের সামনে প্যাকেটগুলো রেখে তাঁকে ফোন করে চলে যান। তাঁর আরও সংযোজন, 'আমি দোকানে আসার আগে ওই দুষ্কৃতী সেখান থেকে পার্টসের দুটি প্যাকেট আগে সরিয়ে রেখেছিল। এরপর বাকিগুলো দোকানের তালা ভেঙে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময় স্থানীয়দের নজরে পড়ে যায় বিষয়টি। তাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।'

ধৃত ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত ছিল। সে জয়গাঁ এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। মাল থানার পুলিশ ধৃতকে জেরা করে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছে।

ছোট্ট তারা

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী অস্মিতা। সম্প্রতি রাজগঞ্জ সার্কেল লেভেল প্রতিযোগিতায় যোগাসন বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে। অস্মিতার পরিবার দারুণ খুশি। কারণ, সে তার বাবা সিরাজ আলির স্কুল থেকেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। অস্মিতার লক্ষ্য জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পদক পাওয়া।

টুকরো খবর

তিস্তাস্পারে পিকনিক

ক্রান্তি, ১৭ জানুয়ারি : ক্রান্তি ব্লকের গোলাবাড়ি স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের শুক্রবার পিকনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তিস্তাস্পারে প্রকৃতির মাঝে আনন্দে মেতে ওঠে কচিকাঁচার দল। দিনভর খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে দিয়ে দারুণ সময় কাটে সবার। দুপুরে পাতে পড়েছিল ভাত, ডাল, তরকারি, মাংস এবং মিষ্টি। পড়ুয়াদের সঙ্গে ছিলেন তাদের অভিভাবকরাও। প্রধান শিক্ষক দীপক ওরাওঁ বলেন, 'প্রকৃতির থেকে বড় শিক্ষক কেউ হয় না। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের গণ্ডির বাইরে পড়ুয়াদের একটু মুক্তির স্বাদ দিতে এদিনের আয়োজন।'

চুরি

ময়নাগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : দরজা ভেঙে রান্নাঘর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ড সাহাপাড়ায়। স্থানীয় সুকৃতি দে সরকার বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রান্নাঘরের দরজা খোলা দেখে সন্দেহ হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, ভরা গ্যাস সিলিন্ডারটি নেই। সেটা লোহার শেকল দিয়ে তালা দিয়ে ওখানে রাখতাম।' শুক্রবার দুপুরে ওই মহিলা ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পাচার

মানিকগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : ফের পাচারের আগে ধরা পড়ল গোরু। বৃহস্পতিবার রাতে চারটি গোরু উদ্ধার করল মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে পাচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যমপাড়া দিয়ে গোরুগুলোকে উন্মুক্ত সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতে অভিযান চালায় পুলিশ। তবে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের ওসি জিবা প্রধান বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ভেরভেরি নদীর ওপর স্থায়ী সেতুর দাবি।

ভাঙা সাঁকো পাকা হল না আজও

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৭ জানুয়ারি : খরস্রোতা ভেরভেরি নদী পারাপারে প্রায় ২০ বছর ধরে ভরসা ছিল একটি বাঁশের সাঁকো। ক্রান্তি ব্লকের মাঝগ্রামের বাসিন্দারা ওই বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপার করতেন। তিস্ত তিন বছর আগে বর্ষায় সেই বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায়। পাকা সেতু তৈরি দূর অস্ত সেই ভাঙা সাঁকো আজও নতুন করে তৈরি করতে ব্যর্থ প্রশাসন। বর্ষায় নদীতে জল থাকলেও জরুরি প্রয়োজনে গ্রামবাসীদের সেই জল ভেঙেই নদী পারাপার করতে হয়। এনিয়ে তাঁদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দানা বেঁধেছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা ময়না রায়ের কথায়, 'ওই এলাকায় গ্রামবাসীদের পাকা সেতুর দাবি রয়েছে। দাবিটি আদৌ অমূলক নয়। তাঁদের দাবির কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ক্রান্তি ব্লকের মাঝগ্রাম, গোমস্তাপাড়া, কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া বাগান, রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোদালকাটি, ধরমপুর সহ আট-ন'টি গ্রামের হাজার ছয়েকেরও বেশি মানুষ আগে বাঁশের সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার করতেন। এখন শুখা মরশুমে নদীতে জল কম থাকায় গ্রামবাসীরা হেঁটে নদী পারাপার করলেও বর্ষায় নদীতে জল বাড়লে এই সমস্যা চরমে ওঠে। ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে লিখিত ও মৌখিকভাবে বহুবার পাকা সেতু তৈরির দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বর্ষায় নদীতে জলের স্রোত এত বেশি থাকে যে সাঁকো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন বাধ্য হয়ে দৈনিক প্রায় তিন-চার কিলোমিটার ঘুরপথে সবাইকে যাতায়াত করতে হয়।

গ্রামবাসী ভেদেক রায়ের কথায়, 'এলাকার প্রধান সমস্যা সেতুহীন নদী। ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পাকা সেতুর দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু মেলেনি।' এলাকার একটি বড় অংশের মানুষ ওই নদী পেরিয়ে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া বাগানে শ্রমিকের কাজ করতে যান। নদীতে সেতু বা সাঁকো না থাকায় তাঁদের জল ভেঙে যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হয়।

স্থানীয় বিনোদ ওরাওঁ, নির্মল ওরাওঁ, জিতেন ওরাওঁরা জানান, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্বল বাঁশের সাঁকো দিয়ে এতদিন ধরে তাঁরা পারাপার করেছেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে সবকিছুই নদী পেরিয়ে গিয়ে করতে হয়। তাই তাঁরা নদীর ওপর স্থায়ী পাকা সেতুর দাবি জানান।

এ ব্যাপারে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির পাকা সেতু তৈরির করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। তাই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো আছে।'

দুলালদিঘিতে পরিযায়ী পাখির ভিড়। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে।

সচেতন না হলে বাঁচবে না নেওড়া

আমাদের ছোট নদী

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি শহরে লালবাবা আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় জরদা নদীতে মিলেছে নদীটি। পথে কোথাও সে পরিচিত নেওড়া নামে, কোথাও সেই নদীর নাম বাগজান। কিন্তু সব জায়গায় তার দুর্ভাগ্য একই! ময়নাগুড়ি এবং ক্রান্তি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে প্রায় ১৮ কিমি ধরে এই নদীর প্রবাহপথ। নদীর বেশিরভাগ অংশে কোথাও বালি উত্তোলন চলছে। কোথাও আবার চাষাবাদ। নদীর অস্তিত্ব আজ সংকটে।

ভারতবিখ্যাত গরুমারা জঙ্গল। এই জঙ্গল থেকে একটি জলধারা বেরিয়ে লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে খাপুয়াডাঙ্গায় প্রবেশ করেছে। সেখানে এই জলধারাটির নাম নেওড়া। স্থানীয় প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মানবেন্দ্রনাথ রায় জানালেন, শীতকালে এই নদীতে তেমন জল থাকে না। বর্ষায় কিন্তু তার রূপ বদলে যায়, বৃষ্টির জল পড়তেই ফুলেফেঁপে ওঠে নদী। জঙ্গল, গ্রাম পেরিয়ে এই নদী যত ময়নাগুড়ি শহরমুখো হয়েছে, ততই নদীর ওপর অত্যাচার যেন বেড়েছে। এই এলাকায় নদীটি বাগজান নামে পরিচিত।

বৌলবাড়িতে নেওড়া নদীতে ধান চাষ।

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত পেরিয়ে ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রবেশ করেছে নেওড়া। সেখানকার বিস্তীর্ণ এলাকায় নেওড়া নদী যেন একেবারে চাষের জমি। শীতকালে নদীর বুক সবুজে সবুজ! মৌলানি থেকে শুরু করে ময়নাগুড়ি কলেজের উলটোপাশ পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটারজুড়ে শীতকালে এই নদীতে অবাধে চাষ হচ্ছে বোরো ধান। সেখানে যথেচ্ছ পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে কীটনাশকও।

> **বিপদের কারণ**
> - নদীর বুকে অবাধে ধান চাষ
> - ধান চাষে যথেচ্ছ রাসায়নিক ব্যবহার
> - প্রশাসনের নজর এড়িয়ে বালি উত্তোলন

মৌলানিতে দক্ষিণ মাটিয়ালির সত্তরোর্ধ্ব ধনেশ রায় নদীর অবস্থা দেখে আক্ষেপ করলেন। বললেন, 'ছাত্রজীবনে এই নদীতে আধ ঘণ্টায় গামছা দিয়ে প্রায় এক কিলো মাছ ধরতেন। আর এখন সারারাত জাল ফেলেও ১০০-২০০ গ্রামের বেশি মাছ মেলে না।'

নদীর বুকে ধান চাষ এবং সেখানে কীটনাশক প্রয়োগের জন্য আজ নদীতে মাছের আকাল। তবে নদীর এই দুর্দশার জন্য শুধু ধান চাষ দায়ী নয়। ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি এবং সিঙ্গিমারিতে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন হয় বেশ কয়েকবছর ধরে। প্রশাসনের তরফে মাঝেমধ্যে এসব রুখতে অভিযান চললেও কয়েকদিন পর যে-কে-সেই!

নদী থেকে অবাধে বালি উত্তোলনের জন্য এই নদীর বিস্তীর্ণ এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। কয়েক জায়গায় বছর বছর নদীভাঙনে জমি-বাড়ি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসী। ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান মধুসূদন কর্মকার জানান, ধান চাষ এবং বালি উত্তোলন থেকে নদীকে রক্ষা করতে হলে এসব বন্ধ করতেই হবে। কলেজের তরফে এই নদীর বিষয়ে একটি সমীক্ষা করা হবে বলে জানান তিনি। মৌলানির বাসিন্দা কল্যাণী চন্দ্র ময়নাগুড়ি কলেজে দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। তাঁর কথায়, 'প্রশাসনিক উদ্যোগ কিংবা সমীক্ষা যাই হোক না কেন, যতদিন না মানুষ সচেতন হচ্ছেন, ততদিন নদীকে আপন গতিতে বইতে দেওয়া কখনোই সম্ভব হবে না।'

জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে জঙ্গলে যাচ্ছেন মহিলারা

পেটের তাগিদে ঝুঁকির যাত্রা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৭ জানুয়ারি : সূর্য অস্ত যাওয়ার পথে। কৈলাসপুরের কাছে মাথায় জ্বালানির বোঝা নিয়ে হুড়মুড় করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন প্রায় আটজন মহিলা। এত তাড়াহুড়ো কেন? জিজ্ঞাসা করতেই একটু থেমে উত্তর, 'বাবা তাড়া করেছিল।' এখানে 'বাবা' মানে 'মহাকাল'। অর্থাৎ হাতি। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়, তবুও জঙ্গলে কেন? মধ্যবয়স্ক এক মহিলার জবাব, 'পেটের দায়ে বাবু।' লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, উজ্জ্বলা গ্যাস পান না? মাথার বোঝা নামিয়ে দলের এক প্রবীণার উত্তর, 'ভরতুকি দিয়ে গ্যাস ভরতেও তো টাকা লাগে। সেটা পাব কোথায়? বাড়িতে বে-রোজগেরে স্বামী, সন্তানদের লেখাপড়া।' পাশ থেকে আরেক মহিলা বলে উঠলেন, 'এগুলো বিক্রি করে যে অর্থ হাতে আসবে সেটা দিয়ে স্বামীকেও হাতখরচ দিতে হয়।' দলের বাকি সদস্যরা জানান, শুকনো জ্বালানি আনতে গিয়ে বনকর্মীদের বকুনি তো আছেই। সঙ্গে কত কীটপতঙ্গের কামড়, ঝোপঝাড়ে শরীর কেটে যাওয়া সহ কত সমস্যা। সূর্য ডোবার মুখে বেরিয়ে যাওয়ার সময় শীর্ণ চেহারার সবথেকে বয়স্ক মহিলাটি বলে গেলেন, 'সবটাই পেটের দায়ে করতে হয়।' এতকিছুর পরেও রাত হলে স্বামীর সোহাগ হিসেবে মার খেতে হয়, একযোগে বলে এগিয়ে গেলেন তাঁরা।

দুপুর ১২টা বাজলেই কৈলাসপুর, বারোঘরিয়া সংলগ্ন এলাকা থেকে দলে দলে মহিলারা জঙ্গলে ঢোকেন। বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁরা বেরিয়ে আসেন। মহিলাদের থেকে সেই শুকনো জ্বালানি কেনার জন্য বেশ কিছু লোক রয়েছেন। তবে বিষয়টিতে বিপদ দেখছেন কাঠামবাড়ির বাসিন্দা বাদশা মহম্মদ। তাঁর কথায়, 'এই প্রবণতা পরিবেশের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের। বন্যপ্রাণীর আক্রমণের এত ঘটনা ঘটলেও জঙ্গলে প্রবেশ কিছুতেই কমছে না।'

কিন্তু এই কাঠ যাচ্ছে কোথায়? বারোঘরিয়া সংলগ্ন এলাকায় কাঠ সংগ্রহ করে ঘর ফেরত একদল মহিলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। জঙ্গলের শুকনো জ্বালানি নিজেদের প্রয়োজনের পাশাপাশি অন্যদের বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরা। হোটেল, মিষ্টির

আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে জ্বালানি নিয়ে বেরিয়ে আসছেন মহিলারা।

দোকান ছাড়াও বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়িতেও প্রায় ৩৫০-৪০০ টাকা কুইন্টাল হিসেবে বিক্রি হয়। শীতের মরশুমে এলাকায় নানা অনুষ্ঠানের ধুম লেগেই রয়েছে। এই সমস্ত উৎসব পার্বণে শুকনো জ্বালানির বিপুল চাহিদা। এতে গ্যাসের তুলনায় সাশ্রয় হচ্ছে।

কিন্তু এটায় তো পদে পদে বিপদ। অন্য কাজও তো করা যায়? মাঝবয়সি এক মহিলার উত্তর, '১০০ দিনের কাজ বন্ধ না থাকলে সেটাই করতাম।'

তবে বন দপ্তরের তরফে অভিযানের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। কড়াকড়িও করা হচ্ছে কিন্তু তাতেও এই প্রবণতা কমছে না। উলটে বনরক্ষায় কড়াকড়ি হলেই কর্মীদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন বাসিন্দারা।

আপালচাঁদ রেঞ্জে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীসংখ্যা অনেকটাই কম। ফলে এই সুযোগটা ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছেন তাঁরা। বন দপ্তর কড়াকড়ি করলেই শুরু হচ্ছে অশান্তি। রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায়ের বক্তব্য, 'এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। জঙ্গল বাঁচাতে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

আপালচাঁদ ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জার নবাঙ্কুর ঘোষ জানান, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধ প্রবেশ রুখতে নিয়মিত নজরদারি এবং টহল চলছে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিও করা হয়। এখন চা বাগান বন্ধ থাকায় মহিলারা জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, বনকর্মীরা সীমিত লোকবল থাকা সত্ত্বেও নিজেদের যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে। শীতের শেষে রুক্ষ মরশুমে জঙ্গলে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই আমরা আরও বেশি নজর দিচ্ছি।

সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে হাসপাতালে আমরুশ টোপ্পো।

চিতাবাঘের হামলায় জখম শ্রমিক

নাগরাকাটা, ১৭ জানুয়ারি : কাজে যাওয়ার পথে চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন এক চা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বিকেলে বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে। আহতের নাম আমরুশ টোপ্পো। উপস্থিতবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া বুনোটিকে নিজের হাত দিয়ে ঝটকা মেরে সরিয়ে দেন তিনি। ফলে বড়সড়ো বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'আহতর চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব বন দপ্তরই বহন করছে।' লক্ষ্মীপাড়ার শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক সুদীপ্ত দাসের কথায়, 'এককথায় বলতে পারি আমরুশ বেঁচে গিয়েছে। বাগানে যাতে খাঁচা পাতা হয় বন দপ্তরকে এমন আর্জি জানানো হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে আমরুশ পাহারাদারের (চৌকিদার) কাজ করেন। পরিচালকদের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী এদিন ওই ব্যক্তি সহ আরও কয়েকজন একসঙ্গে ডিউটিতে ছিলেন। হঠাৎ বাগানের বিবি ৩ সি নম্বর সেকশনে ঘটনাটি ঘটে। সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বছর পঞ্চাশের আমরুশের কথায়, 'চিতাবাঘটি বাগানের নালার মধ্যে ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেখান থেকে উঠে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিপদ বুঝে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে নিজের বা হাত দিয়ে জন্তুটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিই।'

আমরুশের ওই বাঁ হাতেই চিতাবাঘটি থাবা বসিয়ে চলে যায়। তবে আঘাত গুরুতর নয়। ঘটনার পরপরই আমরুশ সহ অন্য শ্রমিকরা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করেন। চিতাবাঘটিও বেপাত্তা হয়ে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁকে প্রথমে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর খবর পেয়ে বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা তাঁকে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর বনকর্মীরা আমরুশকে তাঁর লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বড়া লাইনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন। শীতকালে চা বাগানে চিতাবাঘের হামলার ঘটনা প্রতিবছরই বেড়ে যায়। এবারও এর কোনও অন্যথা হচ্ছে না। এর আগেও চলতি শীতে ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি থেকে বেশ কয়েকটি এরকম হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর একটি কারণ হিসেবে বনকর্তারা বলছেন এখন চিতাবাঘের প্রজননের সময়। এর বাইরে বাগানগুলিতে শীতকালীন পরিচর্যার অঙ্গ হিসেবে চা গাছ ছাঁটাই বা 'প্রুনিং' করা হয়েছে। ফলে ডেরা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সেগুলির বাইরে চলে আসার প্রবণতা বেড়ে যায়।

দুই স্কুলে রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান

ওদলাবাড়ি ও চালসা, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার দুই স্কুলে জাঁকজমকভাবে রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান হয়। মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর উচ্চবিদ্যালয়ে এদিন দুপুরে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। উপস্থিত ছিলেন মাটিয়ালির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকি, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান সহ অন্যরা। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বিদ্যালয়ের স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়। দিনভর পড়ুয়াদের নিয়ে অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত শিল্পীদের নিয়ে হয় সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিপ্লব ভগৎ বলেন, 'বৃহস্পতিবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে দুইদিনব্যাপী রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন সেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল।' অন্যদিকে, ওদলাবাড়ির সুনীল দত্ত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়েও রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে বার্ষিক ক্রীড়া হয়। আগামী মার্চে সারেগামাপা সংগীতানুষ্ঠানখ্যাত শিল্পী অন্বেষা দত্ত গুপ্ত এবং বাংলা ব্যান্ড দোহার আসবে অনুষ্ঠানে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা ধর বলেন, 'গত বছর মে দিবসে বর্ষব্যাপী রজত জয়ন্তী উৎসবের সূচনার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। ২১ ও ২২ মার্চের অনুষ্ঠান নিয়ে এই মুহূর্তে জোরদার প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে।'

রোগীদের সেল্ফ কেয়ার কিট

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ জানুয়ারি : বানারহাটে নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের ফাইলেরিয়া আক্রান্তদের 'সেল্ফ কেয়ার কিট' দিল জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। শুক্রবার ওই বাগানে শিবিরটির আয়োজন করেছিল ধূপগুড়ির ইচ্ছেডানা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। শিবিরটিতে এদিন এলাকার মোট ৫২ জনকে কিট দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে আক্রান্ত রোগীরা কীভাবে নিজেরাই নিজেদের পরিচর্যা করবেন, সেটাও হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি জেলার ফাইলেরিয়া অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে একটি কর্মসূচি শুরু হয়েছে। যার পোশাকি নাম 'মর্বিডিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডিজেবিলিটি প্রিভেনশন' (এমএমডিপি)। স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, কিউলেক্স মশাবাহিত রোগ ফাইলেরিয়া তিন ধরনের হতে পারে। তার মধ্যে একটি হাত বা পা ফুলে যাওয়া। চলতি ভাষায় যা 'গোদ' নামে পরিচিত। এর আলাদা করে কোনও চিকিৎসা নেই। শুধু ফোলা অঙ্গটিতে যাতে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। এই সংক্রমণ রুখতে প্রয়োজন ফোলা অঙ্গের যত্নআত্তি। সেই কাজটি নিজেই করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তর এদিনের শিবিরে আক্রান্তদের সেই পরিচর্যার উপায়ই দেখিয়ে দেন। কীভাবে পরিচর্যা করা যায়? পরিষ্কার জলে ব্যাকটিরিয়া প্রতিরোধী ওষুধ মিশিয়ে তুলো দিয়ে জায়গাটি নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। ফাইলেরিয়ার সেল্ফ কেয়ার কিটে ছিল ওষুধ, মলম, তুলো, গজ, বালতি এবং একটি পুস্তিকা।

নিজের পরিচর্যা

- ফাইলেরিয়ায় আক্রান্তদের হাত বা পা ফুলে যায়
- সেই জায়গায় যাতে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত
- জলে ওষুধ মিশিয়ে ফোলা জায়গাটি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়
- সেলফ কেয়ার কিটে তাই ছিল তুলো, গজ, ওষুধ, মলম

সেল্ফ কেয়ার কিট। - সংবাদচিত্র

এদিনের শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন বিষয়ে জানান জলপাইগুড়ি জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার, পতঙ্গবাহিত রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপতীর্থ চট্টোপাধ্যায়, ধূপগুড়ি ব্লকের সিনিয়ার পাবলিক হেলথ নার্স মৌসুমি চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ইনস্পেকটর অসিত দাস সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। ছিলেন ইচ্ছেডানা'র কর্ণধার অলোক রায়।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ফাইলেরিয়ার ওষুধ খাওয়ানোর কর্মসূচি 'মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'। জলপাইগুড়ির মালবাজার, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা, মেটেলি এবং বানারহাট ব্লকে এই কর্মসূচি চালু হবে। দুই বছরের বেশি বয়সিদের প্রত্যেককে এই ওষুধ খাওয়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিন বানারহাট বিডি অফিসে এ নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্লক টাস্ক ফোর্সের একটি বৈঠক হয়। সেখানে প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন। জেলার চার ব্লকের প্রায় ১০ লক্ষ মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার বলেন, 'এমএমডিপি কর্মসূচিটি প্রায় শেষের পথে। মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে প্রস্তুতির লক্ষ্যে এখন ব্লক টাস্ক ফোর্সগুলির বৈঠক চলছে।'

অনুকূলচন্দ্রের জন্মমহোৎসব

বেলাকোবা, ১৭ জানুয়ারি : ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭তম জন্ম মহোৎসব পালন করা হল শুক্রবার। এদিন বেলাকোবার সৎসঙ্গ কেন্দ্রের সোনারবাড়ি এলাকায় ওই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ধর্মীয় বক্তব্য, কীর্তনের পাশাপাশি বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, ভক্তিমূলক গান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছিল। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। সবমিলিয়ে অনুষ্ঠানে প্রায় চার হাজারেরও বেশি ভক্ত এসেছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে শংকর শীল জানান, ভক্তদের জন্য খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয়েছিল।

চায়ের কর্মশালা

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ধাপগঞ্জে শুক্রবার একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি এবং ক্রপলাইফ ইন্ডিয়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কর্মশালাটি হয়েছে। মূলত চা চাষে টি বোর্ড অনুমোদিত ৫৬টি নির্দিষ্ট রাসায়নিক সঠিক মাত্রায় ব্যবহার, নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার না করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রুনিংয়ের পরে কী কী করা উচিত, সেই বিষয়েও হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন নাগরাকাটা চা গবেষণাকেন্দ্রের উপদেষ্টা বুদ্ধদেব দাস। ২০২৪ সালে চায়ে নিষিদ্ধ রাসায়নিকের অতিরিক্ত মাত্রা দেখে খাদ্য সুরক্ষা মানদণ্ড বিভাগ কড়া ভূমিকা গ্রহণ করে। চা চাষিদের এ বিষয়ে সচেতন করতে এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মশালাতে অংশ নেন ১৭৬ জন চা চাষি। শিবিরে বক্তব্য রাখেন টি বোর্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর শর্বরী চৌধুরী গোঁহাই, উত্তরবঙ্গ চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী, অসীম সরকার প্রমুখ।

রেশম ফার্ম পরিদর্শন

চালসা, ১৭ জানুয়ারি : চালসা সংলগ্ন মঙ্গলবাড়ি এলাকার রেশম ফার্ম পরিদর্শন করলেন সেরিকালচার দপ্তরের যুগ্ম ডিরেক্টর অরূপ ঠাকুর। শুক্রবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্য আধিকারিকরাও। তিনি এদিন ঘুরে দেখেন ডেমোনস্ট্রেশন সেরিকালচার ফার্ম। রাজ্যের রেশমশিল্পে ভালো মানের রেশম গুটিপোকার ডিমের জোগান অব্যাহত রাখতেই নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু করেছে চালসার রেশমশিল্প বিভাগ। সেই কারণেই এদিন প্রায় সাত একর জমির ওপর থাকা ফার্ম ঘুরে দেখেন তিনি।

চালসা রেঞ্জের খরিয়ার বন্দর বিটের টিয়াবন জঙ্গল ঘেঁষা এই ফার্মে বহুদিন ধরেই কর্মী সমস্যা ছিল। অন্যদিকে, বারবার হাতির হানায় ভবনের সীমানা প্রাচীরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরোনো ভবন ও মালবেরি বা তুঁত গাছও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই দপ্তরের যুগ্ম ডিরেক্টরের উপস্থিতিতে নতুন করে তুঁত গাছের চারা লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাশাপাশি ফার্মের ঘর সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়েও তিনি এদিন বাকি আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

অরূপ বলেন, 'রাজ্যজুড়ে উন্নত রেশম বস্ত্র বয়নশিল্পে চালসার থেকে পাঠানো সামগ্রী খুবই উন্নতমানের বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। মাঝে নানা সমস্যায় কাজের অসুবিধা হচ্ছিল। তাই এই ফার্মের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

পাশাপাশি এদিন কী করে আগামীদিনে আরও ভালোভাবে কাজ করা যায়, সেই বিষয়েও আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের জলপাইগুড়ির ডেপুটি ডিরেক্টর দেবাশিস দত্ত, এক্সটেনশন আধিকারিক মানব ভৌমিক প্রমুখ। এর সঙ্গেই মাটিয়ালি ব্লকের মহিলা গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে এদিন গাছের ও জমির পরিচর্যা শুরু হয়। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এখানে রেশম পোকার ডিম উৎপাদন করে পাঠানো শুরু হবে বলেও জানা গিয়েছে।

কনট্রাক্টরদের বকেয়া ৮৩ শতাংশ

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : ২০২১ সালের বিল এখনও বকেয়া। সেই বকেয়া মেটানোর দাবিতে এবার নতুন টেন্ডারের কোনও কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন পিডব্লিউডি কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

তাঁদের অভিযোগ, গত বিধানসভা ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার বন্দোবস্ত, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ এবং ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করিয়েছিল পিডব্লিউডি। বিলের মাত্র ১৭ শতাংশ কনট্রাক্টরদের এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বাকি ৮৩ শতাংশ বকেয়া মেটানোর দাবিতে শুক্রবার দুপুরে কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অফিসের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

যদিও এদিন এই বিক্ষোভ নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করতে চাননি পিডব্লিউডি অফিসের কোনও আধিকারিক। এদিকে বিক্ষোভকারীদের পক্ষে পারিজাত চক্রবর্তী বলেন, 'গত বিধানসভা ভোটের আগে পিডব্লিউডি'র ওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছিলাম। আমাদের সংগঠনের প্রায় ১৫০ জন কনট্রাক্টর প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকার কাজ করি। কিন্তু অফিসার বদল সহ নানা অজুহাত দিয়ে আমাদের সবার টাকা আটকে দেওয়া হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'এখন আমাদের সংসার চালানো দায় হয়ে উঠেছে। অবিলম্বে টাকা না মেটালে আগামী কোনও প্রোজেক্টের কাজ করা তো দূরের কথা আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

নর্দমার কাজের সূচনা

চালসা, ১৭ জানুয়ারি : পুজো দিয়ে কংক্রিটের জলনিকাশি নর্দমার কাজের সূচনা হল। শুক্রবার মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে পূর্ব বাতাবাড়ির খালপাড়ার হরি মন্দির পাড়া এলাকায় ওই কাজের সূচনা হয়।

শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমণি ওরাওঁ এদিন পূজার্চনার মাধ্যমে ফিতে কেটে কাজের সূচনা করেন। এতদিন ওই এলাকায় কংক্রিটের নর্দমা না থাকায় সমস্যা হত। জল যাওয়ার কোনও রাস্তা না থাকায় রাস্তা ও বাড়ির ওপর দিয়ে জল বয়ে যেত। এবার এই সমস্যার সমাধান হল বলেই মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। এর জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিলেন স্থানীয়রা স্বভাবতই এই কাজের সূচনা হওয়ায় খুশি এলাকার জনগণ।

জখম দুই

নাগরাকাটা, ১৭ জানুয়ারি : সবজিবোঝাই গাড়ি উলটে জখম হলেন দুজন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বিকেলে ধরণীপুর চা বাগান লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। একটি পিকআপ ভ্যানে সবজি নিয়ে ওই গাড়িটি ধূপগুড়ি থেকে কালিম্পংয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল। গাড়ির টায়ার ফেটে গিয়ে মাঝরাস্তায় ওই বিপত্তি ঘটে। কেশব অধিকারী ও সত্যম প্রসাদ জখম হন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা সন্দীপ ঘোষ - কে 20.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91K 55612 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি, কারণ আমাদের এলাকায় আমি ডিয়ার লটারির বেশ কিছু বিজয়ীদের দেখেছি। কিঞ্চিত পরিমাণ কিছু অর্থ খরচ করে ডিয়ার লটারির একজন বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

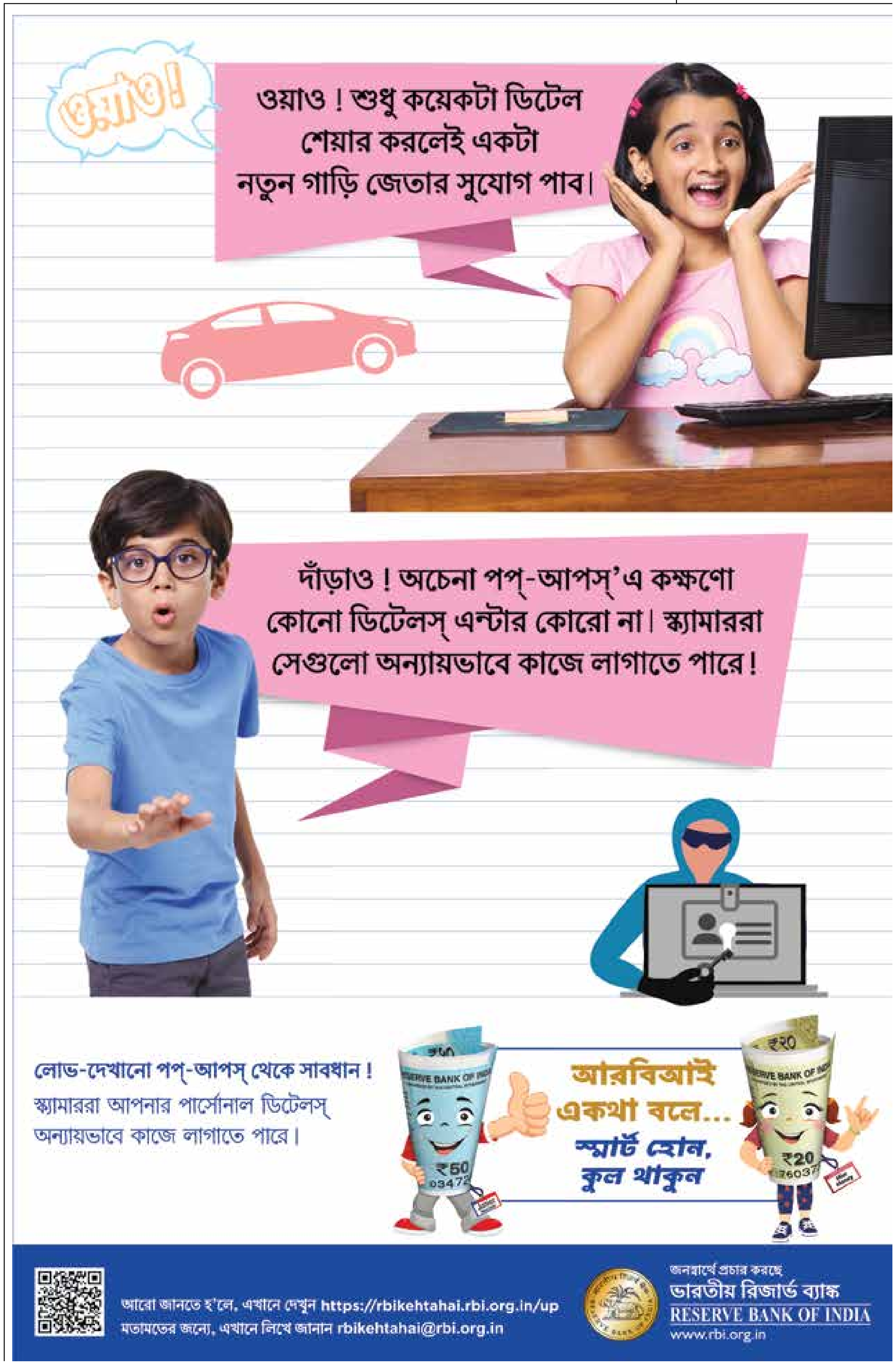

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৪০ সংখ্যা, শনিবার, ৪ মাঘ ১৪৩১

রাহুর গ্রাস

শান্তিতে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার যে পথে হাঁটছে, তাতে আগামীদিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। গত পাঁচ মাস ধরে পড়শি দেশটির মতিগতিতে স্পষ্ট, তারা দ্রুত পাকিস্তানের দোসর হচ্ছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ জিতে যে দেশের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ, সেই পাকিস্তান এখন ইউনূসের বন্ধু। মুখে ভারত-প্রীতির কথা বলা হলেও ইউনূস সরকারের মতিগতিতে ভারত-বিদ্বেষ ফুটে উঠছে।

শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর দেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারকে মুছে দেওয়ার দক্ষযজ্ঞ চলছে। ভারতে আশ্রিত মুজিব-কন্যা এবং তাঁর দল আওয়ামি লিগকে গণশত্রুতে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলছে জোরকদমে। এবার সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, বাংলাদেশের নাগরিকরা আর বাঙালি জাতি বলে নিজের পরিচয় দেবে না। বাংলাদেশি হবে তাঁদের নতুন পরিচয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের এমন সুপারিশ বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে আঘাত। যে বাঙালি জাত্যভিমানকে পুঁজি করে মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই জাত্যভিমানকেই মুছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ওই সুপারিশে। যার অর্থ, এরপর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাই শুধু বাঙালি জাতির তকমা নিয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের বাঙালিদের থাকবে শুধু বাংলাদেশি পরিচয়।

এর আগে বঙ্গবন্ধুর জাতির পিতা তকমা কেড়ে নিয়েছে ইউনূস সরকার। এবার বাঙালি পরিচয়ে কোপ বসাতে চায়। এই পথে এগোলে আগামীদিনে সংস্কারের নামে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অস্তিত্ব বিপন্ন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সংস্কারের নামে বাংলাদেশ নাম থেকে সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দটি বাদ দিয়ে জনগণতন্ত্রী আরোপের চেষ্টা চলছে। এতদিন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। শুধু গণতন্ত্রকে রেখে বাকি তিনটি নীতি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন।

বদলে যে পাঁচটি মূলনীতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলি হল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র। এমন পরিবর্তন-স্পৃহা দেশটির ভবিষ্যতের পক্ষে অশনিসংকেত বয়ে আনছে। কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত ইউনূস সরকার যেন বাংলাদেশের আত্মপরিচয়কে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে। একদিকে পাকিস্তান-প্রীতি, অন্যদিকে ভারত বিদ্বেষ- দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের নতুন চেহারা সামনে আনছে।

এতে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং চেতনা, দুটোই অস্তিত্ব সংকটে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সবই মুছে যেতে বসেছে। যাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হচ্ছে না। অতিরিক্ত ভারত বিদ্বেষ যেমন পাকিস্তানের প্রধান সম্বল, ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশও সেই পথে এগিয়ে চলেছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সেদেশের মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। সেই ক্ষোভের যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পথ খোলাই আছে।

গণতন্ত্রে শাসকের বিরুদ্ধে আমজনতার অসন্তোষ, অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যম হল নির্বাচন। এই জনমতের শক্তি এতই যে, ক্ষমতাধরদের অনায়াসে সিংহাসনচ্যুত করা যায়। বাংলাদেশে এখন যাঁরা গণতন্ত্রের কথা বলছেন শাসকের গদিতে বসে, তাঁরা কিন্তু সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। ইউনূস সরকার জনতার ভোটে নির্বাচিত নয়। জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতা সরকারের নেই।

সেই সুযোগে বাংলাদেশের ইতিহাস, জাতিসত্তা, সংবিধান ওলটপালট করে দেওয়া হচ্ছে, যার এক্তিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের আছে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অন্তত সাংবিধানিকভাবে যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই দেশ ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন বাড়ছে। যদিও সরকার মুখে সততা, শান্তি, গণতন্ত্রের কথা বলে চলেছে। বাংলাদেশে যে অস্থিরতার জন্ম হচ্ছে, তার ক্ষত নিরাময় সহজ নয়।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

‘আদিবাসী’ কাণ্ডে হাসিনা-ইউনূস এক

৫টি গাছের পাতায় লেখা ছিল মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, আদিবাসী। ‘আদিবাসী’ শব্দ নিয়ে তোলপাড় বাংলাদেশ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিদ্বেষ বিষের বাংলাদেশে অন্যতম আলোচিত শব্দ এই মুহূর্তে কী?

অনেক শব্দ উঠে আসতে পারে। অন্তর্বর্তী, উপদেষ্টা, মৃত্যু, বিশৃঙ্খলা, হামলা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, প্রতিহিংসা।

এই সমস্ত শব্দমালাকে হারিয়ে আপাতত উঠে আসছে নেহাত সহজ একটি শব্দ। আদিবাসী।

আদিবাসী শব্দকে কেন্দ্র করে একাধিক সংস্থা তৈরি হয়েছে সে দেশে। সেই শব্দটি ঘিরে রাস্তায় মারপিট চলছে নতুন করে। নতুন পথে প্রতিবাদের কেন্দ্রে ওই শব্দ।

হাসিনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পর দুটো জিনিস দেখার ছিল। জিনিস শব্দটা ভুল লেখা হল। ওটা আসলে হবে, দুটো প্রশ্ন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার দিন শেষ হবে কি? থেমে যাবে বিচারবহির্ভূত পিটিয়ে হত্যা?

দেখা যাচ্ছে, ওসব থামার নয়। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার আদালতেই হওয়া দরকার। তা শোনা হলে তো? তাই মারপিট লেগেই রয়েছে।

আদিবাসী শব্দ নিয়ে যা হল। ঘটনাগুলো লেখার আগে বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশে হিন্দু বা ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমরাই যে ভয়ংকর বিপদে, তা নয়। এখনকার পরিস্থিতিতে মারাত্মক সমস্যায় পাহাড়ি মানুষও। আদিবাসী বিতর্ক সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পদে পদে।

বাংলাদেশিদের কাছে বাংলা ভাষা কৃতজ্ঞ থাকবে একটা কারণে। প্রচলিত অনেক ইংরেজি শব্দের বাংলা করে চমকে দিয়েছেন সেখানকার লেখক ও সাংবাদিকরা। বিদেশে বাংলার প্রচারে ওঁরাই অনেক সক্রিয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গ বা বরাকের বাঙালিরা যা পারিনি।

যেমন ধরুন খুদে বার্তা (এসএমএস), অন্তর্জাল (ইন্টারনেট), উইকিঅভিধান’ (উইকিপিডিয়া), মুঠোফোন (মোবাইল), মুখবই বা বদনবহি (ফেসবুক), দূরালাপনী (টেলিফোন) গোপন সঙ্কেত (পাসওয়ার্ড), নামজারি (মিউটেশন)। ওপারে মুঠোফোন শব্দটা নাকি বিশিষ্ট কবি নির্মলেন্দু গুণের তৈরি।

এঁরাও এখন দু’একটা শব্দের বাংলা করতে পারছেন না। যেমন মব জাস্টিস। বা মব লিঞ্চিং। যা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে একেবারে পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বিএনপি, জামায়াতেরা এখন আওয়ামি লিগ সমর্থক দেখলেই একটা কাজ করছে। আগে মারো, আধমরা করে দাও। তারপর দেখা যাবে।

মব জাস্টিসের বাংলা দাঁড়াচ্ছে ‘দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা’। তবে মব জাস্টিস এবং মব লিঞ্চিংয়ের ভয়াবহতার কাছে ‘দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা’ শব্দটা দাঁড়াচ্ছে না। ঘটনাটাকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

আদিবাসী শব্দ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে নতুন আন্দোলন।

ব্যাপারটা কী? কিছুই না। ক্লাস নাইন এবং টেনের একটা বই রয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি। সেই বইয়ের পিছনের প্রচ্ছদে ‘আদিবাসী’ শব্দ নিয়ে একটি গ্রাফিতি আঁকা হয়েছিল। ছবিতে গাছের পাঁচ পাতায় লেখা ছিল মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধের সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম। লেখা ছিল-- পাতা ছেঁড়া নিষেধ। জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনে এই প্রতীক প্রতিবাদীদের হাতে হাতে ঘুরছিল।

হঠাৎ সাড়ে পাঁচ মাস পর উগ্র জাতীয়তাবাদী সংস্থা ‘স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি’র তরফে প্রতিবাদ জানানো হল-- কেন আদিবাসী নামটা রাখা হবে? আন্দোলন শুরু হল। এসব দেখে সরকার করল কী, দিল আদিবাসী শব্দটি মুছে। কেন একটা উগ্রপন্থী সংগঠনের কথায় এতদিন বাদে সব পালটে দেওয়া হল, প্রশ্ন তো উঠবেই।

পাঠ্যবইয়ের পিডিএফ সংস্করণ থেকে পুরোনোটি সরিয়ে বানানো হল নতুন এক গ্রাফিতি। এবার পালটা প্রতিবাদ শুরু ‘সংক্ষুব্ধ আদিবাসী ছাত্র-জনতা’ সংগঠনের। এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, যা হচ্ছে-- ঢুকে পড়েছে রাজনৈতিক দল এবং পুলিশ। পুলিশের হাতে মার খেয়েছে আদিবাসী ছাত্র-জনতা। বাংলাদেশে ইদানীং সবচেয়ে বড় সমস্যা, ছাত্রদের নাম করে কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা সংগঠনে ঢুকে পড়েছেন। যত সমস্যা সেখানেই। ছাত্র আন্দোলনের লাটাই শুধুই ছাত্রদের হাতে থাকছে না।

আমাদের এই বাংলায় এ জিনিস নতুন নয়। অনেক ছাত্র সংগঠনের নেতা হিসেবে এমন অনেককে দেখা গিয়েছে, যাঁরা বহু আগে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছেন। বিয়ে হয়েছে, সন্তানও হয়ে গিয়েছে। তবু তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে স্থায়ী ঘর থেকে গিয়েছে। তাঁদের নামের সামনে এখনও ছাত্র নেতা বিশেষণ বসে। ডান-বাম সব দলেরই এই রোগ ছিল।

এই মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি অনেকটা আড়ালে। সব পার্টির ছাত্র সংগঠন রয়েছে নাম কা ওয়াস্তে। একজন ভালো নেতা নেই, যাকে দেখে আশ্বাস জাগবে মনে। হালে ডাক্তারদের মধ্যে অনেককে নেতার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। তাঁরাও ঠিক ভরসার নন। পড়াশোনা এমন চাপের এখন, দুটো ক্লাসে না যেতে পারলেই পিছিয়ে পড়তে হয় অনেকটা। সেখানেই যারা আন্দোলনে নামছে, ধরে নিতে হবে, পড়াশোনা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই।

বাংলাদেশেও তাই। এত আন্দোলন করলে পড়াশোনা হবে কখন? অশেষ দুর্নীতিগ্রস্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছাত্র নেতারা আন্দোলনে নেমেছিলেন খুব ভালো কথা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে আন্দোলন করায় তাঁদের পথ এখন হাইজ্যাক করে নিয়েছে মৌলবাদীরা। আওয়ামি লিগের নেতা, কর্মীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দেশে, বিদেশে। জানেন, নিজের বাড়িতে থাকলে যখন-তখন মব লিঞ্চিংয়ের শিকার হতে পারেন। দেশের বাইরে আত্মগোপন করে, সেখান থেকে জনসংগঠন তৈরি করা খুব কঠিন। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটারে লিখে আন্দোলন করা কি সহজ?

আদিবাসী বিতর্কে আসা যাক।

ঢাকা মোতিঝিলের কাছে ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ড অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আদিবাসীরা। তাদের ওপর লাঠি, ক্রিকেটের স্টাম্প নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা।

আক্রমণকারীদের লাঠি, উইকেটের মাথায় আবার লাগানো ছিল বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। সেগুলো নিয়েই তারা তেড়ে আসে। আহত হয়েছেন জনা পঁচিশ। জাতীয় পতাকার এমন অপব্যবহার ভাবা যায় না। পুলিশও তাদের সঙ্গে ছিল।

রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তাঙ্গচেঙ্গিয়া, ইসাবা সুহরাট, রেঙ্গিয়ন ম্রো, ডন জেত্রা, ফুনতোনো চাকমা--- আক্রান্ত নামগুলো শুনলেই বুঝতে পারবেন, এঁরা কোন সম্প্রদায়ের। হিন্দুও নন, মুসলিমও নন। পাহাড়ি জনজাতির মুখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট বা ময়মনসিংহের কিছু অঞ্চলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা অন্তত ৩০ লাখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সব সময় মারাত্মক স্পর্শকাতর এলাকা।

আদিবাসী শব্দটি নিয়ে বিতর্ক কিন্তু নতুন নয় বাংলাদেশে। প্রতি বছর ৯ জুন রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করে। হাসিনা সরকার সেখানে কোনওভাবেই মানতে চায় না আদিবাসী শব্দ বলে কিছু রয়েছে। হাসিনা সরকারের প্রধান ভাষ্য ছিল রীতিমতো বিতর্কজাগানিয়া। তাদের বক্তব্য, তথাকথিত বাংলাদেশি আদিবাসীরা এখানকার আদি বাসিন্দা নন। তাঁরা এখানকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এটুকুতেই থেমে যায়নি সরকার। বছর তিনেক আগে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয় সব সংবাদমাধ্যমকে চিঠি দিয়ে রীতিমতো নির্দেশ দিয়েছিল, আপনারা কখনও ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার করবেন না।

হাসিনা সরকারের পর্যবেক্ষণ বলেছিল, বাংলাদেশের সংস্কৃতি বা ইতিহাস চার হাজার বছরের পুরোনো। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বাংলাদেশে আসা শুরু করেন ১৬ শতকে। মায়ানমার-কম্বোডিয়াই এঁদের আদিবাড়ি। তাই তাঁরা আদিবাসী নন। হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় যুক্তিতে ছিল আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ। বক্তব্য ছিল : আদিবাসী হতে গেলে কলোনিয়াল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কলোনাইজেশন হতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে তেমন কিছু হয়নি। আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় যাঁদের আদিবাসী বলা হয়, তাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশের তথাকথিত আদিবাসীদের মেলানো যায় না।

এই একটা ব্যাপারে হাসিনা ও ইউনূস সরকার দেখা যাচ্ছে একমত। অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। তবে সত্যি।

হাসিনার পলায়নের পর বাংলাদেশের আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অলিক মৃ আবার সাংবাদিক ও উপদেষ্টাদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের যেন আদিবাসী বলেই সম্বোধন করা হয়। বলেন, ‘বাঙালির বাইরেও বাংলাদেশ নামক বাগানে আরও ৫৪টি রং ও ঘ্রাণের ফুল রয়েছে। এটাই আমাদের দেশের অন্যতম সৌন্দর্য।’

৫৪ সংখ্যাটা কত ঠিক জানি না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সমীক্ষা বলছে, বাংলাদেশে ৪১টি ভাষা। তার মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ৩৪টি। পাশাপাশি অন্য একটা তথ্য অবাক করার মতো। পদ্মাপারে খাসি, বম বা সাঁওতালের মতো কিছু ভাষা ইংরেজির মতো রোমান হরফে লেখা হয়। হাজং, মালতোর মতো ভাষা লেখা হয় বাংলা হরফে। আবার চাকমা, মারমা, চাক, মণিপুরি, ম্রো, খেয়াংয়ের মতো আছে নিজস্ব বর্ণমালা। এদের আবার লিখিত রূপ না থাকায় বাংলার চাপে হারিয়ে যেতে বসেছে।

বিবিসিতে যেমন পড়ছিলাম, শ্রীমঙ্গল উপজেলার বাংলাদেশি মণিপুরি থৌদাম বৌলির কথা। তিনি আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলেন। অথচ জানেন না, কথাগুলো কীভাবে লিখবেন। নিজস্ব বর্ণমালার বই-ই যে নেই। ভারতীয় মণিপুরিদের এই সমস্যা নেই। তাঁরা মণিপুরিতে বলেনও, লেখেনও। মণিপুরি মানে এখানে বলছি মেইতেইদের কথা। তাদের বর্ণমালা বাংলার মতো।

বাংলাদেশে আদিবাসী বিতর্ক এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলো ফেলেছে। স্পষ্টতর হচ্ছে আর এক বেদনাদায়ক বাস্তব। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিমদের পাশাপাশি কত সম্প্রদায়ের মানুষ কতরকম সমস্যায়। আমাদের ভারতে তো এই ধরনের আদিবাসীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

আমরা কি নিয়মিত এই সরল মানুষগুলোর মন ও হৃদয়ের খোঁজ নিয়ে থাকি?

আজ

২০১৮

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ির।

২০২২

হাঁদাভোঁদা, বাঁটুলের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রথম দেখার পর অত রাতে সইফ আলি খানকে চিনতে পারিনি। হাসপাতালে পৌঁছে উনি গার্ডকে যখন বললেন, আমি সইফ আলি খান, তখন চিনতে পারলাম। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল পোশাক। একবার বললেন, কত দূরে হাসপাতাল? আমি ওঁদের কাছে কোনও টাকা চাইনি।

- ভজন সিং রানা (অটোচালক)

ভাইরাল/১

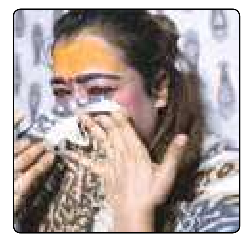

মহাকুম্ভে চর্চায় থাকা ‘সুন্দরী সাধ্বী’ হর্ষ রিচারিয়ার কান্নার ভিডিও ভাইরাল। কুম্ভমেলায় প্রবেশের সময় নিরঞ্জনী আখড়ার রথে বসা ও তাঁর পোশাক নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। যার জেরে, চোখের জলে কুম্ভ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন রিচারিয়া।

ভাইরাল/২

গয়ি ভৈস পানি মে। তবে জলে নয়, এবার ঘরের চালে। মাথার ওপর মোহিষকে দেখে এক মহিলা ভয়ে ঘর থেকে বাইরে পালিয়ে আসেন। কীভাবে মোহিষটি চালে উঠল, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। যমরাজের মোহিষ কি পথ ভুলেছে?

উত্তরের পাঁচালি

সংকল্পের মন্দির

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের ২ নম্বর বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামর নামক গ্রামে রয়েছে প্রাচীন তারাসুন্দরী কালী মন্দির। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ৪৫০ বছরেরও আগে। যদিও উপযুক্ত কোনও প্রমাণ নেই। আরেকটি সূত্রে জানা যায়, ১৭৬০ সালে এটি নির্মাণ করেন বৈদ্যনাথ চৌধুরী এবং দিনাজপুরের মহারাজা। আবার কেউ কেউ বলেন কাশীঠাকুর নামক জনৈক ব্রহ্মচারী এই কালী মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। রায়গঞ্জের ইতিহাস থেকে জানা যায় নাটোরের রানি ভবানী নিজ কন্যা তারাসুন্দরীর নামে সংকল্প করে এই তারাসুন্দরী মন্দিরটি স্থাপন করেন। এই মন্দিরের ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বের কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন এই তারাসুন্দরী মন্দিরকে হেরিটেজ সাইট বলে ২০১১ সালের ৩০ মে নোটিফিকেশন জারি করে। পরে সরকারি সাহায্যে মন্দিরটির সংস্কারের কাজও হয়েছে। রায়গঞ্জ মহকুমার হেমতাবাদ ব্লক থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে এই মন্দিরটি। কাছের রেলস্টেশন হল বাঙ্গালবাড়ি। এই মন্দিরের গায়ে রয়েছে অসংখ্য সুদৃশ্য নকশা। মন্দিরের চূড়ায় ৪০ ফুট উচ্চতায় অর্ধবৃত্তাকারে রয়েছে একটি গম্বুজ আর তার ওপরে একটি ঘট। মূলত টেরাকোটা শিল্পে অলংকৃত এই মন্দির। তবে শিল্পকর্মে রয়েছে পারসিক ও ভারতীয় শিল্পরীতির মিশেল। পর্যটন মানচিত্রে এই মন্দিরকে যুক্ত করে যাতে আরও ভালো করে একে সবার সামনে তুলে ধরা যায় সেই দাবি জোরালো হয়েছে। –সুকুমার বাড়ই

নজরে।। হেমতাবাদে তারাসুন্দরী কালী মন্দির।

ছন্দের টানে

জয়া বসাক।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তরুণ প্রজন্মের কবিদের মধ্যে অন্যতম জয়া বসাক। মহারাজপুর গ্রামে বাড়ি। বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও সাহিত্যের প্রতি জয়ার অদম্য ভালোবাসা ও নিষ্ঠা প্রচুর। কবিতা লেখা তাঁর কাছে এক অনন্য শ্রেষ্ঠ সাধনা। নিজস্ব পেশার কাজের বাইরে জয়া বেশিরভাগ সময়ই কবিতা লেখা ও সাহিত্যপাঠে মগ্ন থাকেন। জয়া ছবি আঁকতেও খুব ভালোবাসেন। তাছাড়া, একজন নিপুণ প্রচ্ছদশিল্পী। তাঁর হাতে আঁকা বইয়ের প্রচ্ছদের নমুনা দেখলে অবাক হতে হয়। ইতিমধ্যেই জয়ার দুটো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থগুলো হলো গোয়াল ফ্লানি সেতু (২০২৩), মার্টিন লুথারের গয়নাঘর। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। কবিসম্মেলন, মধ্যবর্তী, কবিতাপাক্ষিক, কবিতা আশ্রম, গদ্যপদ্যপ্রবন্ধ, নন্দন, হরিণের মতো পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। বাবা পরিমল বসাক ও মা দেবী বসাকই মেয়ের মূল প্রেরণা। –মানবেন্দ্র দাস

‘উত্তরের পাঁচালি’ বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

এত হিংসা কেন, সেই প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়

মালদা জেলার ভূগোল ও ইতিহাস দুই-ই ভিন্নমাত্রার। এখানে পরপর দুটি রাজনৈতিক খুন প্রশ্ন তুলে যায় অনেকরকম।

শুভ্র মৈত্র

দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা দৌড়াচ্ছেন প্রাণভয়ে, পেছনে বন্দুক হাতে দুই তরুণ। পরিণতির কথা বাদ দিয়েও শুধু এই একটি দৃশ্যের অভিঘাত বড় তীব্র। আগের রাত পর্যন্ত কার্নিভালের সব আলো নিজের দিকে টেনে নেওয়া অবিসংবাদী ইজারাদার বাবলা সরকার নিজের এলাকাতেই মৃত্যুভয়ে ছুটতে পারেন- এই ছবিটাই নাড়িয়ে দিল যাবতীয় বিশ্বাস।

পরের দৃশ্যটা আরও মর্মন্তুদ। নির্বিকল্প নেতা ও তাঁর সঙ্গীদের রাস্তায় ফেলে ইট দিয়ে থেতলে মারা হচ্ছে। মৃত্যু নিশ্চিত করে তবেই স্থানত্যাগ। দিন বারোর ব্যবধানে এমন দুটি দৃশ্য সমাজমাধ্যমের কল্যাণে নাড়িয়ে দিল মালদার মানুষকে। দুটি দৃশ্যের মাঝে মিল, দুটিই ঘটেছে দিনের আলোয় সকলের চোখের সামনে।

দুটি খুনের পেছনে থাকা মূল অপরাধী ধরা পড়েনি। অন্তত মানুষ বিশ্বাস করতে চাইছে না, যাদেরকে ধরা হয়েছে তারাই মূল চক্রী।

প্রাথমিক আতঙ্ক আর বিস্ময় কাটিয়ে যে প্রশ্নটা উঠে আসে, তা হল, এত হিংসা কেন? কতটা ক্ষোভ জমে থাকলে এমন নির্মম হতে পারে মানুষ! আচ্ছা এটাই কি এ জেলায় প্রথম এমন হিংসার প্রদর্শনী? তা তো নয়, কাগজ খুললেই এমন ছবি দেখতে পাওয়া যায় জেলার নানা প্রান্তে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির অভিঘাত তীব্র হওয়ার কারণ হয়তো নিহতদের পরিচয় এবং প্রত্যক্ষ দর্শন।

বরং খানিক পেছনে তাকানো যাক। উত্তর নয় দক্ষিণ নয়, মাঝখানে থাকা এ জেলার ভূগোল এবং ইতিহাস দুই-ই খানিক ভিন্নমাত্রার। যেখানে প্রধান অর্থকরী ফসলের জন্য ঘাম ঝরাতে হয় না, যেখানে কৃষিজমি অন্য যে কোনও জেলার তুলনায় কম, যেখানে বামফ্রন্টের স্বপ্নের ভূমি সংস্কার সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি, যেখানে রাজ্যের অধিকাংশ জেলার মতোই কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি- সেখানে দারিদ্র্য এবং ধনের তীব্র বৈষম্য মাত্রাতিরিক্ত হবে সেটা বোধহয় জানাই ছিল। সাক্ষরতার তালিকায় তলানিতে পড়ে থাকা এই ভূখণ্ডে কুসংস্কার এবং বাল্যবিবাহ বেশ শিকড় ছড়াতে পারে। নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে হতদরিদ্র মানুষ যে বেছে নেয় জমিদারবাড়ির প্রতিনিধিকে তাও যতটা সংস্কার মেনে, ততটা রাজনৈতিক কারণে নয়। আর হ্যাঁ, রাজ্যের বহু আগেই এ জেলার উন্নয়নের মডেল ব্রিজ, রাস্তা, ট্রেন, বড় ইমারত। মানবসম্পদ শব্দটা এ জেলায় এক ভিন্ন উচ্চারণ।

সময়ের সঙ্গে এই জেলার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, এমন দাবি করে না কেউ। হ্যাঁ, স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়েছে রাস্তা, বড় ইমারত, পুঁজি তার হাত-পা ছড়িয়েছে। কিন্তু সেটাও এক নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে, উপভোক্তার সংখ্যা বাড়েনি। বহুজাগতিক সংস্থার বিপণি বৃদ্ধির উলটো পিঠে অবহেলায় ট্রেনে ওঠে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের দল। শুধু অনুদানের প্রলোভন তাদের জেলায় আটকে রাখতে পারে না।

একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অন্যদিকে নদীভাঙনের ফলে ঘরহারা মানুষের দল, জেলার ভূখণ্ডের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। আর ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের পুরসভার সংখ্যা সেই একশো বছর ধরে মাত্র দুই। স্বাভাবিকভাবেই জমির দাম আকাশছোঁয়া। এমনকি সেজন্য বলি হতে হচ্ছে আম বাগান, জলাশয়, খেলার মাঠ- সবাইকে। গড়ে উঠছে জমি কেনাবেচার এক অসাধুচক্র, উড়ছে এক বিরাট অঙ্কের হিসাববহির্ভূত টাকা। জেলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে সরতে শুরু করেছে সরকারের হাত থেকে। সারাবছর ধরে চলা চোখধাঁধানো উৎসবগুলির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় ‘সৌজন্য’-র বহর। সরকারের পরোক্ষ মদত রয়েছে এই অনৈতিক উপার্জনে।

নিয়ন্ত্রণহীন এই অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হিসেবে আসে এলাকা দখলের লড়াই, পথের কাঁটা সরানোর মহাভারতীয় চক্রান্ত। সাম্প্রতিক অপরাধের অপরাধীরা হয়তো ধরা পড়বে, কিন্তু অসুখের শিকড় যে ইতোমধ্যেই অনেক গভীরে প্রোথিত। *(লেখক সাহিত্যিক। মালদার বাসিন্দা)*

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪৩

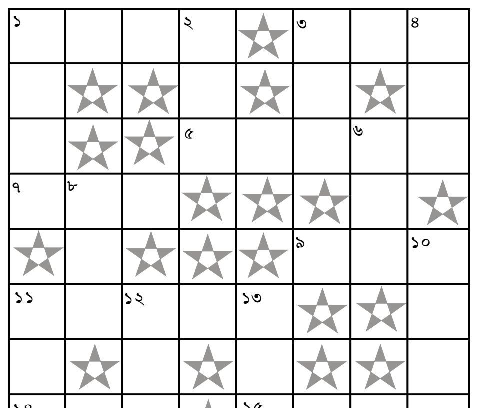

পাশাপাশি : ১। পলাশ ফুল ৩। মাংসের কুচি দিয়ে তৈরি বড়া ৫। মনোযোগ দেওয়া, মনঃসংযোগ ৭। দূরত্ব, পার্থক্য, ভিন্নতা ৯। বাস, বাস করার উপযুক্ত স্থান, লোকালয় ১১। যার কথা লোকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেয়, ক্ষৌরকার ১৪। ঘণ্টা, সময়, ছোট ঘটি ১৫। জাঁক, বাড়বাড়ন্ত।

উপর-নীচ : ১। ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল ২। সাঁওতালি উৎসব ৩। গল্প, বৃত্তান্ত ৪। পাগড়ি, সংগীতের বাণীবন্ধ ৬। শ্বেতগাছ ৮। কলা গাছের পাতার সঙ্গে শুকনো খোল, বাচাল, ফাজিল ১০। সুন্দ ও উপসুন্দ নামের দুই অসুরকে বধের জন্য যে অপ্সরার সৃষ্টি ১১। মুগুরজাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, অর্গল ১২। ক্ষুদ্রমালা ১৩। অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি।

সমাধান ■ ৪০৪২

পাশাপাশি : ১। গণ্ডুক ৩। শেজ ৫। শের ৬। জলদ ৮। তিলেক ১০। বাটিকা ১২। ফারাও ১৪। ধাপা ১৫। লয় ১৬। লহর।

উপর-নীচ : ১। গণপতি ২। কশেরুক ৪। জম্বুল ৭। দর্প ৯। দফা ১০। বাজীপাল ১১। কামদার ১৩। রাতুল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাঘের পেটে

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির কাটামারি গ্রাম থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের পেটে গেলেন অজয় সর্দার নামে এক ব্যক্তি।

উধাও শীত

মাঘের শুরুতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উধাও শীত। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় সকালে কুয়াশা থাকবে।

হলফনামা তলব

রাজ্যের বেসরকারি আইন কলেজগুলির স্বীকৃতি, পরিকাঠামো পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বার কাউন্সিলের ভূমিকা নিয়ে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট।

রেকর্ড

এক মিনিটে ১১৬ বার পায়ের বুড়ো আঙুল ফুটিয়ে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে জায়গা হয়েছে বীরভূমের চৈতালি গড়াইয়ের। বর্তমানে তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

যাবজ্জীবন না ফাঁসি, নজর কোর্টে

আরজি কর মামলায় আজ রায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায়দান। ৯ অগাস্ট সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। এর জেরে রাজনৈতিক রং ছাড়াই আমজনতা আন্দোলনে পথে নামেন। যার আঁচ পড়ে বিদেশের মাটিতেও। এই ঘটনার ৫ মাসের মাথায় শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস দোষী সাব্যস্ত করবেন। এই রায়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। আন্দোলনে নামেন চিকিৎসকরা, নাগরিক সমাজ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। মতাদর্শগত সমস্ত পার্থক্য ভুলে কলকাতার রাজপথে বিচারের দাবিতে স্লোগান ওঠে। এর আগে এই ধরনের নাগরিক আন্দোলনের সম্মুখীন হয়নি রাজ্য। চাপের মুখে পড়ে প্রশাসন এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও বদল আনতে হয় শাসকদলকে। ১৩ অগাস্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আশার আলো দেখেন নির্যাতিতার পরিবার। এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টেও।

এই মামলায় ৫০ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তারপর চলে সওয়াল-জবাব। সিবিআই সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করে। বায়োলজিক্যাল তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী সঞ্জয়কে অভিযুক্ত হিসেবে জানানো হয়। তবে সন্তুষ্ট নয় নির্যাতিতার পরিবার। কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চেয়ে

হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মৃতার বাবা-মা। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া না পেয়ে শীর্ষ আদালতের থেকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও অনুমতি চাইতে আবার মামলা দায়ের করেন তাঁরা।

শনিবার রায়দান করবেন বিচারক অনির্বাণ দাস। এর আগে একটি মামলায় ফাঁসির সাজা দেন তিনি। শিয়ালদা আদালতে কর্মরত রয়েছেন বছর দুয়েক আগে থেকেই। কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। শনিবার আর রুদ্ধদ্বার নয়, ওপেন কোর্টে রায়দান হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সোমবার সাজা ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিন নির্যাতিতার মা বলেন, 'আদালত সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে রায় দিতে চলেছে। কিন্তু অন্য অভিযুক্তরা তো এখনও ধরা পড়ল না। আমি দেখতে পাচ্ছি তারা নিশ্চিন্তে ঘুরছে। তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও অনেকে জড়িত বলে মনে করছি। হয়তো তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে বা মুছে ফেলা হয়েছে। যদি তাঁদের গ্রেপ্তার করা হত তাহলে আসল ঘটনা প্রমাণিত হত। যতদিন না হবে ততদিন আমার মেয়ের মৃত্যুর বিচার হবে না।'

তাঁর মা এও মন্তব্য করেন, 'আদালতের ওপর বিশ্বাস রয়েছে। এই রায়ে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণা বা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দেওয়া হতে পারে। কিন্তু আমি চাই প্রকৃত দোষীর শাস্তি হোক।'

লালঝান্ডা নয়, বসুকেন্দ্রে জাতীয় পতাকা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণবার্ষিকী। এদিন নিউটাউনে জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত গবেষণাকেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন সম্পন্ন করল সিপিএম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। সিপিএমের শীর্ষনেতৃত্ব থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফে একমাত্র কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গবেষণাকেন্দ্রের ত্রিতল ভবনের ছাদের মাথায় লালঝান্ডা নয়, উড়ল জাতীয় পতাকা।

২০১০ সালের নভেম্বর থেকে এই ভবন তৈরির জন্য ট্রাস্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। তারপর ৫ একর জমির ওপর ধীরে ধীরে ভবন তৈরি হতে শুরু করে। এদিন সবে প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন সারা হয়েছে। তিনতলা তৈরি হয়েছে। আরও চার ধাপ বাকি রয়েছে। একতলায় ফাইবার নির্মিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মূর্তি রাখা রয়েছে। তার পাশেই তাঁর ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী রাখা আছে। কেরলের কন্নুর থেকে উপহার পাওয়া একটি চাদর, তাঁর ব্যবহৃত সেগুন কাঠের খাটও রাখা হয়েছে। তৈরি হয়েছে জলাশয়ও। তাতে ছাড়া হয়েছে রাজহাঁস। বাংলাদেশ আবহে সম্প্রীতির বার্তা দিতে বাংলাদেশের শিল্পীকে

জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত গবেষণাকেন্দ্রের উদ্বোধন

আনার পরিকল্পনা করেছিল সিপিএম। এদিন তাঁর গাওয়া গানের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভবন উদ্বোধন করেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সমন্বায়ক প্রকাশ কারাত। মঞ্চে ছিলেন বিমান বসু, প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, মহম্মদ সেলিম, রবীন দেব সহ একাধিক নেতা-নেত্রী। রেজওয়ানার গানে মুগ্ধ হয়ে বাহবা দিতেও দেখা যায় তাঁদের। জ্যোতি বসুর অন্তিমযাত্রায় তাঁর মরদেহের ওপর ছিল লাল পতাকা। সেভাবেই কমরেডকে বিদায় জানিয়েছিলেন দলের নেতারা। সেই লাল পতাকার ওপর জাতীয় পতাকাও বিছানো ছিল। এদিন তাঁর নামে তৈরি গবেষণাকেন্দ্রের মাথাতেও জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়। দলীয় নেতাদের বক্তব্য, দলের ঊর্ধ্বে উঠে এই ভবন কাজ করবে। তাই জাতীয় পতাকা রাখা হয়েছে। কারণ, এখানে দলীয় কোনওরকম কাজকর্ম হবে না।

অভিষেকের উদ্যোগ

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় ৯ বছরের এক শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারি হবে শনিবার। হৃদযন্ত্রে সমস্যা নিয়ে বাবার হাত ধরে ৯ বছরের শিশু আলতাফ হোসেন ঘরামি এসেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় শিবিরে। সেখানে পরীক্ষায় শিশুটির হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। শনিবারই ১২ ঘণ্টার ওপেন হার্ট সার্জারি হবে ওই শিশুর। আলতাফের অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার সমস্ত খরচ বিনামূল্যে করানো হবে বলে অভিষেক নিশ্চিত করেছেন।

গন্তব্যের উদ্দেশে...

কুয়াশার মধ্যে ছুটে চলেছে মেট্রো। শুক্রবার কলকাতায়। - পিটিআই

চিঠি দিয়ে জানাল রাজ্য সরকার

বাজেট বরাদ্দের তথ্য সরকারি দপ্তরকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : আগামী বাজেটে সমাজকল্যাণ ছাড়া আর কোনও দপ্তরের বরাদ্দ (২০২৫-২০২৬) উল্লেখজনকভাবে বাড়ছে না। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। তাই ২০২৫-কে ভোট বছর হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার সামাজিক প্রকল্পগুলির ওপরই বিশেষ জোর দিতে চায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষক ভাতা, বিধবা ভাতা সহ একাধিক সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে পরিধি ও উপভোক্তার সংখ্যা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সরকারের এই পরিকল্পনা।

সরকারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি আবার শুরু হচ্ছে। এই কর্মসূচি চালিয়ে রাজ্যবাসীর নতুন চাহিদার কথা জেনে নিতে চায় সরকার। সমাজকল্যাণে সেই অনুযায়ী অর্থবরাদ্দও আগামী বাজেটে নিশ্চিত করতে চায় সরকার। শুক্রবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, রাজ্যের আগামী বাজেট অধিবেশন ফেব্রুয়ারিতে। তার আগে এদিন সরকারের সব দপ্তরের আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ কত তা মুখবন্ধ খামে বিভিন্ন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। আগামী বাজেট বরাদ্দের ওপর দপ্তরগুলি তাদের বিভিন্ন খাতে কীভাবে অর্থ খরচ করবে, তা বিস্তারিতভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থ দপ্তরকে জানাবে। তার ওপরই রাজ্য বাজেট চূড়ান্ত করে সরকারিভাবে ঘোষণা হবে আগামী ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনে।

অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, আগামী বছরের বাজেট (২০২৫-২০২৬)-এ রাজ্যের মোট বাজেটের আয়তন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মতো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৪-২০২৫) রাজ্য বাজেটের মোট পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা। যা তার আগের আর্থিক বছরের (২০২৩-২০২৪) তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। এবার আগামী বছরের (২০২৫-২০২৬) মোট বাজেটের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে এবার সরকারের কোনও দপ্তরেই আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ তেমন বাড়ছে না।

বিভিন্ন দপ্তর সূত্রের খবর, চলতি আর্থিক বছরের তুলনায় আগামী বছরে প্রায় সব দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২ থেকে ৫ শতাংশ মতো বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক শুক্রবার নবান্নে বলেন, '২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। মোটামুটিভাবে ২০২৫-কেই সরকার ভোট বছর হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্যবাসীর জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্পের বিশেষ জোর দেওয়ার কাজ চালু রাখতে চাইছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও নজরে রাখা হচ্ছে। শিল্পের ওপর জোর দিয়ে শিল্পোদ্যোগীদের রাজ্যে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে নতুন ইনসেনটিভ-এর কথাও ঘোষণা করা হতে পারে আগামী বাজেটে। তবে এবার বাজেটে রাজ্যের বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য বিশেষ ভাতা বা আকর্ষণীয় সুযোগসুবিধা দেওয়ার ঘোষণা নিয়েও বিশেষ চর্চা আছে সরকারি মহলে। মুখ্যমন্ত্রী সবুজ সংকেত দিলে রাজ্যে আগামী বাজেটে তা চূড়ান্ত করে ঘোষণা করা হতে পারে। মোট কথা, ভোট বাজেট নির্ধারণ করে সেখানে কল্পতরুও হতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।'

বাড়ির পথে। নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

কেন্দ্রীয় সংস্থা নিয়ে অভিযোগ কর্মচারীদের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে বাংলাকে বঞ্চিত করছে। এমনকি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ'-এর সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযোগ করলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীরা।

তাঁদের অভিযোগ, বন্ধ বেসরকারি সংস্থাকে সুযোগ দিতে প্রাথমিক যোগাযোগের সর্বোচ্চ ব্যাপক মাধ্যম বিএসএনএলকে কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টার্ন রেলের ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা মনোজ সিং বলেন, 'দিনের পর দিন ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত ঠিকা শ্রমিক কাজ করছেন, তাঁদের কম বেতনে চাকরি করতে বাধ্য করা হচ্ছে।' কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে শম্ভুনাথ দে বলেন, 'বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মেট্রো রেলের গ্রিন লাইনকে দিল্লি মেট্রো রেলের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে।'

গিল্ডকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রকাশনা স্পর্শকাতর। এই প্রেক্ষিতে কলকাতা বইমেলায় তাদের স্টল দিতে রাজি নয় গিল্ড। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানিতে গিল্ডের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এত বছর ধরে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা ছিল না। এখন মনে হল তাদের লেখা বিতর্কিত?' তারপরই গিল্ডকে তাদের অবস্থান জানানোর নির্দেশ দেন তিনি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আইনজীবীর অভিযোগ, পরিষদ ১৪ বছর ধরে কলকাতা বইমেলায় স্টল দেওয়ার পর এই বছর তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে গিল্ড জানিয়েছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোনও বইবিক্রেতা বা প্রকাশক সংস্থা নয়। তাই তারা কোনও বিতর্ক চায় না। তবে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, ওই সংগঠন স্টল দিতে পারবে কি না, স্টল দিতে গিল্ডের নির্দিষ্ট রীতিনীতি কী রয়েছে তা জানাতে হবে গিল্ডকে।

মোদির ভাষণের সংকলন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বাংলায় মোদির বক্তৃতার সংকলন করছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রথীন বসু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মোট ৫৮টি নির্বাচিত বক্তৃতার বাংলা অনুবাদের একটি সংকলন করেছেন। ২২ জানুয়ারি আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সংকলনটির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। ২০১৩ থেকে এখনও পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদি দলের সাংগঠনিক বৈঠকে যেসব ভাষণ দিয়েছেন, তার নির্বাচিত অংশ নিয়ে বাংলায় এই সংকলন করার উদ্যোগ নেন রথীন। তাঁর মতে, 'সাংগঠনিক বিষয়ে দলের কর্মী ও সংগঠনকে উদ্দেশ্য করে মোদির ভাষণ বিজেপি নেতা কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবে এটাই আমার আশা।'

সব জেলায় নির্দেশিকা নবান্নের

ভূমি দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ১৩০০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : রাজ্যে একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের আর্থিক বোঝা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাসে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলাকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবারই রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমার প্রতিটি জেলাকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলাগুলিতে ছড়িয়ে থাকা বালি ও পাথর খাদান, ইটভাটাগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে। বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাকে এই ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজস্ব আদায়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে। এখানেই সবচেয়ে বেশি বালি ও পাথর খাদান রয়েছে। একইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বালি ও পাথর খাদান না থাকলেও সেখানে প্রচুর পরিমাণে ইটভাটা রয়েছে। দখল হওয়া রাজ্য সরকারি জমি উচ্ছেদ করে দখলদারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁদের আইনি স্বীকৃতি দিতে চায় রাজ্য সরকার। জমির খাজনা আদায়ের ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি আর্থিক বছরে পূর্ব বর্ধমানকে ২১৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, বীরভূমকে ২৬৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, পশ্চিম বর্ধমানকে ১৩১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দার্জিলিংকে ৭২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, জলপাইগুড়িকে ৯২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ও আলিপুরদুয়ার জেলাকে ৮৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের একটি আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের পর উৎকণ্ঠায় আবাসিকরা। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

শিশুকে ধর্ষণ ও খুনে ৫৪ দিনে ফাঁসির সাজা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। শুক্রবার মেয়ের জন্মদিন ছিল। কিন্তু কে জানত এই দিনেই মেয়ের খুনের বিচারের রায় জানতে আদালতে আসতে হবে। গত বছরের ২৪ নভেম্বর হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুন করে প্রতিবেশী। ঘটনার ৫৪ দিনের মাথায় অভিযুক্ত অশোক সাউয়ের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করলেন চুঁচুড়া পকসো আদালতের বিচারক। বুধবার অশোককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কুলতলি, জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনেও ৯০ দিনের মধ্যেই রায় দেন বিচারকরা। গুড়াপের ঘটনাতেও ফের পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় সন্তোষপ্রকাশ রাজ্যের।

ধর্ষণ ও খুনের ৫৪ দিনের মধ্যে সাজা ঘোষণায় বিচার ব্যবস্থা ও হুগলি গ্রামীণ পুলিশকে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ওই নাবালিকা পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। ধর্ষকদের এই দেশে কোনও স্থান নেই। আমাদের সকলকে শিশুদের নিরাপত্তা, সামাজিক সংস্কার এবং এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে হবে। এই ধরনের কোনও ঘটনায় অপরাধীকে ছাড়া হবে না।'

শেষপর্যন্ত বিচারক ফাঁসির সাজা ঘোষণা করতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুর মা। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, 'আজ আমার মেয়ের জন্মদিন ছিল।'

শুভেন্দুর সময়সীমা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সোমবারের মধ্যে মেদিনীপুর কাণ্ডে ১২ জন জুনিয়ার ডাক্তারের সাসপেনশন প্রত্যাহার করার জন্য রাজ্যকে সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দাবি পূরণ না হলে সোমবার বিকালে জুনিয়ার ডাক্তারদের সমর্থনে মেদিনীপুর সহ রাজ্যজুড়ে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামবে বিজেপি।

শুক্রবার বিজেপির ডাক্তার সেলের নেতা ডাঃ মধুছন্দা কর ও ডাঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের এই অবৈধ এফআইআর ও সাসপেনশনের তীব্র নিন্দা করছি। অভিযুক্ত ও আন্দোলনকারী ডাক্তাররা আইনি ও যে কোনও ধরনের সাহায্য চাইলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমি তাঁদের পাশে থাকব।' শুভেন্দুর দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সেপ্টিসেমিয়ায় মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। তাহলে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ কীভাবে ওঠে?

বুথ কমিটি নিয়ে অভিযোগ বিজেপিতে

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : রাজ্য বিজেপির কাছে বুথ সভাপতি ও বুথ কমিটির তালিকা চেয়েছেন এই রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশাল।

সূত্রের খবর, ২১ জানুয়ারি রাজ্যে সংগঠন বিষয়ক বিশেষ বৈঠকে বুথ সভাপতি ও কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা তৈরি রাখতে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়েছেন বনশাল। বনশালের নির্দেশ পেয়ে তড়িঘড়ি বুথ সভাপতি ও কমিটি চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। আর তার ফলেই রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা প্রভাবশালী নেতাদের নির্দেশ মেনে নির্বাচিত কমিটির বদলে মনগড়া ও নিজেদের বশংবদ লোক দিয়ে নামকাওয়াস্তে কমিটি তৈরি শুরু করেছেন বুথ সভাপতিরা।

নিয়ম হল, অন্তত ৫০ সদস্য থাকলে সেই বুথের বুথ সভাপতি ১১ জনের কমিটি করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে রাজ্যের বহু জেলায় বুথস্তরে দলের যে হাল, তাতে তা সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য বিজেপির এক নেতা বলেন, 'সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই জেনেশুনেই নিয়মে কিছুটা ঢিলে দিতে হয়েছে আমাদের। নাহলে বুথ কমিটিই তৈরি হবে না। এমনিতেই সংখ্যালঘু এলাকার জন্য রাজ্যের ৪২টি সাংগঠনিক জেলার প্রায় ৮০ হাজার বুথের মধ্যে অন্তত ২৫ হাজার বুথে দলের কোনও বুথ কমিটি নেই। তার ওপর বুথপিছু ৫০ সদস্যের মাপকাঠি মানতে গেলে সাকুল্যে আরও ১২ হাজার বুথে বুথ কমিটি করা যাবে না।

এদিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনের কথা বলে এখন অন্তত অর্ধেক মণ্ডলে নির্বাচিত কমিটি করতে না পারলে মুখ পুড়বে কেন্দ্র ও রাজ্যের। সেই কারণে তড়িঘড়ি বুথ সভাপতি ও মনগড়া কমিটির তালিকা তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছে রাজ্য। সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা এক নেতার মতে, নেতৃত্বের উচিত বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে নিয়ম ঠিক করা। নাহলে কমিটি করতে গিয়ে দুধে জল দেওয়ার বদলে জলে দুধ ঢালতে হবে কর্মীদের। তার চাইতে বাস্তবটা বিচার করে এগোলে আখেরে ভালো হবে দলের।

কীভাবে পাবেন কোমল গোলাপি ঠোঁট

জেনে রাখুন ৫টি উপায়

কে না চায় একজোড়া সুন্দর ও আকর্ষণীয় ঠোঁট পেতে? কেবল একজোড়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঠোঁটই আপনার হাসিকে করে তুলতে পারে আরও আকর্ষণীয়, চেহারাকে করে তুলতে পারে মোহনীয়। আসুন, জেনে নেওয়া যাক সুন্দর গোলাপি ঠোঁট পেতে কী কী করবেন ও করবেন না।

একটি পাতলা লেবুর টুকরোর উপরে খানিকটা চিনি ছিটিয়ে প্রতিদিন ঠোঁটে ঘষুন। চিনি ঠোঁটের মরা চামড়াগুলোকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে।

যা করতে পারেন

১. একটি পাতলা লেবুর টুকরোর উপরে খানিকটা চিনি ছিটিয়ে প্রতিদিন ঠোঁটে ঘষুন। চিনি ঠোঁটের মরা চামড়াগুলোকে পরিষ্কার করতে এবং লেবু সূর্যের আলোয় কালো হয়ে যাওয়া ঠোঁটের চামড়াকে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

২. মধুর সঙ্গে চিনি এবং কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল মিশিয়ে মিনিট দশেক ঠোঁটে ঘষুন।

৩. ঠোঁটকে উজ্জ্বল করতে ল্যাক্টিক অ্যাসিড খুব উপকারী। নিয়মিত দুধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দুধ তুলোয় করে ঠোঁটে ঘষে নিন। শুকনো চামড়াকে তুলে ফেলার মাধ্যমে দুধ ঠোঁটের কালো হওয়াকেও প্রতিরোধ করে।

৪. গোলাপের পাপড়িও ঠোঁটের গোলাপি ভাব আনতে সাহায্য করে। এজন্য গোলাপের পাপড়ি দুধের মধ্যে রেখে তাতে মধু ও গ্লিসারিন মিশিয়ে নিন। প্রলেপটি মিনিট পনেরো ঠোঁটে মাখুন। এরপর দুধ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিন। প্রতিদিন প্রলেপটির ব্যবহার আপনার ঠোঁটকে করে তুলবে আকর্ষণীয়।

৫. লেবুর মধ্যে থাকা অ্যাসিড ঠোঁটের শুকনো চামড়াকে তুলে ফেলতে সাহায্য করে। তবে লেবুর রসের সঙ্গে খানিকটা চিনি ও মধু মিশিয়ে ঘরে বসেই নিতে পারেন ঠোঁটের পুরোপুরি যত্ন। প্রলেপটি মাখার ঘণ্টাখানেক পর ধুয়ে নিন।

সুখী হতে চান?

প্রত্যাশাগুলোকে মেপে চলুন। জীবনের অন্তহীন পথ সুখের হবেই।

১. কে পড়বে মনের কথা?
আমাদের চাওয়ার শেষ নেই। চাই যতটা, পাই নিতান্ত কম। আমরা বেশিরভাগই মনে মনে ভাবি, মানুষ আমাদের মনের কথা না বলতেই বুঝতে পারবে। কিন্তু সত্যিটা হল, কেউ অন্যের মন পড়তে পারে না। অন্যরা আপনার মনের কথা জানবে, এই আশা আপনাকে কেবল হতাশ করবে। আপনার যা প্রয়োজন তা বলুন। সাহায্য, মনোযোগ অথবা সহানুভূতি যাই হোক না কেন, আপনি কী চান সে সম্পর্কে অন্যকে স্পষ্ট জানান।

২. নিখুঁত হওয়ার আশা?
হয়তো আপনি চাইছেন, আপনার মতো অন্যদেরও নিখুঁত হতে হবে! এমনটা যদি ভেবে থাকেন, তাহলে হতাশার দিকে আপনি পা বাড়াচ্ছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু ত্রুটি রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই ভুল করে থাকি। এটা খুব সাধারণ বিষয়। আপনার চারপাশে সকলে আদর্শ মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াবেন, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। বরং মানুষের বৈচিত্র্য এবং অসম্পূর্ণতাগুলোকে মেনে নিন। দেখতে পাবেন, আপনার মতে এইসব ‘ত্রুটিপূর্ণ’ মানুষগুলিই তাঁদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনন্য হয়ে উঠেছেন।

৩. সবাই সবসময় হাত বাড়াবে?
দ্রুতগতির পৃথিবী। কেউ আপনার জন্য ২৪ ঘণ্টা হাত বাড়িয়ে থাকবেন, এমনটা ভাববেন না। প্রত্যেকেই তাঁদের দায়িত্ব, কাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিগত সময় নিয়ে ব্যস্ত। ভাববেন না, সারাক্ষণ কেউ আপনার জন্য ফ্রি থাকবেন। এতে, সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হবে। বরং ভাবুন, আপনার যেমন সময়ের মূল্য আছে, তেমনি অন্যেরও সময়ের মূল্য আছে। অন্যকে তাঁর প্রয়োজনীয় ‘স্পেস’ দিন। এতে উভয়েই লাভবান হবেন।

৪. বুঝতে পারবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি?
প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা। বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী একেকজনের একেক রকম। অন্যরা সবসময় আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত হবে, এমনটা আশা করা ঠিক নয়। এর বদলে বিপরীতে থাকা মানুষটির মতামতকে গুরুত্ব দিন। মতবিরোধ নয়, মত বিনিময় করুন। বুঝতে চেষ্টা করুন, এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা, প্রতিটি মানুষই পৃথক। প্রত্যেকের মতকেই গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে আর নিজের প্রতি রাগ আসবে না, খুশি মনে অন্যের সঙ্গে মতের আদানপ্রদান করতে পারবেন।

৫. অন্যরা খুশি করবে?
আমরা অধিকাংশই ভাবি, এই পৃথিবীতে আমাকে কেউ বুঝল না, চিনল না! কখনও ভাবি না, আমি নিজে কি অন্য কাউকে চিনতে চেষ্টা করেছি? আমরা প্রায়ই নিজের সুখের জন্য আমাদের বন্ধুবান্ধব, পরিবার, আপনজনদের ওপর নির্ভর করি। সত্যিটা হল, সুখ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। সুখের জন্য অন্যদের ওপর নির্ভর করলে অতৃপ্তি বাড়ে।

মুড়ি খেলে ওজন কমবে

মুড়ি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

ওজন কমাতে: যারা ওজনের ব্যাপারে সচেতন, তাদের জন্য মুড়ি একটি ভালো খাবার হতে পারে। কারণ, মুড়ি কম ক্যালরি এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার। ১৫ গ্রাম মুড়িতে মাত্র ৫৪ ক্যালরি আছে। শুধু তা-ই নয়, প্রচুর ফাইবার থাকার কারণে মুড়ি খেলে অনেক সময় পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। মুড়িতে ভিটামিন বি, ম্যাগনেশিয়াম ও জিংক আছে।

গ্যাসের সমস্যায়: বিভিন্ন খাবার খাওয়ার কারণে অনেক সময় বুক জ্বালাপোড়া সহ গ্যাসের সমস্যা হয়। বিশেষ করে মুড়ি জলে ভিজিয়ে খেলে গ্যাসের সমস্যার দ্রুত কমে।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে: মুড়িতে প্রচুর ফাইবার আছে। সুতরাং যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তাদের জন্য মুড়ি খুব উপকারী।

হাড় শক্ত করে: মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ ‘ভিটামিন ডি’ রয়েছে, যা হাড় শক্ত করতে খুবই প্রয়োজনীয়।

ত্বকের যত্নে: বয়সের ছাপ নিয়ে কমবেশি সবাই চিন্তিত। এ ক্ষেত্রে একটি উত্তম সমাধান হতে পারে মুড়ি। কারণ, মুড়িতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যার প্রভাবে আল্ট্রাভায়োলেটের কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা সহজেই রোধ করা যায়।

ডায়াবেটিসের রোগী: অনেক ডায়াবেটিসের রোগীর কাছে সকালের খাবার হিসেবে মুড়ি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না মুড়িতে ভালো পরিমাণ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে। মুড়ির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি ও মুড়ি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে প্রচুর ফাইবার থাকায় ও ক্যালরি কম থাকায় মুড়ি সকালে অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে। ব্রাউন মুড়ি বা লাল চালের মুড়ি অপেক্ষাকৃত ভালো।

কিডনিজনিত সমস্যা: ডায়াবেটিসের রোগীদের মতো যারা দীর্ঘদিন কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত, তাদের মুড়ি কম খাওয়াই ভালো। কারণ, মুড়িতে প্রচুর সোডিয়াম আছে, যা কিডনি রোগীদের জন্য ভালো নয়।

শীতে চুমুক

বানিয়ে ফেলুন ঘরেই। নামীদামি রেস্তোরাঁয় হরহামেশা আমরা সুপ খেয়ে থাকি। কিন্তু সে তো অনেক খরচের। তবে জানেন কি, খুব সহজেই এসব সুপ অল্প কিছু উপকরণে ঘরেই তৈরি করতে পারি।

থাই সুপ

যা যা লাগবে

ডিমের কুসুম ২টি, চিকেন জুলিয়ান কাট ২ টেবিল চামচ, চিংড়ি ৫টি, মাশরুম স্লাইস ১ টেবিল চামচ, রসুন চপ কুচি ১ চামচ, অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ, চিলি সস ২ টেবিল চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, ওয়েস্টার সস ১ চামচ, সয়াসস ২ চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো ১/৪ চামচ, লেমন গ্রাস ২টি, থাই লেমন লিফ ৪টি, জল পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১ চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

সকল উপকরণ একসঙ্গে একটা পাত্রে নিয়ে ভালো করে মিক্স করে হাই ফ্লেমে রান্না করুন থিক হওয়া পর্যন্ত। অন্য একটি পাত্রে অলিভ অয়েল ও রসুন দিয়ে সুপ ফোড়ন দিয়ে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

বেবি অয়েল? এই শীতে আপনার জন্যও জরুরি

সাধারণত বাচ্চাদের শরীর ম্যাসাজ করার জন্য বেবি অয়েল ব্যবহার করা হয়। স্বাভাবিকভাবে তাই প্রায় সবার মধ্যে একটা ধারণা রয়েছে, বেবি অযেল শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই। কিন্তু না, বড়দের ক্ষেত্রেও ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে বেবি অয়েল।

শুধু ত্বকের জন্য নয়, প্রতিদিনের আরও অনেক কাজে ব্যবহার করতে পারেন বেবি অয়েল। কোন কাজে?

ক. রান্নাঘরের সিঙ্ক ঝকঝকে রাখতে বেবি অযেল লাগিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। তারপর ঘষে পরিষ্কার করে নিন। জলের দাগ যেমন উঠে যাবে, তেমনই জীবাণুও মরে যাবে।

খ. হাতে আঠা লেগে গেছে বা কোনও কিছুতে চ্যাটচ্যাট করছে? বেবি অয়েল লাগিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

গ. প্রতিদিন ব্যবহার করতে করতে বাথরুমের স্টিলের কলে জলের দাগ-ছোপ পড়ে যায়। অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করলে ঝকঝকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। বেবি অযেল দিয়ে পরিষ্কার করলে আবার নতুনের মতো ঝকঝকে হয়ে যাবে।

ঘ. স্টিলের বাসনের চকচকে ভাব, ব্যবহার করতে করতে নষ্ট হয়ে যায়। বেবি অয়েল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করলে আবার আগের মতো ঝকঝকে হয়ে যাবে।

ঙ. মেকআপ রিমুভার শেষ হয়ে গেছে? তুলোয় বেবি অয়েল লাগিয়ে নিন। মেকআপ তোলাও সহজ হবে, ত্বকও ভালো থাকবে।

দীর্ঘস্থায়ী যৌবন ধরে রাখতে মোচা

গুণাগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম মোচায় রয়েছে ভিটামিন ‘এ’, ভিটামিন বি সিক্স, ভিটামিন ‘সি’ ৪২০ মিগ্রা, ভিটামিন ই, প্রোটিন ১.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩২ মিগ্রা, ফসফরাস ৪২ মিগ্রা, লৌহ ১.৬ মিগ্রা, ফ্যাট ০.৭ গ্রাম, পটাশিয়াম ১৮৫ মিগ্রা, কার্বোহাইড্রেট ৫.১ গ্রাম, রিবোফ্লেবিন .০২মিগ্রা, আঁশ ১.৩ গ্রাম, থায়ামিন .০৫ মিগ্রা। প্রচুর আয়রন ও শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কলার মোচা সুস্বাস্থ্যের সবজি হিসেবে যেমন উপকারী একইসঙ্গে এর ভর্তা মুখরোচক একটি খাবারও। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই কলার মোচা জনপ্রিয় একটি খাবার। আবার এটি যেমন উপকারী আবার কিনতেও পাওয়া যায় সুলভ মূল্যে।

কী কী উপকার?

কলার ফুল রজঃকালীন ব্যথা কমায়। এটি প্রোজেস্টেরন উৎপাদন বৃদ্ধি করে রক্তাল্পতা কমায়।

ওভারিয়ান সিনড্রোম

পেটের বিভিন্ন সমস্যা যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে ফোলাভাব বিশেষ করে ‘পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম’ (পিসিওএস) নিয়ন্ত্রণে রাখে।

মন ভালো রাখতে

মোচাতে আছে ম্যাগনেশিয়াম, যা উদ্বেগ ও হতাশা কমায়। মন-মেজাজ ভালো রাখে।

ডায়াবিটিস

মোচার ফেনলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

হজমে ও কোষ্ঠকাঠিন্যে

মোচার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আঁশ পাওয়া যায়, এটি হজম শক্তি বাড়ায়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ কমায় মোচা

মোচায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উন্মুক্ত ‘রেডিকেলস’-এর বিরুদ্ধে কাজ করে। জারণ ক্ষয় প্রতিহত করে এবং হৃদরোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

ডায়াবিটিসেও উপকার

ডায়াবেটিসের সঙ্গে খাবারের পরীক্ষায় বাদ যায়নি মোচাও। এতে আছে ফেনলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য ‘বায়োঅ্যাক্টিভ’, যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

ক্যানসার, হৃদরোগ প্রতিরোধ

মোচায় থাকা ফেনোলিক অ্যাসিড, ট্যানিন, ফ্লেভানয়েড ও নানা ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের ফ্রি-রাডিকেল ধ্বংস করে। এতে ক্যানসার প্রতিরোধের পাশাপাশি হৃৎপিণ্ডও ভালো থাকে।

ত্বকের জন্য

মোচা অকালে বৃদ্ধ হওয়া ও বয়সের ছাপপড়ার বিষয়টিকে মন্থর করে। এছাড়া ত্বকের গঠন উন্নত করে, বলিরেখা কমায়।

মূল অভিযুক্তের খোঁজে হন্যে পুলিশ

৫ ঘণ্টা অস্ত্রোপচারে বিপন্মুক্ত সইফ

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : অস্ত্রোপচারের পর ভালো আছেন অভিনেতা সইফ আলি খান। শুক্রবার তাঁকে আইসিইউ থেকে লীলাবতী হাসপাতালের একটি বিশেষ কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিন হাসপাতালের বিবৃতিতে তাঁকে 'বিপন্মুক্ত' বলে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে সইফের বান্দ্রার বাড়িতে হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে এখনও ধরা দূরে থাক, শনাক্ত পর্যন্ত করতে পারেনি মুম্বই পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ মিলিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হলেও মূল অভিযুক্তকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারেননি তদন্তকারীরা। হামলাকারীর খোঁজে শুক্রবার দিনভর বহু জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশের ৩৫টি দল।

অভিনেতা রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছোনোর সময় সঙ্গে ছিলেন বড় ছেলে ইব্রাহিম নন, মেজো ছেলে তৈমুর। চিকিৎসকরা জানান, হাতল থেকে ছুরিটি ভেঙে যায়। তার ফলে আড়াই ইঞ্চির ধারালো ছুরির ডগা আটকেছিল অভিনেতার শিরদাঁড়ায়। বেরিয়ে আসছিল সেরিব্রোস্পাইনাল তরল। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করা হয় ছুরির সেই ভাঙা অংশ।

লীলাবতী হাসপাতালের তরফে অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট নিশা গান্ধি জানান, শিরদাঁড়ার আঘাত খুবই গভীর ছিল। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন সইফ। 'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম' (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র) থেকে ২ মিলিমিটার দূরে ছুরিকাঘাত করেছিল দুষ্কৃতী। সেই আঘাত নিয়েই হাসপাতালে আসেন তিনি। গুরুতর আঘাত ও রক্তপাত সত্ত্বেও বাঘের মতো হেঁটে হাসপাতালে ঢোকেন সইফ। আপাতত এক সপ্তাহ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধান ছাড়া হাঁটাচলা করতে পারবেন না তিনি। তবে উদ্বেগের কিছু নেই। তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে।

সইফের শরীর থেকে ভাঙা ছুরির ২.৫ ইঞ্চি দীর্ঘ টুকরো বের করতে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের শীর্ষকর্তা নীরজ উত্তমানি বলেন, 'অস্ত্রোপচার ভোর ৫টায় শুরু হয়ে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শেষ হয়। ছয়টি ক্ষতের মধ্যে দুটি গভীর, দুটি মাঝারি এবং দুটি সামান্য ক্ষত ছিল। তাঁর শরীরে ২০টি সেলাই পড়েছে।'

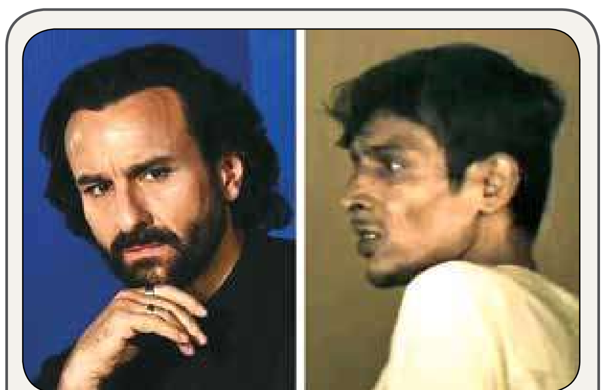

একনজরে

- পাঁচ ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের পর সইফকে আইসিইউ থেকে বিশেষ কক্ষে স্থানান্তরিত
- দেহে ছয়টি ছুরির আঘাত। ২.৫ ইঞ্চি দীর্ঘ ছুরির অংশ বিঁধেছিল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের থেকে মাত্র ২ মিলিমিটার দূরে
- ছয়টি ক্ষতের মধ্যে দুটি গভীর, দুটি মাঝারি এবং দুটি সামান্য। ক্ষত সারাতে শরীরে ২০টি সেলাই
- ২-৩ দিনের মধ্যে সইফকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে

তদন্তের তথ্য

- মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা
- হামলাকারীকে ধরতে তল্লাশি পুলিশের ৩৫টি দলের
- প্রথম ফুটেজ রাত ১.৩৭ মিনিটে। লাল কাপড়ে মুখ ঢাকা, টি-শার্ট ও জিন্স পরা এক ব্যক্তিকে দেখা যায় বাড়িতে ঢুকতে। দ্বিতীয় ফুটেজে রাত ২.৩৩ মিনিটে সেই ব্যক্তিকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে দেখা যায়
- বান্দ্রার রেলস্টেশন থেকে ধৃত সন্দেহভাজন তরুণ হামলার সঙ্গে যুক্ত নন, বিবৃতি পুলিশের

তিনি আরও বলেন, 'তিনি পুরোপুরি বিপন্মুক্ত এবং বেশ উৎফুল্ল। আশা করছি, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হবে।'

সইফের শরীর থেকে বের করে আনা ছুরি মুম্বই পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ছুরির বাকি অংশ (হাতল)-এর খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবারই সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল সন্দেহভাজন এক তরুণের ছবি। একজনকে গ্রেপ্তার করে বান্দ্রা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশ জানিয়ে দেয়, 'ধৃত ব্যক্তি সইফের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত নন। সইফ আলি খান হামলা মামলায় এখনও পর্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।'

শুক্রবার সইফ কাণ্ডে নতুন একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। প্রথম ফুটেজে রাত ১টা ৩৭ মিনিট। এক ব্যক্তি টি-শার্ট ও জিন্স পরা অবস্থায় একটি ব্যাগ নিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। অন্য একটি সিসিটিভি ফুটেজে রাত ২টো ৩৩ মিনিটে সেই ব্যক্তিকে আগুন নেভানোর সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে দেখা যায়।

অন্যদিকে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সইফের বাড়িতে হামলাকারী ১৪ জানুয়ারি আর এক অভিনেতা শাহরুখ খানের বাড়ি 'মন্নত'-এও নজরদারি চালিয়েছিল। কিন্তু ফেন্সিং টপকে ভিতরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে আলাদা করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

'রক্তে ভেজা সাদা কুর্তা, অটোয় উঠলেন সইফ'

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : মার্সিডিজ, ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার, অডি... কী ছিল না পার্কিং লটে? তা সত্ত্বেও গুরুতর আহত অবস্থায় বুধবার গভীর রাতে সইফ আলি খানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি অটোয় চাপিয়ে!

ওইদিন রাত আড়াইটে নাগাদ বান্দ্রায় নিজের বাড়িতেই আক্রান্ত হন অভিনেতা। পরপর ছুরির কোপ মারা হয়েছিল তাঁকে। গ্যারাজে দামি গাড়ি থাকলেও সেগুলি সইফ ছাড়া পরিবারের আর কেউই জানেন না চালাতে। ছিলেন না চালকরাও। এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি এক চেনা অটোচালককে ডাকা হয়। তাঁর অটোতে চাপিয়েই রক্তাপ্লুত অভিনেতাকে নিয়ে যাওয়া হয় দু'কিমি দূরের লীলাবতী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে।

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অটোর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সইফের স্ত্রী করিনা। কথা বলছেন বাড়ির পরিচারকদের সঙ্গে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় সইফকে নামানো হয় নীচে। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছোন সইফ।

সেই রাতে সইফকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে অটোচালক, সেই ভজন সিং রানা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন সাংবাদিকদের। গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় অভিনেতা কীভাবে তাঁর অটোতে উঠেছিলেন এবং কীভাবে তিনি তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেন, তারই বর্ণনা দিয়েছেন চালক।

ভজন বলেন, 'সইফ নিজে হেঁটে এসে অটোতে উঠলেন। তাঁর গায়ের সাদা কুর্তাটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গিয়েছিল। শরীরের অনেক জায়গায় ক্ষত ছিল। তাঁর সঙ্গে একটি বাচ্চাও উঠেছিল অটোয়। আমি তখনও বুঝতে পারিনি হামলায় গুরুতর আহত সইফ। বস্তুত আমি চিনতেই পারিনি তাঁকে।'

রানা আরও জানান, 'আমি বাড়ির পাশ দিয়ে স্ট্যান্ডে যাচ্ছিলাম। আচমকা এক মহিলার আর্ত ডাকে সচকিত হই। ওই মহিলা চিৎকার করে বলছিলেন, 'অটো, অটো'। আমি গাড়ি থামাই এবং গেটের কাছে যাই। সেখানেই সইফ অটোতে ওঠেন। আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা হাসপাতালে পৌঁছোই।'

ইমরানের মতো তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিরও জেল হল। ৭ বছরের।

১৪ বছরের জেল ইমরানের

ইসলামাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : দ্বি-শতাধিক মামলা ঝুলছে ইমরান খানের মাথার ওপর। তোষাখানা মামলায় এক বছরেরও ওপর তিনি কারাগারে। এবার ১৯০ মিলিয়ন পাউন্ডের অল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় সস্ত্রীক দোষী প্রমাণিত হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি।

শুক্রবার আদালত ইমরানের ১৪ বছর ও বুশরা বিবির সাত বছরের কারাবাস ঘোষণা করেছে। কারাদণ্ডের সঙ্গে খান সাহেবের ১০ লক্ষ ও তাঁর স্ত্রীর জন্য ৫০ হাজার রুপি জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। তাঁরা সেই অর্থ দিতে না পারলে ইমরানকে অতিরিক্ত ছ'মাস ও বুশরাকে আরও তিন মাস কারাগারে থাকতে হবে। এদিন গ্রেপ্তার হয়েছেন বুশরা বিবি।

অল-কাদির ট্রাস্ট অল-কাদির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। ইমরান ও তাঁর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়েছেন। আদালত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, আদিলা জেলের মধ্যে অস্থায়ী কারাগার তৈরি করে এদিন বিচারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিচারক ছিলেন নাসির জাভেদ রানা। রায় ঘোষণার পর খান সাহেব বলেছেন, 'আজকের রায় বিচার বিভাগের সুনামকে কলঙ্কিত করল। এতে আমার কোনও লাভ হয়নি। সরকারেরও কোনও ক্ষতি হয়নি। আমি স্বস্তি চাই না। সব মামলার মুখোমুখি হব।'

পাকিস্তানের দুর্নীতি দমন সংস্থা২০২৩ সালের ডিসেম্বরেতে মামলাটি রুজু করে। ইমরান ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আরও ছ'জন এই মামলায় জড়িত।

৩১ জানুয়ারি থেকে বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ১৮ তম লোকসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হবে শুক্রবার ৩১ জানুয়ারি থেকে। লোকসভার সচিবালয় মারফত একথা জানানো হয়েছে।

সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব ৩১ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন টানা অষ্টমবারের জন্য বাজেট পেশ করবেন। সংসদ অধিবেশনের সময় ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার অর্থমন্ত্রী সাধারণ বাজেট উপস্থাপন করবেন। প্রথা অনুযায়ী, ৩১ জানুয়ারি সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভাষণ দিয়ে অধিবেশনের সূচনা করবেন।

সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনের পর অর্থনৈতিক সমীক্ষা উপস্থাপন করা হবে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এর সম্ভাব্য সময়কাল ১০ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত হতে পারে। অধিবেশনের প্রথম পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর দুই কক্ষে আলোচনা হবে। সংসদের দুই কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর জবাবের মাধ্যমে আলোচনা শেষ হবে।

দানখয়রাতিতে আস্থা পদ্মেরও

দিল্লিতে বিজেপির ভরসা মমতা মডেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : তাঁর দল দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করছে না ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনসেবা'র মডেলকে সামনে রেখে দিল্লি দখলের ছক কষছে ক্ষমতাসীন আপ, বিরোধী বিজেপি এবং কংগ্রেস। শুক্রবার বিজেপির তরফে নির্বাচনি ইস্তাহার জারি করা হয়। তাতে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পদ্মশিবির দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্তত দুটি যোজনায় মমতা-মডেলের ছাপ স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় বিজেপি দিল্লির গরিব মহিলাদের জন্য প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা করে দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের ২১ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা ও ৬ পুষ্টিকর কিট দেওয়ার কথাও বলেছে বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূলনেত্রীর 'মা ক্যান্টিন'-এর আদলে দিল্লির বস্তি এবং ক্লাস্টারগুলিতে 'অটল ক্যান্টিন' স্থাপন করার কথা বলেছে সংকল্পপত্রে। মা ক্যান্টিনের মতো অটল ক্যান্টিনেও ৫ টাকায় পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যাবে। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা জিতে ফের ক্ষমতায় এলে দিল্লির মহিলাদের ২১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। কংগ্রেসও প্যায়ারি দিদি যোজনায় দিল্লির মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এবার পদ্মশিবিরও একই পথে হাঁটল।

এদিন বিজেপির সংকল্পপত্রটির ঘোষণা করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ভোট বৈতরণি পার হতে আপ-কংগ্রেসের মতো বিজেপিও দিল্লির মহিলা, তরুণ, প্রবীণ ভোটারদের মন পাওয়ার জোরালো চেষ্টা করেছে। সংকল্পপত্রে বলা হয়েছে, প্রত্যেক গরিব পরিবারের মহিলাকে ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাসের পাশাপাশি হোলি ও দীপাবলিতে একটি করে সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। দিল্লিতে আয়ুষ্মান যোজনা কার্যকর করা নিয়ে আপের সঙ্গে বিরোধ হলেও বিজেপি ঘোষণা করেছে, তারা ক্ষমতায় এলে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই এই প্রকল্প কার্যকর করা হবে। সমস্ত প্রবীণ নাগরিককে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি ওপিডিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা দেওয়া হবে। প্রবীণদের জন্য মাসিক পেনশনের পরিমাণ ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিগুলিকে কটাক্ষ করে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা দলের সংকল্প পত্র জারি করেছেন। একাধিক রেউরি বিতরণ করেছেন। আমার প্রশ্ন হল, উনি কি এই রেউরিগুলি বিতরণের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুমতি নিয়েছিলেন? প্রধানমন্ত্রী অন্তত ১০০ বার বলেছেন, আমি বিনামূল্যে রেউরি বিতরণ করি। সেটা দেশের জন্য ভালো নয়। এবার বিজেপির ইস্তাহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচিত কৈফিয়ত দেওয়া।'

প্রতিশ্রুতির বন্যা

- গরিব মহিলাদের মাসিক ২৫০০ টাকা
- গর্ভবতীদের ২১ হাজার টাকা, ৬টি পোষণ কিট
- গরিব পরিবারকে ৫০০ টাকায় রান্নার সিলিন্ডার
- হোলি ও দীপাবলিতে বিনামূল্যে সিলিন্ডার
- ৫ টাকায় পুষ্টিকর খাদ্য
- আয়ুষ্মান যোজনা কার্যকর করা হবে
- প্রবীণদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা, ২৫০০ টাকা পেনশন
- সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ, বিধবা, অসহায় মহিলাদের পেনশন বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা

এইমসের বাইরে অপেক্ষমাণ রোগীর পরিজনদের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লিতে।

রক্তাক্ত জাল্লিকাট্টু নিহত ৭

চেন্নাই, ১৭ জানুয়ারি : ফের জাল্লিকাট্টু অনুষ্ঠানে রক্ত ঝরল। বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর বিভিন্ন এলাকায় ষাঁড়-মানুষের প্রথাগত লড়াইয়ের অনুষ্ঠানে অন্তত ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৪০০ জন। এর আগে জাল্লিকাট্টু নিয়ে মামলা দায়ের হলেও এই পরম্পরাকে বৈধ বলে আখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অতীতেও জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণগিরি জেলার বাস্তালাপট্টিতে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির। অপরদিকে সালেম জেলার সেন্থারাপট্টিতে জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয় ৪৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তির। পুডুকোট্টাই, কারুর এবং ত্রিচি জেলায় জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে ১৫৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে একাধিক জাল্লিকাট্টু উদ্বোধন করেছেন সেরাজ্যের মন্ত্রীরা। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সেরা ষাঁড়ের মালিক একটি গাড়ি পেয়েছেন পুরস্কার হিসেবে।

যুদ্ধের হুঁশিয়ারি জামাত শীর্ষনেতার

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি : পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাংলাদেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভারত বিরোধী যুদ্ধ জিগির। তারই মধ্যে পদ্মাপাড়ে সংবিধান সংশোধন এবং নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে খুব একটা মিল নেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র। তারা আগে সাধারণ নির্বাচনের ডাক দিয়েছে। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বাংলাদেশ জামাত-ই-ইসলামির আমির ডা. শফিকুর রহমান দেশ গড়ার স্বার্থে ফের যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে জামাতের একটি কর্মীসভায় তিনি বলেন, 'স্বৈরাচার পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার দোসররা রয়েছে। গাছ কাটা পড়েছে। কিন্তু আগাছা রয়ে গিয়েছে। প্রস্তুত থাকুন, প্রয়োজনে দেশটাকে গড়ে তোলার স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে আবারও যুদ্ধ করতে হবে।'

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে জামাতের ভূমিকা নিয়ে তাদের প্রাক্তন শরিক বিএনপি সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছিল। বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিএনপি ও জামাতের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এই অবস্থায় শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচারী নেত্রী বলে আখ্যা দিলেও তাঁর দোসর বলতে জামাত নেতা কাদের বোঝাতে চেয়েছেন তা নিয়ে মতান্তর দেখা গিয়েছে। শফিকুর রহমান বলেন, 'এদেশের মানুষ বোকা নয়। এখন আর রাতারাতি কিছু করা যাবে না। ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। এসবের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। আমরা এমন এক সমাজ চাই যা হবে দুর্নীতিমুক্ত।' তাঁর কথায়, 'কেউ যদি মনে করেন, কালো টাকা আর পেশি শক্তি দিয়ে কিছু করবেন তার দিন শেষ। জনগণ এই সুযোগ আর কাউকে দেবে না।'

এদিকে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে একটি জনমত সমীক্ষায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্দলীয় ব্যক্তির পাল্লা ভারী বলে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিবিএস ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই সমীক্ষাটি চালায়। তাতে ৬৮ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, নির্দলীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে দেখতে চান। সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করানোর পক্ষে মত দিয়েছেন প্রায় ৮৩ শতাংশ মানুষ। ১৩ শতাংশ মানুষ চান সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হোক। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন করানোকে সমর্থন জানিয়েছেন ৬৫ শতাংশ মানুষ।

যুদ্ধবিরতির আগেও হামলা ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ১৭ জানুয়ারি : ইজরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রীসভা গাজা নিয়ে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে অনুমতি দিল। এদিন গভীর রাতে ইজরায়েলের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা চুক্তিটি বিবেচনা করার ব্যাপারে বৈঠক করবে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, সমঝোতা চুক্তির রাজনৈতিক, নিরাপত্তাজনিত ও মানবতার দিক খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা তাতে অনুমতি দেবে। এদিকে যুদ্ধবিরতির চুক্তির মাঝে হামলা জারি রাখল ইজরায়েল। ইজরায়েলি হামলায় গাজায় প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক।

বুধবার আমেরিকা, কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় হামাস ও ইজরায়েলের মঝোতা চুক্তির সিদ্ধান্তে আসে উভয়পক্ষ। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রীসভায় তা অনুমোদিত হয়নি।

হত শতাধিক

ইজরায়েলি হামলায় নিহতদের শেষকৃত্যে মানুষের ঢল। দক্ষিণ গাজায়।

এদিকে ১৫ জানুয়ারি বিবদমান উভয়পক্ষ যুদ্ধবিরতি সম্মতিতে রাজি হলেও গত কয়েকদিন লড়াই অব্যাহত রেখেছে ইজরায়েল। গাজায় আক্রমণ হেনেছে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। শুক্রবার সকালে দক্ষিণ গাজার একাধিক শরণার্থী শিবিরে আক্রমণ চালিয়েছে আইডিএফ। তাতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্ততপক্ষে ১০৩ জন প্যালেস্তিনীয়। আহত হয়েছেন ২৬৪-রও বেশি মানুষ। গাজার অসামরিক প্রতিরক্ষা পরিষেবার মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে ৩১ জন মহিলা ও ২৭টি শিশু। প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের গাজা ভূখণ্ড নিয়ে যুদ্ধবিরতি রবিবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যকর হওয়ার আগেও লড়াই দেখে বিষয়টির কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

চাপ দিয়ে চালু করা যাবে না আয়ুষ্মান

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করতে কেন্দ্রের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করতে হবে দিল্লির আপ সরকারকে। দিল্লি হাইকোর্টের এই নির্দেশের ওপর শুক্রবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ জানিয়েছে, প্রকল্পটি লাগু করতে কোনও রাজ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে না কেন্দ্র। ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। তার আগে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ আম আদমি পার্টিকে (আপ) স্বস্তি দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কেন্দ্র-রাজ্য মউ-এর নির্দেশে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

দিল্লি সরকারের দাবি, রাজ্যের উদ্যোগে দিল্লিতে আরোগ্য কোষ নামে একটি প্রকল্প চালু রয়েছে। এটি কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের চেয়ে ভালো। আয়ুষ্মান ভারতে তুলনায় অনেক কম লোক উপকৃত হবেন। তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে দিল্লি আরোগ্য কোষ প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী রাজ্য। অতিশী সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, দিল্লি হাইকোর্ট সরকারের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে না। সিংভির প্রশ্ন, 'হাইকোর্ট কীভাবে আমাদের (দিল্লি সরকারকে) নীতিগত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করতে বাধ্য করতে পারে?'

কেন্দ্রের তরফে পালটা জানানো হয়, দেশের ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি চালু রয়েছে। একমাত্র দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পটি চালু হয়নি। রাজ্যবাসীর স্বার্থে দিল্লিতে প্রকল্পটি চালু করা প্রয়োজন। দু-পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর শেষপর্যন্ত দিল্লি সরকারের যুক্তি মেনে হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

আত্মঘাতী নিট পড়ুয়া

জয়পুর, ১৭ জানুয়ারি : নতুন বছরের এখনও একমাস পেরোয়নি। এর মধ্যেই তিনটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল রাজস্থানের কোচিং শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র কোটায়। বৃহস্পতিবার রাতে কোটার বিজ্ঞাননগরের আম্বেদকর কলোনির ছাত্রাবাসে এক নিট পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, বছর ১৮-র অভিজিৎ গিরির ঝুলন্ত দেহ ছাত্রাবাসে তাঁর ঘর থেকেই উদ্ধার হয়েছে।

রুশ সেনায় গিয়ে মৃত ১২ ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রুশ সেনা। দু-বছর ধরে চলা যুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানির ধাক্কা সামাল দিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সেনায় নিয়োগ করেছে রাশিয়া। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বহু ভারতীয়। রুশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের বড় অংশকে ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি সেখানে কেরলের বাসিন্দা এক রুশ সেনার মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। তারপরই সেদেশের সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয়দের ফেরত পাঠাতে ভ্লাদিমির পুতিন সরকারের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে সাউথ ব্লক।

পরিসংখ্যান পেশ বিদেশমন্ত্রকের

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এ পর্যন্ত ১২৬টি ঘটনা (রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে ভারতীয় নাগরিকদের যোগদান) ঘটেছে। এই ১২৬টি মামলার মধ্যে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী থেকে অব্যাহতি পেয়ে ৯৬ জন ভারতে ফিরে এসেছেন। ১৮ জন ভারতীয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে রয়ে গিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ১৬ জনের অবস্থান জানা যায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'রাশিয়া ১৬ জন ভারতীয় নাগরিককে নিখোঁজ হিসেবে নথিভুক্ত করেছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হয়ে লড়াই করতে গিয়ে কমপক্ষে ১২ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন।'

এ যেন শরৎকাল। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে।

চায়ের মান যাচাইয়ে এআই

নেপালের সমস্যা ঠেকাতে টিবিআইটিএ

রণজিৎ ঘোষ

ব্যাংডুবি (বাগডোগরা), ১৭ জানুয়ারি : বিশ্ব বাজারে দার্জিলিং চায়ের কদর কমার মূলেই নেপালের নিম্নমানের চা। পাশাপাশি, প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে উৎপাদনে ঘাটতি। আর্থিক মন্দা চা শিল্পে। এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সরকারি সাহায্য এবং চায়ের গুণগতমানে জোর দিচ্ছেন চা শিল্পপতিরা। শুক্রবার তরাই ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (টিবিআইটিএ)-এর বার্ষিক সভায় ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ)-এর অতিরিক্ত ভাইস চেয়ারম্যান অতুল রাস্তোগি এ কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, 'গত বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে চায়ের উৎপাদন অনেকটাই কমেছে। আশা করছি আগামী মরশুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকবে এবং ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে।' আইটিএ দার্জিলিং চায়ের উন্নয়নে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। গত ১৪ জানুয়ারি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিন ব্যাংডুবিস্থিত টিবিআইটিএ'র কার্যালয়ে সংগঠনের ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। সেখানে শতাধিক চা শিল্পপতি, সংগঠনের নেতৃত্ব অংশ নেন। এখানে আইটিএ'র মহাসচিব অরিজিৎ রাহা বলেন, 'নেপালের চা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগে আছি। সেখানকার নিম্নমানের চা দার্জিলিং চা নাম দিয়ে প্যাকেট করে বিক্রি করা হচ্ছে। মোকাবিলায় টি বোর্ড, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে একাধিকবার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি। রাজ্য সরকার ভারত-নেপাল সীমান্ত পানিট্যাঙ্কি এবং পশুপতিতে নেপালের চা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি করছে, এটা ভালো দিক। অসমেও এমন একটি ল্যাবরেটরি তৈরি হচ্ছে। আমরা আশাবাদী যে, দ্রুত এর সুফল মিলবে।' গত মরশুমে উত্তরবঙ্গ এবং অসমে চায়ের উৎপাদন মারাত্মকভাবে মার খেয়েছে বলে দাবি করেন রাস্তোগি। তাঁর বক্তব্য, 'গত বছর তরাই, ডুয়ার্সে চায়ের উৎপাদন ৬৫ মিলিয়ন কেজি কম হয়েছে। অসমে ৪০ মিলিয়ন কেজি কমেছে। তবে, গত বছর বিশ্ব বাজারে ২৫ শতাংশ রপ্তানি বেশি হয়েছে। অত্যধিক গরম এবং সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় রোগপোকার আক্রমণও বেড়েছে। আশা করছি আগামী মরশুমে উৎপাদন ভালো হবে।'

তাঁর মতে, 'গ্রিন টি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আগ্রহ বাড়ানোর উপরে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এখনও মানুষ ব্ল্যাক টি পান করতে বেশি পছন্দ করেন। বর্তমানে গোটা দেশে ২০ মিলিয়ন কেজি গ্রিন টি উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ডুয়ার্স, তরাই বাদ দিলে দক্ষিণ ভারতে এর উৎপাদন বেশি।' তাঁরা চা শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করার পক্ষে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

টিবিআইটিএ'র চেয়ারম্যান দেবজ্যোতি মল্লিক বলছেন, 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কাজে লাগিয়ে চায়ের গুণগতমান উন্নত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ফুলবাড়ি চা বাগানে চা গাছ থেকে

টিবিআইটিএ'র কার্যালয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা।

পাতা তোলার আগেই সেই পাতায় কোনও ক্ষতিকারক রাসায়নিক রয়েছে কি না, সেটা জানা যাবে। একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ইতিমধ্যেই চুক্তি হয়েছে। তারা এই কাজটি করবে।'

এর পাশাপাশি এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি মেশিন আমদানি করার কথা ভাবছে চা বলয়। এই মেশিনের মাধ্যমে শুধুমাত্র 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' উঠে আসবে বলে টিবিআইটিএ জানিয়েছে। এই বার্ষিক সভায় চা শিল্পপতি নয়নতারা পালচৌধুরী, রানা দে সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হিমঘর সিজ ব্যাংকের

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : বারবার বলার পরেও ঋণ পরিশোধ করেনি হিমঘর কর্তৃপক্ষ। বাধ্য হয়ে মাগুরমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিতলা এলাকার একটি হিমঘর সিজ করল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে হাজির হয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তবে কেউ না থাকায় ব্যাংকের কর্মীরা হিমঘরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। তারপর নিজেদের হেপাজতে নেন। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা তালা লাগাতে বাধা দেন। বাসিন্দাদের কথায়, হিমঘর বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকরা কী করে সংসার চালাবেন। তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। সেসময় ঘটনাস্থলে আসেন ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য সহ এসডিপিও গিলসেন লেপচা। পরে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সেখান থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে হিমঘর কর্তৃপক্ষের

হিমঘরের সামনে ভিড় সামলাচ্ছে পুলিশ। মাগুরমারিতে শুক্রবার।

তরফে জানানো হয়েছে, মোট ঋণের ১৫ কোটি টাকা সেটলমেন্ট হয়েছিল ব্যাংকের সঙ্গে। যার প্রথম কিস্তির অনুযায়ী, ১০ শতাংশ মেটানোর কথা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাংকে প্রথম কিস্তির প্রায় ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। অল্প কিছু টাকা বকেয়া থাকায় হিমঘরের ম্যানেজার পিকে উপাধ্যায় বলেন, 'হিমঘরে কর্তৃপক্ষের কেউ ছিলেন না। সেই সময় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গেটের ও অফিসের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। এরজন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিন বিকেল পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের কাজ সম্পন্ন করেছে।

এদিকে, ব্যাংকের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিক শান্তনু সরকার সেটেলমেন্টের বিষয়টি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এসব কিছুই হয়নি। হিমঘর কর্তৃপক্ষের দেওয়া আবেদন ব্যাংক বাতিল করে দিয়েছে। আর আইন মেনেই তালা ভেঙে হিমঘরের ভিতরে ঢোকা হয়েছে। বারবার হিমঘর কর্তৃপক্ষকে বলার পরেও ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। বাধ্য হয়ে ব্যাংক আইনি পরামর্শ নিয়ে এই পদক্ষেপ করেছে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সীমা রায় বলেন, 'আইন সকলের জন্যই সমান। স্বাভাবিকভাবেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এখানে কারও কিছু বলার থাকে না।'

বাগানে হায়ার পেনশনে কালো মেঘ

নাগরাকাটা ও বেলাকোবা, ১৭ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা তাঁদের হায়ার (বর্ধিত হারে) পেনশনের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেও তা কার্যকরী হবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী মহলে। এর কারণ, ওইসব বাগানে মালিকপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত। ফলে পিএফ দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক আবেদনকারীদের সার্ভিস রেকর্ড দেওয়ার মতো কেউ নেই। পিএফ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, বন্ধ বাগানের ক্ষেত্রে আলাদা গাইডলাইন নেই। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

হায়ার পেনশনের ক্ষেত্রে বেতনের উর্ধ্বসীমা বা সিলিং প্রথমে ছিল ৫ হাজার টাকা। ২০০১-এর ১ জুন থেকে তা বেড়ে হয় ৬৫০০ টাকা। ২০১৪-র ১ সেপ্টেম্বর থেকে ফের বাড়িয়ে তা ১৫ হাজার টাকা করা হয়।

হায়ার পেনশনের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বেশ কিছু চা বাগান কর্মচারী অনলাইনে আবেদনও করেন। এখন সেই আবেদনকারীদের কাছে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও) থেকে ঘনঘন এই মর্মে মেসেজ আসছে, সংশ্লিষ্ট বাগান কর্তৃপক্ষ তাঁদের সার্ভিস রেকর্ড সম্পর্কে কোনও রিপোর্ট পাঠাননি বলে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সেই রিপোর্ট না পাঠালে হায়ার পেনশনের আবেদন বাতিল হবে। মেসেজে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সার্ভিস রেকর্ড নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যে পাঠাতে। বিপত্তি তৈরি হয়েছে বন্ধ চা বাগানে কোনও পরিচালক না থাকায়। এরকমই ২০২৩-এর ১২ অক্টোবর থেকে বন্ধ থাকা ডলসিংপাড়া চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রবীর বোস, সীমা গুহ, কালাচুস খাড়িয়া, তুলসী রাজ ছেত্রীরা জানান, তাঁরা হায়ার পেনশনের আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। এখন ইপিএফও থেকে ঘনঘন মেসেজ আসছে, বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও রেকর্ড পাঠায়নি এই মর্মে। উত্তরবঙ্গের এক ডজনেরও বেশি বন্ধ বাগানের কর্মচারীদের একাংশ একই সমস্যার মুখে। পিএফ দপ্তরের জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক কমিশনার শৈলেন্দ্রকুমার ঝা বলেন, 'বন্ধ চা বাগানের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে কোনও গাইডলাইন আসেনি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব। বিষয়টি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স হয়। আগামী কনফারেন্সে এটা তুলে ধরা হবে।'

আবাসের জন্য ২০ হাজার চাঁদা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দিনহাটা, ১৭ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ চেয়ারম্যান থাকাকালীন দিনহাটা পুরসভার বড় কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এল। হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেবার জন্য 'উন্নয়ন তহবিল'-এ কার্যত জোর করেই গরিব শহরবাসীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে কুড়ি হাজার করে টাকা। আবাস যোজনার ২২১৬ জন উপভোক্তার কাছ থেকে বেআইনিভাবে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা তুলেছিল উদয়নের নেতৃত্বাধীন পুর বোর্ড। বিল্ডিং প্ল্যান দুর্নীতির মাঝে পুরসভার নতুন কেচ্ছা সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

ইতিমধ্যে পুর কর্তৃপক্ষকে আইন ভেঙে তোলা টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা)। টাকা ফেরত চেয়ে পুরসভায় একাধিক চিঠি পাঠিয়েছেন সুডা'র অতিরিক্ত ডিরেক্টর জলি চৌধুরী। কোন অ্যাকাউন্টে কীভাবে টাকা ফেরত দিতে হবে সরকারি নির্দেশে সেকথাও বলে দেওয়া হয়েছে। তারপরও টাকা ফেরত দেয়নি পুর কর্তৃপক্ষ। তাই পুরসভার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাউজিং ফর অল প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য প্রত্যেক উপভোক্তা পান ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। তাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের অনুদান ছাড়াও উপভোক্তাকে ২৫ হাজার টাকা দিতে হয়। এর বাইরে প্রত্যেক বাড়ির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প অর্থের ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৩৬৮০০ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। সেই টাকার অর্ধেক দেবে রাজ্য এবং অর্ধেক পুরসভা। সেই হিসাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পুরসভার দেওয়ার কথা ১৮৪০০ টাকা। দায় এড়িয়ে তৎকালীন পুর বোর্ড ঘুরিয়ে তাদের ভাগের ১৮৪০০ টাকা আদায় করেছিল উপভোক্তাদের কাছ থেকেই। টাকা আদায়ের কথা স্বীকার করলেও চাপ দেওয়ার কথা মানতে চাননি উদয়ন।

তাঁর কথা, 'পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচের ক্ষমতা পুরসভার ছিল না। তাই উপভোক্তাদের থেকে সেই টাকা নিয়ে আমরা তাঁদেরই উন্নয়নের কাজ করেছি। উপভোক্তাদের বলেকয়েই রসিদ দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে।'

যেন ভয়ের রাজত্বে বাস

প্রথম পাতার পর

নিহত কালিয়াচকের এক তৃণমূল কর্মী। কতটা নৃশংস হলে মাথা ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করা যায় ভাবুন তো! ওই ঘটনায় গ্রেপ্তারও হয়েছেন আরেক তৃণমূল নেতা জাকির শেখ। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক, তৃণমূল নেতা সন্দীপ বিশ্বাসও ফোনে খুনের হুমকি পেয়েছেন। বলা হয়েছে, তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হবে।

এসব দেখেশুনে তৃণমূলে এখন থরহরি কম্প। শত্রু যে ঘরেই ওঁত পেতে বসে। কখন যে কে কী করে দেয়, ভাবলে মেরুদণ্ড দিয়ে কার না শীতল স্রোত নামে! এই লেখার সময় কোচবিহার থেকে এক প্রবক্তিক মেসেজে জানালেন, কোচবিহারও ক্রমশ তাতছে। তিনি জানালেন, পিছনে সেই দখলদারি, একাধিপত্যের স্বার্থ। কংগ্রেস আমলে যেমন ক্লাবে ক্লাবে খুনোখুনির পিছনে ছিল এই নেতা-সেই নেতার এলাকা দখলের প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার কারণে এখন অনেকটাই ব্যক্তিস্বার্থ।

আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে টিকিট প্রত্যাশী অনেক। দল কাকে বেছে নেবে, তার তোয়াক্কা না করে সবাই চান দল তাঁকে বেছে নিক। বিধানসভা থেকে পুরসভা, পঞ্চায়েতে একই চিত্র- দাবি এক, দফা এক, দল আমাকে টিকিট দিক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কয়েকদিন আগে দলীয় কর্মীসভায় কোনও লম্বা নেতাকে তাল, নারকেল, সুপারি গাছের সঙ্গে তুলনা করলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না কারও যে, তাঁর নিশানায় দীর্ঘদেহী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। যিনি কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান।

উদয়নের অভিযোগ, ওই লম্বা নেতারা জেলা নেতৃত্বকে ছোট করার চক্রান্ত করেন। ঘরে বসে এখন থেকে প্রার্থীতালিকা তৈরি করছেন। এ ধরনের কথা শুনে কখনও মনে হবে না, উদয়ন ও রবীন্দ্রনাথ একই দলের নেতা। এত বিদ্বেষ যেখানে, সেখানে রাজ্য সরকার তো শাসকদলের নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি চিন্তা করবেই। বাবলা খুনের পর জেলায় জেলায় তাই তৃণমূল নেতাদের পুলিশ রক্ষী বাড়ানো হয়েছে।

যাঁদের ছিল না, তাঁদের দেওয়া হয়েছে। কেউ নিতে না চাইলে (যেমন শিলিগুড়ির জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ) জোর করে রক্ষী দিয়েছে পুলিশ। সরকার নেতাদের আগলে রাখার আর কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না যে। বাবলাকে গুলি করে খুনের চেষ্টা হয়েছে কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে। চেয়ারম্যান পদ গেলেও পুলিশি নিরাপত্তা চাইছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড মালবাজারের স্বপন সাহা। কিন্তু পুলিশ রক্ষীতেই বা ভরসা কী! নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই ভীত পুলিশ। পাঞ্জিপাড়ায় প্রিজন ভ্যানে বন্দি আসামি গুলি করে দিল পুলিশরক্ষীদের। শিলিগুড়িতে দুর্ঘটনায় এক বিজেপি নেত্রীর মৃত্যুতে পুলিশের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরকে রাস্তায় ফেলে পেটানো হল। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে আসামি গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নিগৃহীত হল পুলিশ। রাজ্যের এখানে-ওখানে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ, হেনস্তার খবর এখন প্রায় রোজ।

ভাবুন, পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হলে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে বলতে হয়, 'আমাদের কেউ গুলি করলে আমরা চারগুণ গুলি চালাব।' এনকাউন্টারের প্রেক্ষাপট যেন। তাহলে দাঁড়াল কী? শাসকদলের নেতারা সন্ত্রস্ত। পুলিশের সুরক্ষার অভাব। যাঁর যত দাপট, তাঁর তত আতঙ্ক। কারও দাপট মানে অন্য কেউ বঞ্চিত, ব্রাত্য বা কোণঠাসা। সুযোগ পেলে অন্যের দাপটগিরি ঘোচাতে খুনোখুনি করতে পিছপা নয় বঞ্চিতরা।

দাপটের কোমর ভেঙে অন্য কেউ দাপুটে হতে চান দখলদারির লোভে। এ সব জানেন সবাই। বাবলা খুনের পর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বললেন, নরেন্দ্রনাথের মুখে বাবলাকে খুন করার ইচ্ছা আগেই শুনেছেন তিনি। অথচ তিনি বাবলাকে, কিংবা দলকে আগাম সতর্ক করেননি। কেন? জবাব নেই। জবাব নেই বলেই ভয় বাড়ছে। তবু ভয় নেই, শুধু নেতাদের এখন এত উদ্বেগ। মানুষ তার সুরক্ষার কথা বলবে কাকে?

চিকিৎসা না করে রেফার

প্রথম পাতার পর

এই কারণেও রেফার করা হতে পারে। এছাড়া সাইক্রিয়াটিক সমস্যা থাকলেও রেফার করা হয়। শুধুমাত্র নাবালিকার শারীরিক অবস্থা যদি খুব খারাপ হয় এবং পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে সে ক্ষেত্রেই পুরুষ চিকিৎসকরা শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করেন।'

রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্তাইগছ গ্রামে একটি জমি নিয়ে দুই প্রতিবেশীর বিরোধ চলছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। ওই মামলার একপক্ষ মোহন রায় রাজগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন, প্রতিবেশী মহেশ্বর দাস জোর করে বিতর্কিত জমি দখল করে বাড়ি বানিয়েছেন এবং আদালতে মামলা চলাকালীন অবস্থায় টিউবওয়েল বসাচ্ছেন। মোহন বলেন, তাঁর কাছে জমির দলিল, খতিয়ান থাকা সত্ত্বেও জবরদখল করে বাড়ি তৈরি করেছেন মহেশ্বর। মোহনের অভিযোগ পাওয়ার পর রাজগঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক সেখানে তদন্তে যান। মহেশ্বর দাসের স্ত্রী ফুলমতি দাসের অভিযোগ, 'পুলিশ আমাদের বাড়িতে এসে টিউবওয়েল বসানোর কাজ বন্ধ রাখতে বলছিল। সেই সময় আমার মেয়ে মোবাইল বের করে বাবাকে ফোন করছিল। কিন্তু পুলিশ অফিসার ভিডিও করছে ভেবে আমার মেয়েকে ধমক দেন। তাতেই মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে প্রথমে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করেন ডাক্তারবাবুরা।'

এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। ধমক খেয়ে অসুস্থ হওয়া নাবালিকার চিকিৎসার পরিকাঠামোও কি রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নেই? রাজগঞ্জ হাসপাতালে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। সেখানে প্রসব করানো হয়। অথচ ১৩ বছরের এক বালিকার 'প্যানিক অ্যাটাক'-এর চিকিৎসা কেন করা গেল না, তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন না।

জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'এমন হওয়ার কথা নয়। তবে, আমার কাছে এনিয়ে কোনও অভিযোগ আসেনি। কী কারণে রেফার করা হয়েছে, খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হয় প্রফুল্লকে। ধূপগুড়ি থেকে গয়েরকাটাগামী এশিয়ান হাইওয়ের ওপর বামনি সেতুর আগে বাঁদিকে পঞ্জাপাড়া এলাকা রয়েছে। সেখানেই দীর্ঘদিন থেকে রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেতুর ওপর সাঁকো বানালেও তা মাঝেমধ্যেই ভেঙে গিয়ে যাতায়াতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে গ্রামের বাসিন্দারাও বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা বকুল ইসলাম বলেন, 'রাস্তা বেহাল, সেতু নেই। বাসিন্দাদের সমস্যায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপই করছে না। বারবার প্রধানকে জানিয়েও কাজ হয়নি। তাই এদিন গ্রামের মহিলারা মিলে সড়ক অবরোধে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে অঞ্চল সভাপতি এসে উলটো রাস্তা হয়ে যাবে বলে ভিডিওগ্রাফি করতে থাকেন। সেই কারণে মানুষ খেপে গিয়েছিলেন।'

একই দাবি করেছেন নুর আলম নামে আরেক বাসিন্দা। তাঁর কথায়, পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে সমস্যায় মুখে পড়তে হচ্ছে। মেরামতের কথা বলে প্রায় বছরখানেক পার হতে চললেও কোনও কাজ হচ্ছে না। এভাবে আর কতদিন চলতে পারে। তাই বাধ্য হয়ে বাসিন্দারা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন প্রায় ৪০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে অবরোধ থাকার পর ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা বুঝিয়ে অবরোধ তুলে দেন। এদিকে ধস্তাধস্তির শিকার তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি বলেন, 'প্রশাসনিক সমস্যার কারণে রাস্তার কাজ হতে দেরি হচ্ছিল। তবে ঠিকাদার এসে মাপজোখ করে গিয়েছেন।' কিন্তু কেন ধাক্কাধাক্কি করল এবং 'চোর', 'চোর' স্লোগান দেওয়া হল তা নিয়ে তিনি কোনওকিছুই বলতে চাননি। মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান রবশ্রী রায় বলেন, 'পুরো বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। দ্রুত যাতে কাজ শুরু করা যায় সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।'

সতর্ক উৎপল

প্রথম পাতার পর

প্রাথমিকভাবে উৎপলের মূল লক্ষ্য পুরসভার প্রশাসন সঠিকভাবে পরিচালনা করা। তবে ভবিষ্যতে বোর্ড অফ কাউন্সিলের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা কাউন্সিলারদের রদবদল করার সম্ভাবনা থাকছে। সিপিএমের প্রবীণা কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের এটাই রীতি। দলের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কর্মীরা, এটাই তৃণমূলের পরিচয়।' এই বিষয়ে বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'স্বপন সাহার মোহ ত্যাগ করতে সময় লাগবে তার ঘনিষ্ঠদের। তবে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়, সেটা তাঁদের বোঝা উচিত।'

প্রথম নীলাজ্ঞ

নিউজ ব্যুরো

১৭ জানুয়ারি : দেশের সেরা প্রতিভাদের সম্মান ও উৎসাহদানের লক্ষ্যে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট বিগত কয়েক বছর ধরে আয়োজন করে চলেছে 'অ্যালেন চ্যাম্প'। এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে সেরার সম্মান পেল কলকাতার ইয়ং হরাইজনস স্কুলের নীলাজ্ঞ পাহাড়ি। প্রথম হওয়ার সুবাদে সে পেয়েছে সুদৃশ্য ট্রফি, শংসাপত্র, নগদ ১ লক্ষ টাকা ও সোনার পদক।

অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরেজি সহ নানা বিষয়ে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ধরনের অলিম্পিয়াড হয়ে থাকে। প্রথম সারির অলিম্পিয়াডে যারা প্রথমের দিকে স্থান অর্জন করে, তাদের মূলত দু'বছরের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করে ভারতের সেরা দশজনকে নির্বাচন করে অ্যালেন। এই সেরা দশকে নিয়ে শেষপর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয় রাজস্থানের কোটাতে।

বৈঠক স্থগিত

নাগরাকাটা, ১৭ জানুয়ারি : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির পরামর্শদাতা কমিটির ২০তম বৈঠক আপাতত স্থগিত রাখা হল। আগামী ২০ জানুয়ারি মালবাজার পুরসভার কনফারেন্স হলে ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। শুক্রবার শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে এব্যাপারে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, অনিবার্য কারণে ওই বৈঠক স্থগিত রাখা হচ্ছে। এর আগে গতবছরের ২০ ফেব্রুয়ারি ওই কমিটির শেষ বৈঠক হয়েছিল।

ডক্টর ইউটিউব

প্রথম পাতার পর

অপারেশনে সিনিয়ার চিকিৎসকের নাম লিখে রাখা হয়। এটা জুনিয়ারা চাপের মুখে করতে বাধ্য হন বলে সূত্রের খবর। প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যসচিব নবান্নে বসে যেটা বলছেন, উত্তরবঙ্গের মেডিকেলগুলিতে সেটার বাস্তবায়ন হবে তো? উঠছে প্রশ্ন।

মালদা মেডিকেলের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও রায়গঞ্জ থেকে শুরু করে কোচবিহার-উত্তরবঙ্গের বাকি চারটি মেডিকেলে সিনিয়ার ডাক্তারদের ফাঁকিবাজি দীর্ঘদিন ধরে চলছে। বেশিরভাগ সিনিয়ার ডাক্তাররা কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকা থেকে এখানকার মেডিকেলগুলিতে কর্মরত রয়েছেন। এই চিকিৎসকদের অনেকেই সপ্তাহে পালা করে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিন করে থাকেন। কোনও বিভাগের চিকিৎসক আবার সপ্তাহে একদিন আসেন, কেউ ১৫ দিনে একবার আসেন। বাকি সময় অধ্যাপক চিকিৎসক সহ অন্যদের উপস্থিতি আধার নম্বর যুক্ত বায়োমেট্রিক প্রযুক্তিতে হওয়ায় অনেকেই কলকাতায় বসেও বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে হাজিরা দিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই ফাঁকিবাজির জেরে শুধু রোগী পরিষেবায় যে প্রভাব পড়ে তেমনটা নয়, কলেজে চিকিৎসক পড়ুয়াদের পঠনপাঠনেও ব্যাঘাত ঘটছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বিশেষ করে অর্থোপেডিক এবং সার্জারি বিভাগে সিনিয়ারদের ফাঁকিবাজি সবচেয়ে বেশি। নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসকও অনিয়মিত। অথচ সবচেয়ে বেশি অপারেশনের রোগী থাকেন অর্থোপেডিক এবং সার্জারিতেই। ফলে সেই অপারেশনগুলি করার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে চিকিৎসক পড়ুয়া এবং পিজিটিদের ওপরে। সরকারি নিয়ম বলছে, এসআর, পিজিটি অপারেশন করতেই পারেন, কেননা তাঁরা শিক্ষানবিশ। তবে অপারেশন টেবিলে সিনিয়ার চিকিৎসককে উপস্থিত থাকতেই হবে। সেই সিনিয়ারের সামনেই অপারেশন জুনিয়াররা করবেন। কিন্তু সিনিয়ারদের ফাঁকিবাজির জেরে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ মেডিকেলেই সেই নিয়ম মানা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে অপারেশন হবে কীভাবে? চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, অনেক সময় এসআর, পিজিটিরা মোবাইলে ইউটিউবে অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে দিয়ে সেটা দেখে দেখে রোগীর অপারেশন করছেন। কোথাও ভুল হলেও ফোন করে সিনিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন না। কেননা হয়তো সিনিয়ারকে ফোন করলে ধমক খেতে হবে, সেই ভয়ে নিজেরাই দায়সারাভাবে অপারেশন করছেন। দেখা যাচ্ছে, এতে একটি অপারেশন করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগছে। যার পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে। হয়তো হচ্ছেও, কিন্তু সেটা ধামাচাপা দিতে রোগীর অন্য শারীরিক সমস্যাকে দায়ী করে রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিটি অপারেশনে এস-ওয়ান, এস-টু হিসাবে সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার চিকিৎসকের নাম লিখতে হয়। স্যার না এলেও নির্দেশ মেনে এস-ওয়ানে সিনিয়ারের নাম লিখে দিতে বাধ্য হচ্ছেন জুনিয়াররা। বিষয়টা নিয়ে সরাসরি মুখ খুলতে চাননি মেডিকেল কলেজের সুপাররা।

খুনের মামলাও

প্রথম পাতার পর

কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তর ও রাজ্য সরকার এই দায় ডাক্তারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।' যদিও নবান্নের দাবি, সিআইডি ওই মেডিকেলের রেজিস্টার ও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছে ডিউটি থাকলেও সিনিয়ার ডাক্তাররা ছিলেন না। একজন ডাক্তার নির্ধারিত ডিউটির সময় প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে বালিচকে অন্য জায়গায় অপারেশন করছিলেন। ফলে সিনিয়ার ডাক্তারদের গাফিলতি স্পষ্ট।

ইতিহাসচর্চার বইয়ে ব্রাত্য উত্তর

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : ফের উত্তরবঙ্গের কপালে জুটল বঞ্চনার তকমা। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ২৮০৩ পৃষ্ঠার প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চা বিষয়ক বইয়ে অনুল্লিখিত রইল উত্তরবঙ্গের চা বাগান, পর্যটন, বন ও তামাকের ইতিহাস। এটি অনভিপ্রেত বলে মনে করেন ইতিহাসবিদ তথা এমিরেটাস প্রফেসর ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাসচর্চায় গুরুত্ব দেন। শুক্রবার প্রসন্নদেব মহিলা কলেজে তিনদিনের পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের অধিবেশনের উদ্বোধন করে তিনি এমন কথা বলেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সঙ্গে তাঁর ৩৮ বছর যোগসূত্রের কথা তুলে ধরেন। প্রতিষ্ঠানটি তৈরির অন্যতম কারিগর ইতিহাসবিদ গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেও তাঁর দাবি। প্রবীণ অধ্যাপকের আক্ষেপ, বঙ্গদেশের যত বই প্রকাশিত হয়েছে সেখানে ইতিহাস গুরুত্ব পায়নি। তিনি তিস্তা বিধৌত বঙ্গ ও বঙ্গদেশের সম্প্রীতি সুদৃঢ় করায় জোর দেন। এ ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ রয়েছে বলে তাঁর দাবি। চলতি অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক পেপার পড়া হচ্ছে। তাঁর মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে এই প্রথম জলপাইগুড়িতে ইতিহাস সংসদের এমন আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য থেকে ৩৫০ জন ইতিহাসবিদ ও গবেষক সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকেও বিদগ্ধ অধ্যাপকরা এতে যোগ দিয়েছেন।'

ডঃ নীলাংশুশেখর দাসের কথায়, 'এমন অধিবেশন ইতিহাসচর্চার মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করবে। বিষয়টিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে।' এখানে ১১ জন অধ্যাপক নিজ নিজ গবেষণাপত্র পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। অধিবেশনে চা বিষয়ক চারটি পেপার রয়েছে বলে তিনি জানান।

মানবসভ্যতার মাঝে দেওয়াল অপসারণ জরুরি। গভীর ইতিহাসচর্চার মাধ্যমেই এটি সম্ভব বলে মনে করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক অরবিন্দ সামন্ত। বিরসা মুন্ডা'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিরসা জমি-জঙ্গলের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছিলেন। এটা ন্যায্য দাবি।'

ইতিহাস গবেষক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, স্থান, কাল, পাত্র দ্রুত পরিবর্তনশীল। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মধুসূদন পুরস্কার ভূষিত কবি বিজয় দে, প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি তপনকুমার মিত্র, অধ্যক্ষ সামান্তি সাহা, ইতিহাস সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক ইতিহাস সমিতির রূপন সরকার, অচিন্ত্যকুমার দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সেরা ইতিহাস প্রবন্ধকারদের পুরস্কৃত করা হয়। অধিবেশনে 'প্রাচীন থেকে মধ্যযুগ ও উত্তরবঙ্গ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, অধ্যাপিকা সুরূপা সিনহা। তার আগে 'প্রাচীন ভারত' নিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজিৎ পালিত, 'মধ্যযুগের ভারত' প্রসঙ্গে সাথী বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন।

প্রসন্নদেব মহিলা কলেজে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের অধিবেশন।

জলপাইগুড়ি উৎসবে হেরিটেজ ওয়াক

পর্যটন ট্যুর চালুর পরিকল্পনা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : ২০১৩ সালে হেরিটেজ কমিশনের নির্দেশে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে উত্তরের সমস্ত জেলা থেকে ৫০০টির মতো জায়গার নাম হেরিটেজ কমিশনে জমা করা হয়েছিল। তারপর কমিশন জলপাইগুড়ি পুরসভাকে শহরের হেরিটেজ রোডম্যাপ তৈরির দায়িত্ব দিলেও সেই কাজ পুরসভা করতে পারেনি।

ফলে নতুন করে জলপাইগুড়িতে কোনও সম্পত্তির হেরিটেজ স্বীকৃতি মেলেনি। তাই এবার জলপাইগুড়ি শহরের হেরিটেজ সম্পত্তি সংরক্ষণে আগামী ২৩ জানুয়ারি শহরের বুকে হেরিটেজ ওয়াকের আয়োজন করল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। জলপাইগুড়ি পুরসভা ও প্রশাসনের পর্যটন বিভাগ এবং বেসরকারি পর্যটন সংস্থাকে নিয়ে হেরিটেজ সম্পত্তি সংরক্ষণে ওই কর্মসূচি হবে। তাতে শামিল হবেন এলাকার বাসিন্দারাও।

জলপাইগুড়ি উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ওই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক শামা পারভিন। শুক্রবার জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটির বৈঠকের পর ওই ঘোষণা করেন জেলা শাসক।

রাজবাড়ির মন্দির।

এছাড়া, শহরের একাধিক হেরিটেজ সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি টাউন সিটি হেরিটেজ পর্যটন ট্যুর চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় এখন পর্যন্ত শুধু রাজবাড়িকেই রাজ্য হেরিটেজ কমিশন থেকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে

> ২৩ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আমরা হেরিটেজ ওয়াকের আয়োজন করেছি। প্রশাসনিক আধিকারিকরা কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।
>
> **প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য**, অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন)

জলপাইগুড়ির আনাচে-কানাচে আরও হেরিটেজ সম্পত্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা সব্যসাচী রায়।

তাঁর কথায়, 'কোচবিহারের পর জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলিতে অনেক হেরিটেজ সম্পত্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা খুব প্রয়োজন। জেলা প্রশাসনের হেরিটেজ ওয়াক কর্মসূচিতে শহরবাসী হাঁটবেন। হেরিটেজ সিটি পর্যটন পরিকল্পনা রূপায়ণে আমরা জেলা প্রশাসনকে সবরকমের সহযোগিতা করছি।'

আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে জলপাইগুড়ি উৎসব। যা ২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

ওই উৎসবে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার নতুন করে হেরিটেজ ওয়াককে যুক্ত করা হয়েছে।

হেরিটেজ ওয়াক জলপাইগুড়ি পুরসভার সামনে থেকে শুরু হয়ে পুরসভার প্রাচীন লাল বিল্ডিং, এফডিআই স্কুল, ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ভবন, নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে রাখা ব্রোঞ্জের নেতাজির মূর্তি, শিক্ষা দপ্তরের পরিত্যক্ত আয়রন হাউস হয়ে সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চ ঘুরে জেলা শাসকের অফিসে এসে শেষ হবে।

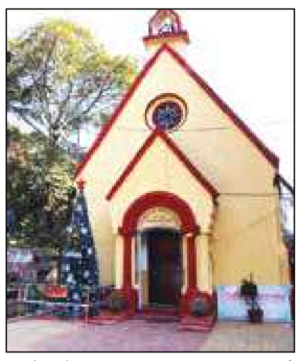

সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চ।

এদিকে, হেরিটেজ সিটি পর্যটন প্রকল্পে শহরের আয়রন হাউস, তত্ত্ববিদ্যা ভবন, সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চ, জিলা স্কুল, এফডিআই সহ বিভিন্ন স্কুল, রাজবাড়ি, রাজবাড়ির একাধিক মন্দির, দিঘি, পুরোনো পুর ভবন, মসজিদ, যোগমায়া ও পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি, স্টেট ব্যাংকের ও বড় ডাকঘরের পুরোনো বিল্ডিং সহ আরও কিছু হেরিটেজ সম্পত্তি পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে।

পথবাতি সারাইয়ে উদ্যোগী পুরসভা

করলাপাড় সৌন্দর্যায়ন

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : করলাপাড়ের সৌন্দর্যায়নে উদ্যোগী হল পুরসভা। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পিছনে করলা নদীর দুই পাড়ে পথবাতি সংস্কার এবং এলাকার সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করল জলপাইগুড়ি পুরসভা। শুক্রবার সকালে পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদ সদস্য লোপামুদ্রা অধিকারী পুরসভার বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকায় পরিদর্শনে যান। নজরদারির অভাবে চুরি হয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক সামগ্রী এবং পথবাতি কীভাবে সারাই করে আলো জ্বালানো যায় সেই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেন। লোপামুদ্রা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে করলার দুই পাড়ে আলো জ্বলে না। বেশ কিছু সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে। আমরা সেগুলোকে মেরামতি করে আবারও করলার ওই দুই পাড়ের সৌন্দর্যায়ন করার চেষ্টা করছি। প্রথমে করলার দুই পাশের রাস্তার আগাছা পরিষ্কার করা হবে। সেইসঙ্গে দ্রুত যাতে এই এলাকায় আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। ইচ্ছে আছে জায়গাটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শহরের মানুষের একটা ঘোরার জায়গা তৈরি করার।'

বেশ কয়েক বছর আগে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পিছনে করলার দুই পাশের বাঁধে পেভার্স ব্লকের

করলাপাড় পরিদর্শনে চেয়ারম্যান পারিষদ সদস্য লোপামুদ্রা অধিকারী।

রাস্তা তৈরির পাশাপাশি আলোর ব্যবস্থা করেছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। উদ্বোধনের পর কয়েক মাস সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। এরপরেই রক্ষণাবেক্ষণ এবং নজরদারির অভাবে ধীরে ধীরে বেহাল হতে থাকে করলাপাড়ের সৌন্দর্যায়ন। পথবাতির সামগ্রী চুরি থেকে শুরু করে কংক্রিটের বসার জায়গাগুলো ভেঙে ফেলে দুষ্কৃতীরা। বর্তমানে করলা নদীর দুই পাড়ের ওই জায়গা সন্ধের পর কার্যত সমাজবিরোধীদের দখলে চলে যায়। সন্ধে হলেই নেশার আসর বসে করলার পাড়ে। ফলে সাধারণ মানুষ কেউই আরও করলার পাড়ে যেতে পারেন না। করলার দুই পাড়ের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে পুরসভা। করলার দু'দিক মিলিয়ে প্রায় ১৫০টি পথবাতি রয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ পথবাতির সামগ্রী চুরি গিয়েছে। আগাছা ভরে রয়েছে নদীর দুই পাড়। শনিবার থেকেই প্রথমে আগাছা পরিষ্কার করে পথবাতি জ্বালানোর কাজ দ্রুততার সঙ্গে শুরু হবে। করলার দুই পাড়ে বাইক নিয়ে ঢোকা বন্ধ করতে লোহার গেট লাগানো হতে পারে। সেইসঙ্গে ফুলের বাগান এবং কাফেটারিয়া তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে পুরসভার। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর

বেহাল পরিস্থিতি

- রক্ষণাবেক্ষণ এবং নজরদারির অভাবে বেহাল করলাপাড়
- পথবাতির সামগ্রী চুরি থেকে শুরু করে কংক্রিটের বসার জায়গাগুলো ভেঙে ফেলে দুষ্কৃতীরা
- আগাছা ভরে রয়েছে নদীর দুই পাড়

মহিলাদের দ্বারা কিছু খাবারের দোকানও চালু করা হবে। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু খেলার সামগ্রী থাকবে করলার পাড়ে। করলার পাড়ে যাঁরা বেড়াতে আসবেন তাঁদের জন্য শৌচাগার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে পুরসভা।

পুরোনো পত্রপত্রিকা স্মৃতিতে

জলপাইগুড়ি পত্রপত্রিকার শহর। তবে অধিকাংশ পত্রিকাই ১৯৬৮ সালের তিস্তার বন্যায় ভেসে গিয়েছে। এখনও যা অবশিষ্ট আছে তার জন্য একটি স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লিখলেন শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক **সুমন রায়**

জলপাইগুড়ির আছে ১৫৭ বছরের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনেই জলপাইগুড়ি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিভাগীয় শহরের মর্যাদা দিয়েছিলেন। শহর প্রতিষ্ঠার আদি পর্বে জীবিকার অন্বেষণেই এসেছিলেন আইনজীবী, চা বাগানের মালিক, কর্মচারী, কাঠ ব্যবসায়ী সহ অন্য ব্যবসায়ী, কমিশনার, সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। জলপাইগুড়িতে গড়ে উঠেছিল এক শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাবু সমাজ। এই বাবুরাই ছিলেন জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

জলপাইগুড়ির পত্রপত্রিকার ধারাকে তিনটি পর্বে সাজানো যেতে পারে। প্রথম পর্ব ১৮৯৬-১৯২৪, দ্বিতীয় পর্ব ১৯২৫-১৯৪৭ এবং তৃতীয় পর্ব ১৯৪৭ উত্তর সময়ের পত্রপত্রিকা। জেলার প্রথম পত্রিকা 'ভিক্ষুক' ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় সারদাকান্ত মৈত্রের সম্পাদনায়। দ্বিতীয় পত্রিকার নাম 'ত্রিস্রোতা', যা আর্য নাট্য সমাজের প্রাণপুরুষ শশীকুমার নিয়োগীর উদ্যোগে ও ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। মাত্র পাঁচ বছর ত্রিস্রোতা বেঁচে ছিল।

দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় ১৯২৪ সালে বিশিষ্ট আইনজীবী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল 'জনমত' এবং ১৯২৫ সালে 'বরেন্দ্র' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জনমত শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে আজও বেঁচে আছে। এখন জনমতের সম্পাদক রামঅবতার শর্মা। ১৯২৫ সালে ত্রিস্রোতা আবার চালু হয় সুরেশচন্দ্র পালের সম্পাদনায়। সুরেশবাবু ছিলেন এমএবিএল এবং বর্তমানে এই শহরের আইনজীবী সুব্রত পালের পিতামহ।

জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম মুসলমান লেখকের নাম মোহাম্মদ অসিরুদ্দিন প্রধান। জেলার জমিদার খান বাহাদুর রহিম বক্স ১৯০৪ সালে 'ওয়াকফ নামা' নামে বাংলা ভাষায় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তবে ত্রিস্রোতা তথ্য দিচ্ছে যে, জেলার মুসলিম সম্পাদিত প্রথম পত্রিকার নাম নিশান। এটি ১৯২৮ সাল বা তার আগে প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে। নিশান পরবর্তীতে মুসলিম লিগের মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৯২৮ সালে প্রাক্তন মন্ত্রী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'মুক্তিবাণী', ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রমোহন রায়ের 'ভারতবাণী', ১৯৩৭ সালে আইনজীবী প্রীতি নিধান রায়ের 'দেশবন্ধু'ও ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। স্বাধীনতার পরের বছর আত্মপ্রকাশ করে প্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠী ও নিরঞ্জন দত্তের 'আমাদের কথা'। নিরঞ্জনবাবুর প্রয়াণের পর এই পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯৫৮ সালে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য

খোলা জানালা

ডাঃ স্মরজিৎ বাগচী 'ডানপিঠেদের সমাচার' প্রকাশ করেন। ১৯৬৮ সালে বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসুর 'সীমান্তিক'-কে পুনরায় চালু করেন দেবাশিস ঘোষ। দেবাশিসবাবুর 'খেয়া' ছিল জলপাইগুড়ির প্রথম লিটল ম্যাগ। বর্তমানে এটি বন্ধ। ষাটের দশকে প্রকাশনার জগতে জোয়ার আসে। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগ পত্রিকাই আর্থিক সংকট ও উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

অরবিন্দ করের প্রয়াণের পর সুমন রায়ের সম্পাদনায় 'কিরাত ভূমি', গৌতম গুহ রায়ের 'দ্যোতনা', মণিদীপা নন্দী বিশ্বাসের 'নীরজ কোরক' প্রভৃতি একাধিক পত্রিকা জলপাইগুড়ির সাংস্কৃতিক আকাশকে প্রসারিত করে চলেছে।

কদমতলায় নেই সুলভ শৌচালয়

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : শহরের তিন নম্বর রেল গুমটি থেকে শান্তিপাড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তার মাঝেই রয়েছে কদমতলা মোড়। যা কিনা শহরের 'লাইফলাইন' হিসেবে পরিচিত। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তায় কোথাও সুলভ শৌচালয় নেই। ফলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে সমস্যায় পড়েন বহু মানুষ। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় মহিলাদের। অভিযোগ, এ ব্যাপারে একেবারেই নেই পুরসভার। অথচ পুরসভার চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল জায়গার সমস্যার জন্য সুলভ শৌচালয় গড়ে তোলা যাচ্ছে না বলে সাফাই দিয়েছেন।

ওই রাস্তা দিয়ে শহরবাসী তো যাতায়াত করেই, এমনকি ভিনজেলা থেকে বিভিন্ন কাজে বহু মানুষ আসেন। অথচ শহরের গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তায় কোনও সুলভ শৌচালয় থাকায় যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের ফলে দৃশ্য দূষণের কবলে শহর। শহরবাসীর অভিযোগ, বারংবার সমস্যার কথা জানানো সত্ত্বেও এ ব্যাপারে পুরসভা কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। শহরের অন্যত্র সুলভ শৌচালয় থাকলেও সেগুলোর অধিকাংশ বন্ধ কিংবা সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেছেন, 'এটা আমাদের একটা বড় সমস্যা।' তিনিও মনে করেন, কদমতলা মোড়ে একটা সুলভ শৌচালয় থাকা উচিত। কিন্তু তাঁর সাফাই, 'ওই এলাকায় সেরকম কোনও জায়গা নেই যেখানে আমরা পাবলিক টয়লেট বানাব।' তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, 'আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। দেখা যাক কী করা যায়।'

সন্দীপ আশ্বাস দিলেও তাঁর কথায় কোনও স্পষ্টতা না মেলায় ওই এলাকায় সুলভ শৌচালয় আদৌ নির্মাণ হবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। এদিকে, সুলভ শৌচালয় না থাকায় শুধু যে পথচারী কিংবা বাইরে থেকে আসা মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে তা নয়, সমস্যায় পড়ছেন কদমতলা মোড়ের ব্যবসায়ীরাও। তাঁদেরই মধ্যে একজন রাজেশ কর্মকার বলেন, 'আমরাও রোজ বিপদে পড়ি। বহুবার পুরসভার কাছে আবেদন করা হলেও কোনও লাভ হয়নি। ফাঁকা জায়গা দেখলেই মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

বাসিন্দা পর্ণা পালের কথায়, 'আমরা বাইরে বেরোলে সমস্যায় পড়ি। বিশেষ করে কদমতলা এলাকায় গিয়ে। এটা পুরসভার বোঝা উচিত।'

প্ল্যাটিনাম জুবিলি

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি বেগম ফয়জন্নেসা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দু'দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শনিবার এবং রবিবার আর্ট গ্যালারিতে এই আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ডঃ অমৃতা সেনগুপ্তের নৃত্য। এছাড়া থাকবে জি সারেগামাপা ও সুপারস্টার খ্যাত শর্মিতা দত্ত, প্রণয় মজুমদার এবং অর্পিতা দাসের সংগীতানুষ্ঠান।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি পুরসভার উদ্যোগে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় শুক্রবার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়।

এদিন ওই এলাকার প্রায় ২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। শিবিরে ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার সহ বিভিন্ন রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। সেইসঙ্গে শিবিরে আসা রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শুভদীপ সরকার, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মণীন্দ্রনাথ বর্মন সহ পুরসভার আধিকারিকরা।

মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ বার্তা পাঠালেন নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া।

তিনি জানান, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বর্তমানে কোনও কার্ডিওলজিস্ট নেই। এবং ক্যাথ ল্যাবেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। এইসব বিষয়ই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওই বার্তায় জানানো হয়েছে।

আজ সৃষ্টিশ্রীমেলা

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (আনন্দধারা)-এর উদ্যোগে ও জলপাইগুড়ি জেলা গ্রামীণ জীবিকা মিশন ইউনিটের পরিচালনায় শনিবার থেকে শহরের মিলন সংঘ ময়দানে শুরু হচ্ছে সৃষ্টিশ্রীমেলা।

চলবে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। ওই মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি হস্ত ও কুটিরশিল্পের সম্ভার থাকছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

স্কুলের অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়ের ৯৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষাব্রতী বিমলা রায় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ১৯২৮ সালে নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। নারী শিক্ষার প্রসারে সর্বজনীন উদ্যোগ আরও প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যমেলা

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : ঋত্বিক ঘটক এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জন্মশতবর্ষে জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবন বইমেলা প্রাঙ্গণে আগামী ২১ থেকে ২৭ জানুয়ারি ডাঃ শচীন দাশগুপ্তর স্মরণে স্বাস্থ্যমেলা হবে।

বইমেলা কমিটির সম্পাদক সুমন সরকার জানান, বিভিন্ন রোগ নিয়ে চেতনা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শৈশব।। *শুক্রবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।*

আম্রুত ২.০-তে নজর পুরবাসীর

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : প্রায় ৪০ বছর আগে ময়নাগুড়ি পুরসভা এলাকায় বিয়ে করে এসেছিলেন নমিতা মজুমদার। এত বছরে নিজের চোখের সামনে এলাকার কতকিছুই পরিবর্তিত হতে দেখেছেন তিনি। বদলায়নি শুধু একটি ছবি।

জল-যন্ত্রণার। তাই নতুন বছরে তাঁর কাতর প্রশ্ন, ২০২৫-এ কি জল পাবে ময়নাগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলি! তবে এই প্রশ্নটি শুধু তাঁর একার নয়। পানীয় জলের সমস্যা ময়নাগুড়িতে নতুন কিছু নয়। এলাকার সতেরোটি ওয়ার্ডের অধিকাংশই জলশূন্য। পানীয় জল পেতে তাঁরা ভরসা করেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ওপরে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় এবিষয়ে বলেন, 'মেইন পাইপলাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। শীঘ্রই জল পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।'

সেখান থেকেই বড় বড় পাত্রে জল বয়ে নিয়ে আসার ঘটনা এলাকাবাসীর কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যেন। এছাড়া ভরসা কেনা জলের ড্রাম।

প্রবল জলসমস্যার মধ্যে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে কাটাতে এখন তাঁদের একমাত্র ভরসা আম্রুত ২.০। এই প্রকল্পে ৩১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তাহলে এবার কি পুরবাসী জল পাবেন! সেবিষয়ে এখনও ধন্দে মানুষ। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, ২০২৫ সালের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। জল নিয়ে নাগরিকদের আন্দোলনও কম হয়নি। পুরসভা এলাকায় মোট জনসংখ্যা ৩৬ হাজার ২৬৩ জন। পরিবারের সংখ্যা ৮ হাজার ৬১৯টি।

মোট ১৭টি ওয়ার্ডের অধিকাংশই পানীয় জল পরিষেবার আওতায় নেই।

নতুন ট্যাংক বসানো হলেও জল এখনও মেলেনি।

১৯৭৬ সালে প্রথম জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে ৪৫ লক্ষ লিটারের একটি পানীয় জলের ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। তখন শহরে জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ থেকে ছয় হাজার। পরে ২০২২ সালে ৫০ লক্ষ লিটারের আরও একটি ট্যাংক বসানো হয়। কিন্তু পুরোনো পাইপলাইন সংস্কার করা হয়নি। তাই নতুন বছরে জল-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাইছে শহরবাসী। এক বাসিন্দা গৃহবধূ পূর্ণিমা দাসের প্রশ্ন, '২০২৫ সালে পানীয় জল পরিষেবা দেবে তো পুরসভা?' পুরসভা হওয়ার তিন বছরেরও বেশি সময় পেরোলেও কোনও ব্যবস্থাই হয়নি।

নতুন বছরে আম্রুত ২.০ প্রকল্পের আওতায় শহরের ১৭টি ওয়ার্ডকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আরও দুটি নতুন জলের ট্যাংক তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। পুরসভার আশ্বাস, আগামী বছরের মধ্যেই পুর এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে যাবে।

রংদার রোববার

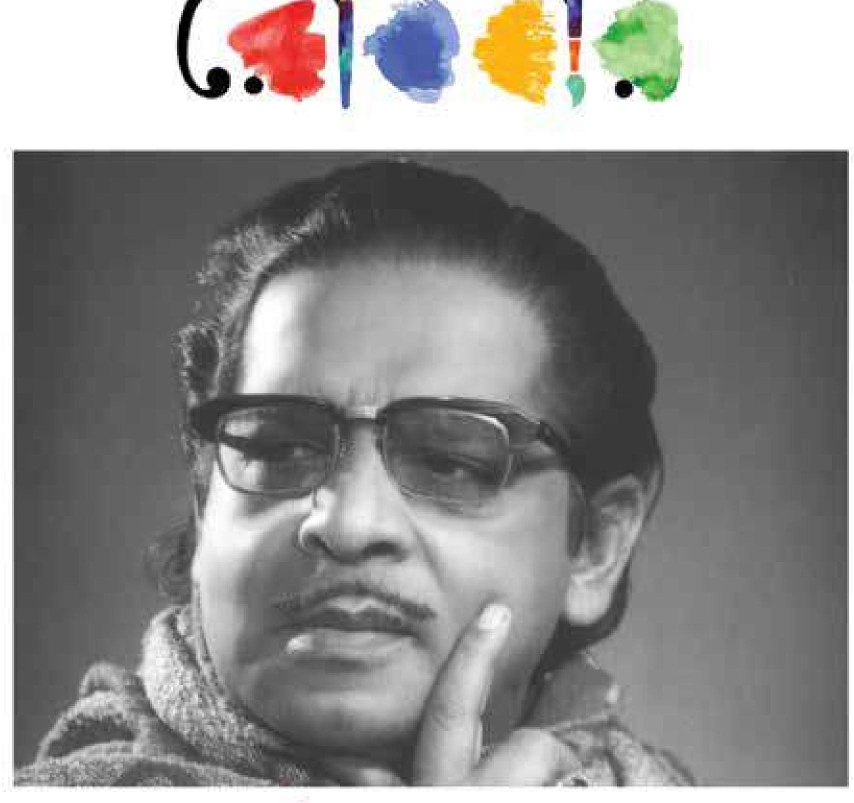

নচিকেতা ১০০

হিট গানের নিরিখে বাংলা ছবির সফলতম সুরকার নচিকেতা ঘোষ। তাঁর সঙ্গে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জুটিতে তৈরি হয়েছে অসংখ্য সুপারহিট গান। নচিকেতার শতবর্ষ এই জানুয়ারির ২৮ তারিখ। এবার প্রচ্ছদে সেই স্মরণীয় সুরকার।

প্রচ্ছদ কাহিনী : সুপর্ণকান্তি ঘোষ, অলক রায়চৌধুরী, শান্তনু বসু ও অভীক চট্টোপাধ্যায়

ছোটগল্প : সুভান

নিবন্ধ : জ্যোতিভূষণ চাকী ১০০। তাঁর শেষ জীবন নিয়ে রূপেন্দ্র দাস

কবিতা : অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, রেবা সরকার, সুদীপ চৌধুরী, মাধবী দাস, অপর্ণা বিশ্বাস মজুমদার, সাহানুর হক ও বর্ণালী দাসকুণ্ডু

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

ভারতীয় ক্রীড়ার সর্বোচ্চ সম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার নেন ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ, প্যারা অলিম্পিকে সোনাজয়ী হাই জাম্পার প্রবীণ কুমার এবং অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জজয়ী শুটার মনু ভাকের (উপরে বাঁ দিক থেকে)।

দশ দফা কড়া দাওয়াই বোর্ডের

নিয়ম ভাঙলে ঋষভদের আইপিএল খেলাতেও কোপ

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : ইঙ্গিত ছিল।

সেটাই ঘটতে চলেছে শেষপর্যন্ত। শৃঙ্খলা ফেরাতে দশ দফা আচরণবিধি আনছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে খেলোয়াড়রা কী করতে পারবেন, আর কী পারবেন না। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কাটছাঁট হচ্ছে পরিবারের সঙ্গে সফরে যাতায়াত, অতিরিক্ত লাগেজেও। আর নিয়ম ভাঙলেই কড়া শাস্তি।

নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থতার পর থেকে নানান কথা সামনে আসছে। বোর্ডের রিভিউ বৈঠকে খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ করেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। যার প্রেক্ষিতেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের কড়া অনুশাসনে বাঁধতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নিয়ম অমান্য করলে রেয়াত করা হবে না। আইপিএলের দরজা পর্যন্ত বন্ধ হতে পারে বিরাট-রোহিতদের জন্য। কাটা যাবে বার্ষিক চুক্তির অর্থ এবং ম্যাচ ফি-র অঙ্কও। নিয়ম অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা থাকলে আগাম অনুমতি নিতে হবে প্রধান নির্বাচক বা কোচের।

সফরে পরিবার নিয়ে যাওয়ার রীতি নতুন নয়। তবে বিরাটের মতো কেউ কেউ স্ত্রী-পরিবার নিয়ে আলাদা হোটেলে ওঠেন। আলাদা গাড়িতে প্র্যাকটিসে আসা, আগেভাগে চলেও যান কেউ কেউ। যার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা হচ্ছে। খবর, গত রিভিউ মিটিংয়েই ১০ দশা আচরণবিধি তৈরি করা হয়েছে। শীঘ্রই যা কার্যকর হতে চলেছে।

বোর্ডের ১০ দফা আচরণবিধি

ঘরোয়া ক্রিকেট
জাতীয় দল এবং কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আসতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা আবশ্যিক। কোনও কারণে তা সম্ভব না হলে আগাম অনুমতি নিতে হবে।

সফরে পরিবার
দলের সঙ্গে থাকতে হবে। ম্যাচ, অনুশীলনেও দলের সঙ্গে যাতায়াত করতে হবে। পরিবারের সঙ্গে আলাদা হোটেলে থাকা বা যাতায়াত করা যাবে না।

লাগেজ
৩০ দিনের বেশি সফরে গেলে ক্রিকেটাররা ৫টি ব্যাগ নিতে পারবেন। এর মধ্যে দুটি ক্রিকেট সরঞ্জামের ব্যাগ। যার মোট ওজন ১৫০ কেজির বেশি হবে না। ৩০ দিনের কম হলে চারটি ব্যাগ, ১২০ কেজি ওজন নিতে পারবেন।

ব্যক্তিগত সহকারী
নিজেদের ম্যানেজার, নিরাপত্তারক্ষী, রাঁধুনি নিয়ে যাওয়া যাবে না। নিতে হলে বোর্ডের আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক।

ব্যাগ যাবে সিওই-তে
বাড়তি সরঞ্জাম, ব্যক্তিগত জিনিস নিতেও আগাম অনুমতি লাগবে। সফরের আগে তা পাঠাতে হবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই)। এর খরচ বহন করতে হবে খেলোয়াড়দেরই।

অনুশীলন
দলের সঙ্গে নির্ধারিত সময়েই অনুশীলনে আসতে হবে। আগে চলে যাওয়া বা আলাদাভাবে যাওয়া যাবে না।

শুটিং নয়
সফরের মাঝে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে কাজ করা যাবে না। বরদাস্ত করা হবে না কোনওরকম শুটিং।

সফরে পরিবার
৪৫ দিনের সফরে ২ সপ্তাহের বেশি পরিবার থাকতে পারবে না। কখন আসতে পারবে, তা ঠিক করে দেবেন কোচ, অধিনায়ক ম্যানেজাররা। এই সময়ের খরচই শুধুমাত্র বোর্ড বহন করবে। পরিবার ছাড়া বান্ধবী বা অন্য কাউকে সফরসঙ্গী করা যাবে না।

বোর্ডের কাজে
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিভিন্ন শুটিং, বিজ্ঞানে ক্রিকেটারদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। থাকতে হবে বোর্ডের অনুষ্ঠানেও।

সফরের শেষপর্যন্ত
ইচ্ছেমতো সফরের মাঝপথে ফেরা যাবে না। পুরো সফরেই থাকতে হবে।

১০ দফা না মানলে

আইপিএলে কোপ : আচরণবিধি ভাঙলে আইপিএলে খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে।

বার্ষিক চুক্তি : বার্ষিক চুক্তির অর্থ কাটা হতে পারে জরিমানাস্বরূপ।

ম্যাচ ফি : নিয়ম ভাঙলে ম্যাচ ফি-র অংশেও কোপ পড়বে।

আজ দল ঘোষণা, ঘাড়ে ব্যথা বিরাটের

রোহিতের নেতৃত্বেই মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : জল্পনায় ইতি।

রোহিত শর্মার ওপরই আস্থা রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। হিটম্যানের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানে নামবে ভারত। তার আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজেও নেতৃত্বের বাগডোরও সামলাবেন হিটম্যানই।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এদিন যা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন। প্রাথমিকভাবে রবিবার নির্বাচনি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বদলে আগামীকালই দল বাছতে বসবেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন কমিটি। ঘোষণা করা হবে ইংল্যান্ড সিরিজের ওডিআই দল।

অধিনায়ক হিসেবে যে বৈঠকে থাকবেন রোহিত শর্মা। আজ তা পরিষ্কার করে দিয়েছে বোর্ড। দল নির্বাচনের পর অধিনায়ক ও প্রধান নির্বাচক মুখোমুখি হবে সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

বোর্ডের যে বিজ্ঞপ্তিতে রোহিতের নেতৃত্ব নিয়ে সংশয় দূর। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের প্রথম ম্যাচ। ২৩ তারিখ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। সম্প্রতি রোহিতের অফফর্মের কারণে গত কয়েকদিন ধরে নানান জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। আজ যে জল্পনায় ইতি।

নেতৃত্বের ইঙ্গিতের মাঝেই রোহিত ব্যস্ত প্রস্তুতিতে। এদিন লম্বা সময় ব্যাটিং অনুশীলন সারলেন। নবি-মুম্বইয়ের রিলায়েন্স কর্পোরেট পার্কে নৈশালোকের যে প্র্যাকটিসে রোহিতের সঙ্গী হার্দিক পান্ডিয়া। অধিনায়ককে ব্যাটিং প্রস্তুতি দিতে দীর্ঘদিন বোলিং করতে দেখা গেল পেস-অলরাউন্ডারকে। লেট কাট, পুল শটে বাড়তি নজর দিলেন হিটম্যান।

অবশ্য রোহিত রনজি ম্যাচ খেলবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি। ২৩ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের পরবর্তী ম্যাচ। রনজি দলের সঙ্গে কয়েকদিন আগে অনুশীলন করলেও ওই ম্যাচে হিটম্যান নামবেনই বলা যাচ্ছে না। ধোঁয়াশা ১৩ বছর পর বিরাট কোহলির রনজি কামব্যাক নিয়েও।

ঋষভ পন্থের নেতৃত্বে দিল্লিও একই দিনে ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে নামবে। যদিও সেই ম্যাচে খেলা নিয়ে এখনও সম্মতি মেলেনি বিরাটের থেকে। এর মধ্যে নতুন চিন্তা তৈরি হয়েছে বিরাটের ঘাড় নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শোনা যাচ্ছে, বিরাটের ঘাড়ে ব্যথা। এর জন্য ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। যার জেরে রনজি প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ।

দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) এক কর্তা জানিয়েছেন, কোহলির ঘাড়ে ব্যথা রয়েছে। ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৩ জানুয়ারি শুরু ম্যাচে হয়তো খেলতে পারবেন না। নির্বাচকরা সরকারিভাবে ঘোষণার পরই পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

অবশ্য কীভাবে চোট লাগল তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে কোনও চোটের খবর ছিল না। দেশে ফেরার পর মাঠমুখোও হননি। তবে অনেকের মতে, কয়েকদিন বিশ্রামে ব্যথা কমে যাবে। সেক্ষেত্রে রাজকোটে সৌরাষ্ট্র ম্যাচের আগে সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দিতে অসুবিধা হবে না। তবে বিরাট ঠিক কী চাইছেন, সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন।

নবি মুম্বইয়ে প্র্যাকটিসে রোহিত শর্মার সঙ্গী হার্দিক পান্ডিয়া।

সরফরাজ-ইস্যুতে তোপ গম্ভীরকে

গ্রেগ-জমানার ছায়া দেখছেন হরভজন

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : গ্রেগ চ্যাপেল জমানার স্মৃতি উসকে দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর! ব্যর্থতা, বিতর্ক, অভিযোগের ফিরিস্তি, ক্রিকেটারদের হেডমাস্টারসুলভ ছড়ি ঘোরানো---কারও কারও অভিযোগ, গুরু গ্রেগকেও টেক্কা দিচ্ছেন গম্ভীর।

সরফরাজ খান-ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে হরভজন সিংয়ের গলাতেও সেই সুর। প্রাক্তন অফস্পিন তারকার মতে, বর্তমানে ভারতীয় দলের সাজঘরের যা হচ্ছে, যে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, পরস্পরের দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে, তা ২০০৬-'০৮ সালের গ্রেগ চ্যাপেল জমানাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেছেন, 'গৌতম গম্ভীর সবে দায়িত্ব নিয়েছে। প্লেয়ারদের বুঝতে হবে ওকে। একইভাবে খেলোয়াড়রা বুঝবে কোচকে। তবেই কোচ-খেলোয়াড়ের রসায়ন তৈরি হবে। নাহলে সুফল মিলবে না। ২০০৬-'০৮ সালে গ্রেগ চ্যাপেল কোচ থাকাকালীন দেখেছি কীভাবে সাজঘরের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপের পালা চলছিল। আর এটাই মূল কারণ ভিতরের এত খবর প্রকাশ্যে আসার। বোর্ডের বৈঠকের খবরও পর্যন্ত প্রকাশ্যে চলে আসছে? কীভাবে এটা সম্ভব?'

হরভজন আরও বলেছেন, 'সমস্যা যা থাকুক না কেন, নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে। প্রতি বাড়িতেই সমস্যা, ঝামেলা থাকে। কিন্তু তা বাইরে আসা মানে বাড়ির বদনাম। অথচ, গত ৬-৮ মাসে প্রচুর কিছু কানে আসছে। গম্ভীর নাকি দাবি করেছে সরফরাজ সাজঘরের খবর সংবাদমাধ্যমের কাছে ফাঁস করেছে।

> সমস্যা যা থাকুক না কেন, নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে। প্রতি বাড়িতেই সমস্যা, ঝামেলা থাকে। কিন্তু তা বাইরে আসা মানে বাড়ির বদনাম।
>
> **হরভজন সিং**

অথচ, এদিন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন! তাহলে কে ঠিক কথা বলছেন?'

হরভজনের মতে, হেডকোচ হিসেবে কোনও তরুণ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে বোর্ডের কাছে অভিযোগ করা মোটেই শোভনীয় নয়। যদি সত্যিও হয়, খবরটা শোনার পর সরফরাজের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারত। কড়া ধমক দিয়ে সতর্ক করে দিলেই হত। পুনরাবৃত্তি ঘটত না। পরবর্তী সময়েও ভারতীয় দলের হয়ে খেলবেন সরফরাজ। কোচ-খেলোয়াড়ের সম্পর্কের সমীকরণ তখন কী দাঁড়াবে?

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেছেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ভারতীয় ক্রিকেট মহলের আলোচনার কেন্দ্র অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের ব্যর্থতা। সঙ্গে প্রতিদিন সাজঘরের নিত্যনতুন কাহিনী বাইরে আসা। সরফরাজ যদি ভুল করে থাকে, তাহলে অস্ট্রেলিয়া সফরে আপনি (গম্ভীর) কোচ ছিলেন। উচিত ছিল তখনও ওর সঙ্গে বসে মিটিয়ে নেওয়া। মাথায় রাখা উচিত ছিল সরফরাজ তরুণ প্রতিভা। সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।'

এদিকে, বিদেশ সফরে টিমহোটেল ছেড়ে পরিবার নিয়ে আলাদা হোটেলে ওঠা নিয়ে তোপ দাগলেন ইরফান পাঠান। লক্ষ্য বিরাট কোহলি হলেও নাম নিতে নারাজ। ইরফান জানান, অতীতে মহাতারকাও দলের সঙ্গে একই হোটেলে উঠতেন। তাহলে এখনই কেন অনুমতি দেওয়া হয়? ইরফানের যে পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় একজন দাবি করেন, রাখঢাক না রেখে বিরাটের নামটা বলতে। উত্তরে ইরফানের সাফ জবাব, না না, বিরাটকে নিয়ে কিছু বলতে চান না।

চতুর্থ রাউন্ডে জকোভিচ, আলকারাজ

জয় দিয়ে শুরু বোপান্নাদের

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি স্ট্রেট সেটে হারালেন চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাককে। ম্যাচের ফলাফল ৬-১, ৬-৪, ৬-৪।

নোভাকের মতোই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভও সহজ জয় পেয়েছেন। তিনি ইংল্যান্ডের জ্যাকব ফ্রানলেকে হারিয়ে দিয়েছেন ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ ফলে।

এদিকে, তৃতীয় রাউন্ডে জিততে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজকে। তিনি পর্তুগালের নুনো বর্জেসকে পরাজিত করেছেন ৬-২, ৬-৪,৬-৭(৭-৩),৬-২ ফলে।

অন্যদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে জিতেছেন প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা। তিনি সুইৎজারল্যান্ডের ক্লারা টাউসনের বিরুদ্ধে ৭-৬(৭-৫),৬-৪ ফলে জয় পেয়েছেন। তৃতীয় বাছাই কোকো গফ কানাডার লেলা ফার্নান্ডেজকে ৬-৪, ৬-২ ফলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন। তৃতীয় রাউন্ডে ওয়াক ওভার পেয়েছেন নাওমি ওসাকা।

মেলবোর্নে পুরুষদের ডাবলস থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা রোহন বোপান্না। তবে মিক্সড ডাবলসে আশা জিইয়ে রাখলেন তিনি। শুক্রবার চিনের ঝ্যাং সুয়াইয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে নেমে প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন। তাঁরা ক্রোয়েশিয়ার ইভান ডডিক ও ফ্রান্সের ক্রিস্টিনা মানেডোভিক জুটিকে হারিয়েছেন ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে।

চার সেটের লড়াইয়ে জিতে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

ভারত সফরের স্মৃতি রোমন্থন

বিরাটদের জন্য আক্ষেপ ফখরের

লাহোর, ১৭ জানুয়ারি : পাকিস্তানে যাচ্ছে না ভারত। বিসিসিআইয়ের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রোহিত শর্মার দল খেলবে দুবাইয়ে। দীর্ঘ টানাপোড়েন, হুংকার শেষে যা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান। যদিও আক্ষেপ যাচ্ছে না ফখর জামানদের।

পাকিস্তান ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ ফখরের মতে, বিরাট-রোহিতদের তাঁরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ নেই। ফখর বলেন, 'আমরা মুখিয়ে ছিলাম ভারতীয় দলকে দুর্দান্তভাবে স্বাগত জানাতে। কিন্তু ভারত আসছে না। কী আর করা যাবে? তবে দুবাইয়ে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় আমরা এখন থেকে উত্তেজিত।'

দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে দীর্ঘদিন দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট বন্ধ। ইন্দো-পাক ম্যাচ আটকে শুধু আইসিসি টুর্নামেন্টে। তবে বিসিসিআই পাকিস্তান দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অনড় হলেও আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলতে ভারতে পা রেখেছে একাধিক পাক দল।

শেষবার ২০২৩-এ ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতগামী দলে ছিলেন ফখরও। যে স্মৃতি উসকে পাক ব্যাটার বলেন, '২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতে গিয়েছিলাম। পুরো সফর দারুণ উপভোগ করেছিলাম। প্রথমে হায়দরাবাদে পা রাখি আমরা। স্থানীয় মানুষদের থেকে প্রচুর ভালোবাসা, সমর্থন পেয়েছিলাম। অসাধারণ আতিথেয়তা, সত্যিই যা মিস করি।'

রনজিতে অনিশ্চিত অভিমন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্ব। ঘরের মাঠ কল্যাণীতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজির ছয় নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। কালই অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার সহ পুরো বাংলা দল কল্যাণী পৌঁছে যাচ্ছে।

তার আগে বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ। আজ স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। জানা গিয়েছে, তাঁর চোট বেশ গুরুতর। ফলে হরিয়ানার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি ম্যাচে প্রবলভাবে অনিশ্চিত তিনি।

আঙুলে চোট

সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'অভিমন্যু আজ আঙুলে চোট পেয়েছে। হরিয়ানা ম্যাচে ওর খেলার সম্ভাবনা কম। দেখা যাক কী হয়।' অভিমন্যু শেষপর্যন্ত হরিয়ানা ম্যাচে খেলতে না পারলে ওপেনিং জুটি নিয়ে বাংলা দলকে নতুনভাবে ভাবতে হবে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও সেটা মেনে নিয়েছেন। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'অভিমন্যুর চোট অবশ্যই দলের জন্য ধাক্কা। কিন্তু কিছু করার নেই। ও একান্তই খেলতে না পারলে ওপেনিং জুটি নিয়ে নতুনভাবে ভাবতেই হবে আমাদের।' হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়েরও। তিনিও অনিশ্চিত হরিয়ানা ম্যাচে। কোচ লক্ষ্মীরতন সুদীপ-অভিমন্যুকে নিয়ে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ। খেলার আগে দুজনের ফিটনেস পরীক্ষার পরই তিনি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে চান।

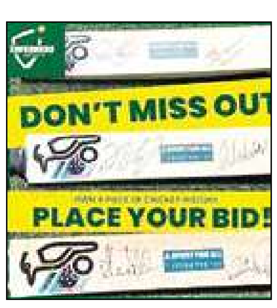

কোহলি-বুমরাহর স্বাক্ষরিত ব্যাট দান

মহৎ উদ্যোগ লায়োনের

সিডনি, ১৭ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ থেকে স্বাক্ষর করা ব্যাট মহৎ কাজে দিলেন নাথান লায়োন। বিশেষভাবে সক্ষম ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়াতেই এই পদক্ষেপ অস্ট্রেলিয়ার তারকা অফস্পিনারের। ন্যাশনাল ক্রিকেট ইনক্লুশন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে বিশেষভাবে সক্ষম ক্রিকেটারদের নিয়ে। লায়োন যার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর নিযুক্ত হয়েছেন।

ভারতের অজি সফরের সময় বিরাট, বুমরাহর থেকে স্বাক্ষরিত ব্যাট নিয়েছিলেন। সেই ব্যাটই দান করলেন লায়োন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, একশো ভাগ ফিট হয়েই শ্রীলঙ্কাগামী বিমানে উঠবেন। সফরে দুটি টেস্ট খেলার কথা অস্ট্রেলিয়ার। শ্রীলঙ্কার পিচ, পরিবেশে লায়োনের স্পিন নিশ্চিতভাবে বড় অস্ত্র হতে চলেছে। সমর্থকদের আশ্বস্ত করে লায়োন জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই এগোচ্ছে। সিরিজের আগে ১০০ ভাগ ফিট হয়ে যাবেন।

আজ রাতে কলকাতায় গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই কাল দুপুরে মুম্বইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা হয়ে যাবে। আর সেই দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরই দেশের নানা প্রান্ত থেকে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা হাজির হচ্ছেন কলকাতায়।

টিম ইন্ডিয়ার তারকাদের কলকাতায় আসার সময়

গৌতম গম্ভীর
রাত ৮.১৫

সূর্যকুমার যাদব
সন্ধ্যা ৭.৪৫

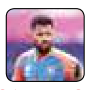

নীতীশ কুমার রেড্ডি
বিকেল ৪.৩০

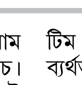

মহম্মদ সামি
রাত ১১.৩০

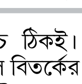

হার্দিক পান্ডিয়া
রাত ১২.৩০

উপলক্ষ্য, বুধবারের ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ। রবিবার থেকে তিলোত্তমার নজরে শুধুই ইডেন।

পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ কলকাতায় আগামী বুধবার। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে শীতের কলকাতায় ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সেই আগ্রহের নিউক্লিয়াস হিসেবে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। জুলাই মাসে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার পর শেষবার গম্ভীর কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময় তাঁকে নিয়ে বিস্তর আগ্রহ ছিল। তাঁকে একঝলক দেখার জন্য ক্রিকেটপ্রেমীদের আকুতিও ছিল সাংঘাতিক। মাঝের কয়েক মাসে ছবিটা বিস্তর বদলেছে। গম্ভীর এখনও টিম ইন্ডিয়ার কোচ ঠিকই। কিন্তু টানা ব্যর্থতার পাশে প্রবল বিতর্কের কেন্দ্রেও।

স্বাভাবিকভাবেই বুধবারের ইডেনে সূর্যকুমার যাদবের দল কেমন পারফর্ম করবে, এমন প্রশ্নের চেয়ে বেশি আগ্রহ কোচ হিসেবে গম্ভীর কী করেন, সেদিকে। রাতের সিএবিতে সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'ইডেনে ভারতীয় দল কেমন খেলবে, সময় বলবে। তবে ভালো পিচে বড় রানের ম্যাচের অপেক্ষায় রয়েছি আমরা সবাই। কোচ গম্ভীরকে নিয়েও ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ভালোরকম আগ্রহ রয়েছে বলে শুনছি। দেখা যাক কী হয়।' বুধবারের ভারত বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের লক্ষ্যে কাল সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে ইংল্যান্ড দলও। সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে নামবে ইংল্যান্ড দল। ভিসা সমস্যা মিটিয়ে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছোচ্ছেন জোরে বোলার সাকিব মাহমুদ।

হাউসফুল ইডেনের অপেক্ষা

রবিবার থেকে ইডেনে দুই দলেরই অনুশীলন রয়েছে। পাশাপাশি সোমবারের সন্ধ্যা ইডেনে এক অভিনব অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে চলেছে। সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৫ সর্বভারতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলার মহিলা দল। সেই দলকে সংবর্ধনা দিতে চলেছে সিএবি। সেই সংবর্ধনার আসরে ভারতীয় ক্রিকেটের তিন কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজ হাজির থাকছেন। কুড়ির ক্রিকেটের ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকেও সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য সিএবি-র তরফে অনুরোধ করা হয়েছে। সূর্যের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।

ডার্বি জিতে জামশেদপুরে হোঁচট মোহনবাগানের

জামশেদপুর এফসি-১ (এজে)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (শুভাশিস)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

জামশেদপুর, ১৭ জানুয়ারি : ম্যাচ শুরুর আগেই জামশেদপুর এফসি সমর্থকরা বলেই দেন, 'ফিল, হিট অফ দ্য ফার্নেস।'

জ্বলন্ত ফার্নেসের উত্তাপ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ভালোই টের পেল ইস্পাতনগরীতে এসে। জামশেদপুরে খালিদ জামিলের দল অপ্রতিরোধ্য। এদিনও তাই প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকা ম্যাচ থেকে দ্বিতীয়ার্ধে হারিয়ে গেল মোহনবাগান। যার সুযোগ নিয়ে ৬০ মিনিটে স্টিফেন এজে একাই টেনে নিয়ে গিয়ে গোল করে সমতা ফেরালেন। একইসঙ্গে ঘরের মাঠে ভালো খেলার ধারাবাহিকতা ধরে রাখল জামশেদপুর। এই ম্যাচের ফল বরং শেষদিকে মোহনবাগানকে ভোগাতেই পারে।

ডার্বির পরের ম্যাচ চিরকালই জয়ী দলের কাছে চাপের হয়। চিরকালীন ময়দানি এই মিথকে এদিন ফের সত্যি হতে দেখা গেল। খালিদের মতো ধুরন্ধর ফুটবল-মস্তিষ্কের বিরুদ্ধে খেলায় আর একটু ভাবনাচিন্তা থাকলে ভালো হত। বিরতির পর জাভিয়ার সিভেরিওকে নামাতেই তাঁর দলের খেলায় বাড়তি ঝাঁঝ আসে। সেখানে চোট-আঘাতে কাবু মোহনবাগান ক্রমশ ক্লান্ত হয়েছে। অনিরুদ্ধ থাপা-আশিক কুরুনিয়ানদের পর জামশেদপুর রওনা দেওয়ার আগে হঠাৎই নেইয়ের তালিকায় চলে যান সাহাল আব্দুল সামাদও। তবু হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা সঠিক দলটাকে গুছিয়ে নামামোর চেষ্টা করেছেন। সমস্যা সত্ত্বেও এদিনও প্রথমে গোল মোহনবাগানের। জেসন কামিংসের কর্নার টম অ্যালড্রেড নামিয়ে দিলে শুভাশিস বসু বাঁ পায়ে ঠান্ডা মাথায় গোলে ঠেলে দেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষের বাঁশি বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে ২-০ হয়েই যেত যদি কামিংসের বাড়নো বলে একটা জোরালো শট নিতেন জেমি ম্যাকলারেন। তাঁর দূর্বল শট চলে যায় আলবিনো গোমসের হাতে। এদিন লিস্টন কোলাসো পায়ে বাড়তি বল রেখে বেশকিছু সুযোগ তৈরির সম্ভাবনা নষ্ট করেছেন।

জামশেদপুরের মত জায়গায় প্রায় হাজার কুড়ি দর্শক হওয়াটা ফুটবলের জন্য ভালো। ডার্বিতে যাঁরা যেতে পারেননি, সেই সব মোহনবাগান সমর্থক সেই দুঃখ উসুল করতে এদিন উপস্থিত হন কাছের এই ইস্পাতনগরীতে। তবে তাঁদের ছাপিয়ে এদিন রঙিন জেএফসি সমর্থকরা। নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুনের সঙ্গে গ্যালারিতে জমজমাট ঢোল-ভোজপুরি গানের সঙ্গে সিটি আর নাচানাচি। গ্যালারি খুব কাছে না হলেও মাঠ ছোট হওয়ায় ওই তীব্র চিৎকারে সামান্য হলেও সমস্যায় পড়েছেনই সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। তা কাছে। স্টিফেন বাঁচান। শেষদিকে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের বাড়ানো বলে লিস্টনের শট ভালো বাঁচান আলবিনো।

মোলিনার নোটবুকে নিশ্চিতভাবেই সবই ওঠে। কিন্তু এই যে ভুরি ভুরি সুযোগ নষ্ট এবং মাত্র এক গোলের ব্যবধানে এগিয়ে বুমেরাং হবেই। যা এদিনই হল। এর সমাধানসূত্র নিশ্চিতভাবেই তিনি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে এগিয়ে দিয়ে হুংকার শুভাশিস বসুর (উপরে)। সমতা ফেরালেন জামশেদপুরের স্টিফেন এজে। শুক্রবার।

সত্ত্বেও ডার্বির মতোই ২ মিনিটে মনবীর সিংয়ের ক্রস থেকে প্রায় গোল করার জায়গায় চলে যান ম্যাকলারেন। ৬ গজ বক্সের ভিতর থেকে নেওয়া তাঁর হেড অবশ্য ব্লক করে ফেলেন আলবিনো। আর ৪ মিনিট বক্সের ঠিক বাইরে থেকে নেওয়া লিস্টন কোলাসোর ফ্রি কিক বারের সামান্য উপর দিয়ে যায়। ২০ মিনিটে কামিংসের বাড়ানো বলে সেরা সুযোগ ছিল লিস্টনের খুঁজছেন। এদিনের এই ড্রয়ে ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে বাকিদের থেকে আরও একটু ব্যবধান বাড়াল মোহনবাগান। ১৫ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে জামশেদপুর দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, আলবার্তো, অ্যালড্রেড, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, টাংরি, লিস্টন, কামিন্স (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রি)।

হারের হ্যাটট্রিকের ভ্রূকুটি লাল-হলুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : খুব বেশিদিন পিছোতে হবে না। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। হায়দরাবাদ এফসিকে হারিয়ে আইএসএলে প্রথমবারের জন্য টানা তিন ম্যাচ জেতার হাতছানি ছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। সেই লাল-হলুদ শিবিরেই এখন হারের হ্যাটট্রিকের ভ্রূকুটি।

আইএসএলের শুরুতে হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের লজ্জার মুখে পড়লেও অস্কার ব্রুজোঁর হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ায় মশাল বাহিনী। তবে ভাগ্যও সঙ্গ দিল না। গত দুই সপ্তাহের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের ছবিটা যেন ১৮০ ডিগ্রি উলটে গিয়েছে। একের পর এক চোট ধাক্কায় লাল-হলুদের সুপার সিক্সের স্বপ্ন ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার অস্কারের দলের সামনে এফসি গোয়া। সেই ম্যাচ খেলতে শুক্রবার সকালের বিমানেই গোয়া উড়ে

অনুশীলনে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। সঙ্গী জিকসন সিং। শুক্রবার কলকাতায়।

গিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই ম্যাচে প্রতিপক্ষের চেয়ে নিজের দল নিয়েই বেশি চিন্তিত ইস্টবেঙ্গল কোচ।

দলের সঙ্গে যাননি আনোয়ার আলি। হেক্টর ইউস্তেও অনিশ্চিত। কার্ড সমস্যায় নেই সৌভিক চক্রবর্তী। পিঠের ব্যাথায় কাবু ক্লেইটন সিলভা। তাই তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ডেভালপমেন্ট লিগের স্কোয়াডে থাকা বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে মাণ্ডবীর তীরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে গোয়ার বিরুদ্ধেই লাল-হলুদ জার্সিতে হয়তো রিচার্ড সেলিসের অভিষেক হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে ভেনিজুয়েলার ফুটবলার নিজেকে কতটা মেলে ধরবেন তারওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। যদিও রিচার্ডের ফিটনেস নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবুও লাল-হলুদ জনতা তাঁর দিকেই তাকিয়ে।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে সংবর্ধনা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে শুক্রবার নিজেদের ক্লাবে সংবর্ধনা দিল ইস্টবেঙ্গল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও অভিনবত্ব লাল-হলুদের।

ভারতসেরা হয়ে ফেরার পর থেকেই সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসছেন রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, মনোতোষ মাঝিরা। এদিন বিকেলে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন দলকে সংবর্ধিত করল ইস্টবেঙ্গল। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত সহ বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার অন্যান্য কর্তারা। তবে বাংলা দলের অধিনায়ক চাকু মান্ডি লাল-হলুদের হয়ে আইএসএল খেলতে এখন গোয়াতে। তাই তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ছিলেন না আরেক ফুটবলার সুপ্রিয় পণ্ডিতও। এদিন আইএফএ কোচেস কমিটির সদস্যদেরও সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে হাজির ছিলেন অমিত ভদ্র, অলোক মুখোপাধ্যায়, অশোক চন্দ ও দীপেন্দু বিশ্বাস। আসলে বাংলার খেতাব জয়ের অন্যতম কান্ডারি কোচ সঞ্জয় সেনকে নিয়োগ করেছিল এই কমিটিই। তাই তাদেরও প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হল।

এদিকে দল যখন একের পর এক সংবর্ধনা পাচ্ছে তখন ছেলেদের উদ্দেশে কোচ সঞ্জয়ের পরামর্শ, 'এত সম্মান, সংবর্ধনা পাচ্ছো, এর মান রেখো। মাথাটা যেন ঘুরে না যায়।' অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ফুটবলারদের উদ্দেশে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, 'লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। অনেকদূর যেতে হবে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' পাশাপাশি বাংলার ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে আইএফএকে দুই মাসে একবার করে শিবির করার আদেশ দেন অরূপ বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের উৎসাহ বাড়ালেন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে। সেখানেই হঠাৎ করে হাজির হয়ে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। স্টেডিয়ামের পাশে একটি অনুষ্ঠানে এদিন এসেছিলেন বাইচুং। ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তারা তাঁকে প্রতিযোগিতা দেখার আমন্ত্রণ জানালে তিনি রাজি হয়ে যান। দুপুরবেলায় আধঘণ্টা ধরে খেলা দেখার পর শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের উদ্দেশে বাইচুং মূল্যবান পরামর্শ দেন। বলেছেন, 'জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় দলের সফরে প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে এইসব টুর্নামেন্ট। তবে লক্ষ্যপূরণে পরিশ্রমে ফাঁক রাখলে চলবে না। সঙ্গে জীবনে নিয়মানুবর্তিতাও আনতে হবে।'

বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে অংশ নিয়েছে ১৫টি ক্লাবের ৫৬৯ জন অ্যাথলিট। তিনদিন ধরে ছেলে ও মেয়েদের পাঁচটি করে বয়স বিভাগে মোট ১০২টি ইভেন্ট থাকছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অ্যাথলিটদের উদ্দেশে বার্তা দিচ্ছেন বাইচুং ভুটিয়া।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ। প্রথমদিনের শেষে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে জিটিএসসি। বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও রবীন্দ্র সংঘ তাদের সঙ্গে কড়া টক্কর দিয়েছে।

এন্ড্রিকের দাপটে শেষ আটে রিয়াল

জোড়া গোল করে রিয়াল মাদ্রিদের জয় নিশ্চিত করলেন এন্ড্রিক।

মাদ্রিদ, ১৭ জানুয়ারি : দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রিয়াল মাদ্রিদের। কয়েকদিন আগে স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে বার্সার কাছে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। সেই ধাক্কা কাটিয়ে কোপা দেল রে-র শেষ ষোলোর ম্যাচে ৫-২ গোলে সেল্টা ভিগোকে হারালেন ভিনিসিয়াসরা। সৌজন্যে ব্রাজিলিয়ান 'বিস্ময় বালক' লুই এন্ড্রিক। অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করে দলকে শেষ আটে তোলেন তিনি।

ম্যাচের ৩৭ মিনিটে ফরাসি তারকা এমবাপের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ৪৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিনিসিয়াস। একটা সময় মনে হচ্ছিল, সহজে ম্যাচ জিততে চলেছে রিয়াল। কিন্তু শেষ দশ মিনিটে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। ৮৩ মিনিটে জোনাথন বাম্বা ও সংযোজিত সময়ে মার্কোস আলেন্সো গোলশোধ করে ম্যাচ জমিয়ে দেন।

সংযোজিত সময়ে নিজস্ব ছন্দে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ১০৮ মিনিটে পরিবর্তরূপে নামা লুই এন্ড্রিকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। মিনিট তিনেক পরে ব্যবধান বাড়ান ফেদে ভালভার্দে। এখানেই শেষ নয়, ম্যাচের একদম অন্তিম লগ্নে দুরন্ত ব্যাকহিলে দলের পঞ্চম ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এন্ড্রিকে।

ম্যাচের পর জয়ের নায়ক এন্ড্রিকে বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ সবসময় ম্যাচের শেষপর্যন্ত লড়াই করে। ম্যাচটা কঠিন ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে তিনটি গোল করে জয় নিশ্চিত করেছি।'

মেসি-নেইমারের সম্পর্ককে হিংসা করতেন এমবাপে

রিয়াধ, ১৭ জানুয়ারি : আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসির সঙ্গে নেইমারের বন্ধুত্বের কথা গোটা বিশ্ব জানে। দুজনে দীর্ঘদিন বার্সেলোনা ও পরে প্যারিস সাঁ জাঁ-তে খেলেছেন। কিন্তু দুই মহাতারকার এই সম্পর্ককে ভালো চোখে দেখতেন না ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান তারকা রোমারিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন নেইমার। এই প্রসঙ্গে আল হিলাল তারকা বলেছেন, 'আমার সঙ্গে এমবাপের শুরুর দিকে একটু সমস্যা ছিল। তবে ও সেই সময় দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছিল। আমি ওকে বলতাম, তুমি একদিন বিশ্বের সেরা হবে। এমবাপের সঙ্গে আমি প্রায়ই অবসর সময় কাটাতাম।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মেসি আসার পর এমবাপে একটু হিংসুটে হয়ে যায়। আমার সঙ্গে মেসির সম্পর্কটা ও মানতে পারত না। সেই সময় এমবাপের ব্যবহারে পরিবর্তন আসে এবং সেখান থেকে ঝামেলার সূত্রপাত হয়।'

২০২১ সালে এই তিন মহাতারকা একসঙ্গে পিএসজি-র হয়ে খেলেছেন। সেই সময় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণভাগ নিয়েও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি ফরাসি ক্লাবটি। তবে এর পিছনে খেলোয়াড়দের ইগো সমস্যাকেই দায়ী করেছেন নেইমার। তিনি বলেছেন, 'ওই সময় খেলোয়াড়দের ইগো সমস্যার জন্য দল সাফল্য পায়নি। বর্তমান সময়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া না থাকলে ট্রফি জেতা সম্ভব নয়।'

ফুটবল ছেড়ে র‌্যাকেট হাতে নেইমার।

সংবাদ সংক্ষেপে

অনিশ্চিত অ্যালেক্সিস

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : মুম্বই ম্যাচে অনিশ্চিত আর্জেন্টাইন মিডিও অ্যালেক্সিস গোমেজ। তার চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। তাই প্রজাতন্ত্র দিবসে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে কিছুটা চিন্তায় কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। বিকল্প হিসেবে টিম ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করছে দ্রুত রবি হাঁসদাকে রেজিস্ট্রেশন করানোর। এদিকে ২০ তারিখ থেকে মহমেডানের অনুশীলন শুরু হবে। ওইদিন ক্লাবকর্তারা অনুশীলনের পর খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেতন সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন।

জয় ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন অ্যান্ডুস আলবার্ট।

যুব লিগের শীর্ষে বাগান

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগে জয় পেল মোহনবাগান। তারা ৩-২ গোলে হারাল বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। বাগানের হয়ে জোড়া গোল ববি সিংয়ের। অপর গোলটি করেন হাওকিপ। বিধাননগরের গোলদাতা ফিরদৌসুদ্দিন ও তপন বেসরা। এই ম্যাচ জিতে ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে মোহনবাগান।

এদিকে, বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির কাছে ১-৫ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির তানবীর দে হ্যাটট্রিক করেন। অপর দুটি গোল আত্মঘাতী। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন শেখর সর্দার। অন্যদিকে, মহমেডান ও অ্যাডামাস ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে।

আরও এক দশক সিটিতে হাল্যান্ড

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জানুয়ারি : ২০৩৪ সাল পর্যন্ত নীল ম্যাঞ্চেস্টারের এতিহাদই ঠিকানা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের। মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় আড়াই বছর আগে নরওয়ের তারকা ফুটবলারের সঙ্গে নতুন চুক্তি সেরে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

২০২৭ পর্যন্ত হাল্যান্ডের সঙ্গে নীল ম্যাঞ্চেস্টারের চুক্তি ছিল। সেই চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই সিটির রেকর্ড সাড়ে নয় বছরের চুক্তিতে সই করলেন হাল্যান্ড। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসেও দীর্ঘ চুক্তিগুলির মধ্যে এটি নিদর্শন হয়ে থেকে যাবে। শুধু তাই নয়, আর্থিক দিক থেকেও প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতনভুক ফুটবলার হলেন হাল্যান্ড। নতুন চুক্তিতে সইয়ের পর নরওয়ের স্ট্রাইকার বলেছেন, 'ম্যান সিটির মতো ক্লাবে আরও সময় কাটাতে পারব ভেবেই খুব ভালো লাগছে। এই ক্লাবের সমর্থকরা অসাধারণ। গ্যালারির পরিবেশটাই সেরাটা উজাড় করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।'

৪ ম্যাচ পর জিতল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জানুয়ারি : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে সাদাম্পটন। সেই দলের কাছে রুবেন অ্যামোরিমের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পিছিয়ে ছিল ৮২ মিনিট পর্যন্ত। তবে শেষপর্যন্ত লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান আইভরি কোস্টের মিডফিল্ডার আমাদ ডিয়ালো। ৮২ থেকে ৯৪- এই ১২ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে দলকে ৩-১ গোলে জেতান ডিয়ালো। তাঁর দল প্রিমিয়ার লিগে চার ম্যাচ পর জয় পেল। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের শেষ জয় এসেছিল গত ১৫ ডিসেম্বর ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। এই জয়ের সুবাদে ২১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে রয়েছে ইউনাইটেড। সমসংখ্যাক ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার নীচেই রইল সাদাম্পটন।

চ্যাম্পিয়ন সিতাই হাইস্কুল

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ দলীয় আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল সিতাই হাইস্কুল। শুক্রবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে ফাইনালে তারা ২৫-২২, ২৫-২১, ২১-২৫, ২৫-২৩ পয়েন্টে মাথাভাঙ্গার হাজরারহাট হরিশ্চন্দ্র হাইস্কুলকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে সিতাই ২-০ সেটে কোকিলাদেবী হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জেতে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে হাজরারহাট ২-১ সেটে গোসানিমারি হাইস্কুলকে হারায়। প্রতিযোগিতার সেরা হাজরারহাটের চৈতন বর্মন। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত, ভলিবল সচিব জহর রায় প্রমুখ।

জয়ী জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ দুইদিনের ক্রিকেটে জলপাইগুড়ি ৩০৪ রানে জিতেছে চন্দননগরের বিরুদ্ধে। হুগলির চিনসুরায় আয়োজিত ম্যাচে প্রথমে জলপাইগুড়ি ৭৭.১ ওভারে ৩৪৭ রানে অল আউট হয়। কৌস্তভ ঘোষ শতরান হাতছাড়া করে ৭ রানের জন্য। শিবম ঝা ৭৮, আনন্দ ৭৭ ও সমীর রায় ৫২ রান করে। জবাবে চন্দননগর ২২.৫ ওভারে ৪৭ রানে গুটিয়ে যায়। শিবম সাহা ১৭ রানে ফেলে দেয় ৬ উইকেট। ম্যাচের সেরা শিবম ঝা ২০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে।

ফাইনালে মোহিত

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ষড়শিবালা দত্ত ও বিমলেন্দু চন্দ ট্রফি মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠেছে মোহিত স্পোর্টিং অ্যাকাডেমি। প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ি স্পোর্টস জোনকে। জেওয়াইসিসি মাঠে ম্যাচের সেরা স্বপ্না রায় ছাড়াও রবিনা কেরকাট্টা গোল করেন। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে দক্ষিণ বেরুবাড়ি গৌড়চণ্ডী ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।

উত্তরের খেলা

জিতল ডিআরএসসি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার ডিআরএসসি ৪ উইকেটে হারিয়েছে রেইনবো ক্রিকেট ক্লাবকে। অরবিন্দনগর মাঠে প্রথমে রেইনবো ৩৪.৩ ওভারে ১৬৮ রানে অল আউট হয়ে যায়। অশ্বিনী কুমার ৪৭ রান করেন। কুণাল তামাং ২১ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে ডিআরএসসি ৩০.১ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭১ রান তুলে নেয়। জয় রাউথের অবদান ৫৩ রান। শেখর সূত্রধর ৩২ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

হার ডুয়ার্সের

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জানুয়ারি : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ২৫ বছর উপলক্ষে আয়োজিত মেয়েদের প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচে অসমের বোরোল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৫ উইকেটে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে ডুয়ার্স ৯ উইকেটে ১৪১ রান করে। পায়েল দাসের অবদান ৩৪ রান। মনিষ্ঠা ৩৪ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে বোরোল্যান্ড ৫ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। রায়া কাকটি ৪৪ রান করেন। শীতল ওঁরাওয়ের শিকার ১৬ রানে ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা রাজমা সুলতানা।

সেরা গোবিন্দপুর

কুমারগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জের মোহনার খামার বোদরায় শর্ট হ্যান্ড টেনিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গোবিন্দপুর। রানার্স ঘোলদারা দল।

ট্রফি হাতে নৈশ ব্যাডমিন্টনের সফল খেলোয়াড়রা। ছবি : শতাব্দী সাহা

চ্যাম্পিয়ন ব্রজ-রোহিত

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ জানুয়ারি : দক্ষিণায়ন ক্লাবের নৈশ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ব্রজ শর্মা ও রোহিত রায়। ফাইনালে তাঁরা ২-১ সেটে হারিয়েছেন বাবন দাস ও পাপন সাহাকে। ফাইনালের সেরা রোহিত। প্রতিযোগিতার সেরা ব্রজ।

সেমিতে বারবিশা

বারবিশা, ১৭ জানুয়ারি : জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠল বারবিশা একাদশ। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে বঙ্গাইগাঁও বি-১২ দলকে হারিয়েছে। বঙ্গাইগাঁও টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ১৮.৩ ওভারে ১০৪ রানে অল আউট হয়ে যায়। রবি ঘোষ ৩৬ রান করেন। সুরজ বিশ্বকর্মা ১৫ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে বারবিশা ১৩.৫ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আনন্দ ৫৮ রান করেন। শুভজিৎ রায় ৩৪ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। শনিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে জিএল থান্ডার একাদশ এবং বীরপাড়া রোহিত একাদশ।

শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের উৎসাহ বাড়ালেন বাইচুং
-খবর তেরোর পাতায়

ইউনাইটেড দলে বুবাই, সুমিত

বুবাই রায় ও সুমিত দাস।

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার সর্বভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ এলিট লিগের জোনাল রাউন্ডের ম্যাচে নামছে কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। কালনার এসকেএম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে ইউনাইটেডের ২০ জনের দলে জায়গা করে নিয়েছে জলপাইগুড়ির বুবাই রায় ও ময়নাগুড়ির সুমিত দাস। দুইজনেই তারা ইউনাইটেড স্পোর্টস এবিপিসি জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির ছাত্র। ইউনাইটেড ক্লাব গত নভেম্বরে জলপাইগুড়ি থেকেই তাদের নির্বাচন করে কলকাতার শিবিরে নিয়ে যায়। বুবাই ছোট থেকেই জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিতে কোচ অসীম রায়ের অধীনে ছিল। সুমিতের বেড়ে ওঠা বেলতলি রায় কোচিং সেন্টারের কোচ পৃথ্বীশ রায়ের কাছে। জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির কো-অর্ডিনেটর সৌমিক মজুমদার বুবাই-সুমিতদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের আরও ছেলেদের জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ করে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।'

ডিপিএসের বার্ষিক ক্রীড়ায় চলছে দৌড় প্রতিযোগিতা।

ডিপিএসের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুলের দুইদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 'ফাস্ট ট্র্যাক-ফাইভ' শুক্রবার শেষ হয়েছে। প্রতিযোগিতায় রাখা হয়েছিল ১০০, ২০০, ৮০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্পের মতো আকর্ষণীয় খেলাগুলি। দুইদিনের এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রেরণা হাউস। প্রথমদিন মুখ্য অতিথি ছিলেন বিএসএফ কদমতলার আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। দ্বিতীয় দিন মুখ্য অতিথি ছিলেন সিআরপিএফ-এর ডিআইজি সুরেন্দ্র সিং রানা, বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কমলেশ আগরওয়াল, ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রো ভিসি শরদ আগরওয়াল, ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের ডাইরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ।

জিতল বয়েজ ক্লাব

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার বয়েজ ক্লাব ৬ উইকেটে দেওয়ানহাট কালীবাড়ি ইউনিটকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রথমে কালীবাড়ি ২৪ ওভারে ৯২ রানে অল আউট হয়। রঘুনাথ দাস ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা তমাল দে ১৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে বয়েজ ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। জীবন বিশ্বাস ২৩ রান করেন। স্বপ্নীল দাস ৬ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা তমাল দে।